শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
৩য় খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের দায়ী হিসেবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ণ করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাস্‌সেরগণের যারা আল-আজহার, দামেস্ক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগীতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছে মিশরের প্রখ্যাত মোফাস্‌সের মুফতী হাসানাইন মখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলামহযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি হযরত মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেবের উর্দূ শাব্দিক তর্জমা পড়ে। আমার এ তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মূল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর প মুহসীন খানের Interpretation of the Meanings of the Noble Quran (এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে) ও অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran. Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করেছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাঃ)-এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শাণে নুজুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন-(১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না পূরা বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যে সব ক্ষেত্রে দুইটি আরবী শব্দ মিলে একটা বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দুটোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে- এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে। এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরার নামকরণ, শাণে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয়-বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর পরও গভীর ভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবে পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সর্বশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান-এ দোয়াই করছি।

শাবান ১৪২২

কার্ত্তিক ১৪০৮ — **মতিউর রহমান খান**

নভেম্বর-২০০১ — জেদ্দা

সূচীপত্র

সূরা আল-আ'রাফ

নামকরণ

এই সূরার নাম 'আল-আ'রাফ' এই জন্যে রাখা হয়েছে যে, এই সূরার পঞ্চম রুকুর এক জায়গায় আস্হাবুল আ'রাফ - আ'রাফবাসিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দরুন এরূপ নামকরণের অর্থ দাঁড়ায় যে, এ এমন একটি সূরা যাতে আ'রাফবাসিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এই সূরায় আলোচিত বিষয়াদি সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে মনে হয় যে, সূরা আল-আন'আমের নাযিল হওয়ার যে সময়-কাল, এই সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কালও ঠিক তাই। কিন্তু এই সূরা দুটির কোন্‌টি প্রথমে নাযিল হয়েছে আর কোনটি পরে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। মোটামুটি ভাবে এই সূরার বর্ণনাভংগী হতে একথা সুস্পষ্ট রূপে অনুমিত হয় যে, এই দুটি সূরা একই সময়-কালের সাথে সম্পর্কিত এ কারণে এর ঐতিহাসিক পটভূমি বুঝবার জন্য সূরা আল-আন'আমের শুরুত লেখা ভূমিকা মনে রাখাই যথেষ্ট হবে।

আলোচ্য বিষয়-সমূহ

এই সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নবুয়্যত ও রেসালত এর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত। সমস্ত আলোচনার মোদ্দাকথা হচ্ছে লোকদেরকে আল্লাহ প্রেরিত নবী-পয়গম্বরদের আনুগত্য ও অনুসরণ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করা। কিন্তু এই আহাবানে ভয় প্রদর্শনের ধরণটা খুবই সুস্পষ্ট। কেননা যাদের লক্ষ্য করে কথাগুলি বলা হয়েছে তারা হল মক্কার অধিবাসী। এক দীর্ঘকাল ধরেই নানাভাবে তাদেরকে এ কথা বুঝানো হচ্ছে। কিন্তু তার প্রতি তাদের অমনোযেগিতা, যিদ ও হঠকারিতা এবং বিরুদ্ধ প্রবণতা এমন চরম সীমায় পৌছেছিল যে তাদের লক্ষ্য করে কথা বলা অনতিবিলম্বে বন্ধ করে অন্য লোকদের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করার জন্যে নবীর প্রতি নির্দেশ আসার সময়ও নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। এ কারণে বুঝাবার ভঙ্গীতে নবুয়্যৎ ও রেসালাতের দাওয়াত কবুল করার আহ্বান জানানোর সংগে সংগে তাদেরকে এও বলা হয়েছে যে, আজ তোমরা নবীর সংগে যে ধরনের ব্যবহার করছ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তৎকালীন নবী-পয়গম্বরগণের সংগে অনুরূপ আচরণ করে তারা অত্যন্ত খারাব পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল। আর যেহেতু তাদের প্রতি বলার মত কথা প্রায় সম্পূর্ণই হয়ে গিয়েছিল, এজন্য ভাষণের শেষাংশে মক্কা বাসিদের পরিবর্তে আহ্‌লি-কেতাবদের সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে । এক জায়গায় তো সারা দুনিয়ার, লোকদেরকে সাধারণভাবে সম্বোধন করে বাণী পেশ করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, তখন হিজরতের আর বড় বেশী দেরী নেই এবং নবী যে কালে কেবল নিজের নিকটবর্তী লোকদের লক্ষ্য করে কথা বলেন, সেই কালটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আলোচনার উদ্দেশ্যে কোথাও কোথাও ইয়াহুদীদের লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে। এর দরুন নবুয়্যতের আর একটি দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।.তা হচ্ছে, নবীর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর সংগে মুনাফেকী করা, আনুগত্য ও অনুসরণের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তা ভংগ করা এবং হক্ ও বাতিল-এর মৌলিক পার্থক্য জেনে ও বুঝে নেবার পরও বাতিল নীতিতে আত্ম নিমগ্ন হয়ে থাকার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

এই সূরার শেষ ভাগে নবী করীম (সঃ) এবং তাঁর সংগী-সাথীদের প্রচার-পদ্ধতিতে অনুসৃত বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত পন্থা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত দেওয়া হয়েছে । বিরুদ্ধবাদীদের উত্তেজনা দান ও অত্যাচারমূলক কর্মতৎপরতা মুকাবিলায় অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ এবং ভাবাবেগের বন্যা-প্লাবনে ভেসে গিয়ে আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপন্থী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার জন্যে বিশেষভাবে নসীহত করা হয়েছে।

اٰيَاتُهَا ٢٠٦ (٧) سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٢٤

২০৬ তার আয়াত (সংখ্যা) সূরা (৭) আল-আ'রাফ মক্কী ২৪ তার রুকূ (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

নামে (শুরু করছি) আল্লাহর অশেষ দয়াবান অতীব করুনাময়

الٓمّٓصٓ ۝١ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ

আলীফ-লাম মীম-স্যাদ (এই) কিতাব নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি অতএব না(যেন) হয় মধ্যে তোমার মনের

حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢ اِتَّبِعُوْا

কোন সংকোচ তা হতে তা দিয়ে তুমি যেন সতর্ক কর এবং (এই কিতাব) উপদেশ মু'মিনদের জন্যে তোমরা অনুসরন কর

مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ

যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি পক্ষ হতে তোমাদের রবের এবং না তোমরা অনুসরণ করো তাকে ছাড়া

اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣ وَ كَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا

(অন্যান্যদেরকে) অভিভাবকরূপে (কিন্তু) অল্পই যা তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর এবং কত (সব) জনপদ তা আমরা ধ্বংস করেছি

فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ۝٤

তার উপর তখন এসেছিল আমাদের শাস্তি রাতের বেলায় অথবা তারা (ছিল) দুপুরে বিশ্রাম গ্রহণকারী

১। আলিফ লা-ম মী-ম সা-দ। ২। এটা একখানি কিতাব, এ তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। অতএব হে মুহাম্মদ! তোমার 'দিলে' এর জন্য যেন কোনরূপ কুণ্ঠা না জাগে [১]। এ নাযিল করার উদ্দেশ্য এই যে, এ দিয়ে তুমি (অমান্যকারীদের) ভয় দেখাবে এবং ঈমানদার লোকদের জন্য এ হবে উপদেশ। ৩। হে লোকেরা! তোমাদের রবের তরফ হতে তোমাদের প্রতি যাকিছু নাযিল করা হয়েছে, তা মেনে চল এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ অবলম্বন করো না। কিন্তু তোমরা উপদেশ খুব কমই মেনে থাক। ৪। কত সব জনপদ আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। সেখানকার লোকদের উপর আমাদের আযাব সহসা রাতের বেলা এসে পড়েছে; কিংবা দিনের বেলা এসেছে যখন তারা বিশ্রাম গ্রহণ করতেছিল।

---

১. অর্থাৎ কোন দ্বিধা ও ভয় না করে মানুসের কাছে এটা পৌছে দাও এবং বিরুদ্ধবাদীরা কিভাবে তা গ্রহণ করবে বা এর সংগে কি ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে মোটেই পরোয়া করো না।

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا

তারা বলেছিল যে এছাড়া আমাদের শাস্তি তাদের(কাছে) এসেছিল যখন তাদের আর্তনাদ (কথা) ছিল অতঃপর না

اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝٥ فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَ

ও যাদের প্রতি পাঠান হয়েছিল তাদেরকে আমরা অতএব জিজ্ঞাসা করবই যুলমকারী আমরা ছিলাম নিশ্চয় আমরা

لَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٦ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّ مَا كُنَّا

আমরা ছিলাম না আর জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের কাছে আমরা অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করবই রসূলদেরকেও আমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব

غَآئِبِيْنَ ۝٧ وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذِ نِ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ

তার পাল্লাসমূহ (নেকীর) ভারী হবে অতঃপর যার যথার্থই সেদিন (হবে) ওজন এবং অনুপস্থিত

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٨ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ

তার পাল্লাসমূহ (নেকীর) হাল্কা হবে যার এবং সফলকাম (হবে) তারাই অতঃপর ঐসব লোক

فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا

আমাদের নির্দশনাদির সাথে তারা ছিল একারণে যা তাদের নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে (তারাই) যারা অতঃপর ঐসব লোক

يَظْلِمُوْنَ ۝٩

যুল্‌ম করত

---

৫. এবং যখন আমাদের আযাব তাদের উপর এসে পড়ল, তখন তাদের মুখে একমাত্র ধ্বনি ছিল- "আমরা বাস্তবিকই যালেম"। ৬. অতএব এটা অনিবার্য যে, আমরা সেই লোকদের নিকট অবশ্যই কৈফিয়ত চাইব যাদের প্রতি আমরা নবী-রসূলদের পাঠিয়েছি। আমরা নবী-রসূলদেরও অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব(যে, তারা পয়গাম পৌছার দায়িত্ব কতদূর পালন করেছে এং তারা তার কি জবাব পেয়েছিল)। ৭. অতঃপর আমরা পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে সমস্ত কাহিনী তাদের সামনে পেশ করব। আমরা তো কোথাও লুকিয়েছিলাম না। ৮. আর ওজন সেদিন নিশ্চিতই সত্য-সঠিক[২] হবে। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে। ৯. আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে মহাক্ষতির সম্মুখীন করবে। কেননা তারা আমাদের সাথে যালেমদের ন্যায় আচারণ করছিল।

২। অর্থাৎ সেদিন আল্লাহর ন্যায়ের তুলাদন্ডে 'হক' ছাড়া -কোন কিছুরই ওজন থাকবে না। এবং ওজন ছাড়া কোন জিনিস 'হক' হবে না। যার সংগে যতটা 'হক' থাকবে তা ততটা 'ভারী' হবে এবং ফায়সালা যা কিছু হবে তা ওজন অনুযায়ী হবে, অন্য কোন কিছুর সামান্যতমও গুরুত্ব দেয়া হবে না।

وَ لَقَدْ	مَكَّنّٰكُمْ	فِي	الْاَرْضِ	وَ	جَعَلْنَا	لَكُمْ	فِيْهَا
এবং নিশ্চয়ই	তোমাদেরকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি	উপর	যমীনের	এবং	আমরা বানিয়েছি	তোমাদের জন্যে	তার মধ্যে

مَعَايِشَ ؕ	قَلِيْلًا	مَّا	تَشْكُرُوْنَ ⑩	وَ	لَقَدْ	خَلَقْنٰكُمْ	ثُمَّ
জীবিকা নির্বাহের উপায়সমূহ	(কিন্তু) অল্পই	যা	তোমরা শোকর কর	এবং	নিশ্চয়ই	তোমাদের আমরা সৃষ্টি করেছি	এরপর

ع ١

صَوَّرْنٰكُمْ	ثُمَّ	قُلْنَا	لِلْمَلٰٓئِكَةِ	اسْجُدُوْا	لِاٰدَمَ ۖ
তোমাদেরকে আমরা রূপদান করেছি	এরপর	আমরা বলেছি	ফেরেশতাদেরকে	তোমরা সিজদা কর	আদমকে

فَسَجَدُوْٓا	اِلَّآ	اِبْلِيْسَ ؕ	لَمْ يَكُنْ	مِّنَ	السّٰجِدِيْنَ ⑪	قَالَ
তারা অতঃপর সিজদা করল	ব্যতীত	ইবলীস	সে হয় নাই	অন্তর্ভুক্ত	সিজদাকারীদের	(আল্লাহ) বললেন

مَا	مَنَعَكَ	اَلَّا	تَسْجُدَ	اِذْ	اَمَرْتُكَ ؕ	قَالَ	اَنَا	خَيْرٌ
কিসে	তোমাকে বিরত করল	যে না	সিজদা করলে (আদমকে)	যখন	তোমাকে আমি নির্দেশ দিয়েছি	(ইবলীস) বলল	আমি	উত্তম

مِّنْهُ ۚ	خَلَقْتَنِيْ	مِنْ	نَّارٍ	وَّ	خَلَقْتَهٗ	مِنْ	طِيْنٍ ⑫	قَالَ
তার চেয়েও	আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন	হতে	আগুন	এবং	তাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন	হতে	মাটি	(আল্লাহ) বললেন

فَاهْبِطْ	مِنْهَا	فَمَا	يَكُوْنُ لَكَ	اَنْ	تَتَكَبَّرَ	فِيْهَا	فَاخْرُجْ
তুমি তাহলে নেমে যাও	এখান থেকে	কারণ নাই	তোমার (অধিকার)	যে	অহংকার করবে তুমি	এক্ষেত্রে	তুমি অতএব বের হও

আমরা তোমাদেরকে যমীনে ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য এখানে জীবনের সামগ্রী সংগ্রহ করে দিয়েছি। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর আদায় কর। **রুকু-০২** ১১. আমরা তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছি, তার পর তোমাদের রূপ দান করেছি, অতঃপর ফেরেশতাদের বলেছি : আদমকে সিজদা কর। এই আদেশ পেয়ে সকলে সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হল না[৩]। ১২. জিজ্ঞাসা করলেনঃ "সিজদা হতে তোমাকে কোন জিনিস বিরত রাখল, যখন আমিই তোমাকে ইহার হুকুম দিয়েছিলাম।" বলল "আমি তার অপেক্ষা উত্তম। তুমি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছ, আর তাকে করেছ মাটি দিয়ে"।১৩. বললেনঃ "তাহলে তুমি এখান হতে নীচে নেমে যাও। এখানে থেকে অহংকার দেখাবার তোমার কোনই অধিকার নেই। বের হয়ে যাও;

৩। এ দ্বারা এ বোঝায় না যে ইবলিস ফেরেশতাদের অন্তর্গত ছিল। যখন পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার পরিচালক ফেরেশতাদের আদমকে সেজদা করার হুকুম দিয়েছিলেন তখন তার তাৎপর্য এও ছিল যে, ফেরেশতাদের ব্যবস্থাধীন সমগ্র সৃষ্টিলোকও আদমের আনুগত্য মেনে নেবে। এই সৃষ্টি লোকের মধ্যে কেবল ইবলিসই অগ্রসর হয়ে এ ঘোষণা করলো যে সে আদমের সামনে শির অবনত করবে না।

إِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾

তুমি নিশ্চয়ই | অন্তর্ভুক্ত | অধমদের | (ইবলীস) বলল | আমাকে অবকাশ দিন | পর্যন্ত | (ঐ)দিন | (যখন) পুনরুত্থিত করা হবে

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي

(আল্লাহ) বললেন | তুমি নিশ্চয়ই | অন্তর্ভুক্ত | অবকাশ প্রাপ্তদের | সে বলল | অতঃপর যেহেতু | আমাকে আপনি গোমরাহ করলেন

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم

আমি অবশ্যই ওৎ পেতে বসবই | তাদের বিরুদ্ধে | তোমার পথে | (যা) সরল সঠিক | এরপর | তাদেরকাছে অবশ্যই আমি আসবই

مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ

হতে | তাদের সামনে | ও | হতে | তাদের পিছন | ও | হতে | তাদের ডানদিক

وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾

ও | হতে | তাদের বামদিক | এবং | না | পাবেন | তাদের অধিকাংশকে | শোকরকারী রূপে

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ

(আল্লাহ) বললেন | তুমি বেরহও | এখান হতে | ধিকৃতরূপে | বিতাড়িত হয়ে | অবশ্য যে | তোমাকে অনুসরণ করবে

مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

তাদের মধ্যহতে | আমি অবশ্যই পূর্ণকরব | জাহান্নামকে | তোমাদের মধ্যকার | সবাইকে (দিয়ে)

মূলতঃ তুমি তাদেরই একজন যারা নিজের অপমান-লাঞ্ছনাই কামনা করে"[৪]। ১৪. শয়তান বললঃ "আমাকে সেইদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যেদিন এসব লোক পুনরুত্থিত হবে।" ১৫. আল্লাহ বললেনঃ "তোমার জন্য অবকাশ রইল" ১৬.-১৭. শয়তান বললঃ "আপনি যেমন আমাকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করে দিয়েছেন, আমিও এখন আপনার সত্য-সরল পথের বাঁকে এই লোকদের জন্য ওৎ পেতে বসে থাকব; পিছনে, ডানে ও বামে সকল দিক হতেই তাদেরকে ঘিরে ফেলব। এবং আপনি এদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না।" আল্লাহ বললেনঃ "বের হয়ে যাও এখান হতে, ধিকৃত ও বিতড়িত হয়ে। নিশ্চিতই জেনে রেখ, এদের মধ্যে যারাই তোমার আনুগত্য-অনুসরণ করবে তাদেরকে ও তোমাকে দিয়ে জাহান্নাম ভর্তি করে ফেলব।

৪। মূলে الصّٰغِرِينَ 'সাগেরীন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'সাগির' শব্দের অর্থ অর্থাৎ যে স্বেচ্ছায় অপমান লাঞ্ছনা ও ক্ষুদ্রত্ব নিজের জন্য গ্রহণ করে। আল্লাহতা'আলার হুকুমের তাৎপর্য ঃ বান্দা ও সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তোমার নিজের বড়াই ও অহংকারে মত্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে- তুমি নিজেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে চাচ্ছ।

وَ يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ

এবং | হে আদম | বসবাস কর | তুমি | ও | তোমার স্ত্রী | জান্নাতে | অতঃপর দুজনে খাও | থেকে | যেখান

شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ

তোমরা দুজনে চাও | তবে | না | দু'জনে নিকটে হবে | এই | গাছের | তাহলে দুজনে হবে | অন্তর্ভুক্ত

الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا

যালেমদের | অতঃপর কুমন্ত্রণা দিল | তাদের দুজনকে | শয়তান | যেন প্রকাশ পায় | তাদের দুজনের | যা

وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَ قَالَ مَا نَهٰكُمَا

গোপন রাখা হয়েছিল | তাদের দুজন হতে | তাদের দুজনের লজ্জাস্থানগুলো | এবং | (শয়তান) বলল | না | তোমাদের দুজনকে নিষেধ করেছেন

رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ

তোমাদের দুজনের রব | হতে | এই | গাছ | এছাড়া | যে | তোমরা দুজনে হয়ে যাবে | দুই ফেরেশতা

اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَ قَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ

অথবা | তোমরা দুজনে হবে | অন্তর্ভুক্ত | চিরস্থায়ীদের | এবং | তাদের দুজনের কাছে সে শপথ করল | নিশ্চয়ই আমি

لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾ فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ

তোমাদের দুজনের জন্যে | অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত | কল্যাণকামীদের | তাদের দুজনকে এভাবে সে অধঃপতিত করল | ধোকা দ্বারা

---

১৯. "এবং হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী উভয়েই এই জান্নাতে বসবাস কর, এখানে তোমাদের মন যা চায় তা খাও, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকট ভুলক্রমেও যাবে না। অন্যথায় যালেমদের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়বে। ২০. অতঃপর শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করল, যেন তাদের লজ্জাস্থানসমূহ যা পরস্পরের নিকট গোপনীয় করা হয়েছিল, তা তাদের সামনে খুলে দেয়। সে তাদেরকে বললঃ "তোমাদের রব যে তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন, তার কারণ এ ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, তোমরা যেন ফেরেশতা হয়ে না যাও, কিংবা তোমরা যেন চিরন্তন জীবন লাভ করে না বস।" ২১. এবং সে শপথ করে তাদেরকে বলল, "আমি তোমাদের সত্যিকারের কল্যাণকামী।" ২২. এভাবে ধোকা দিয়ে সে দুজনকে অধঃপতিত করল।

আরবী	অর্থ
فَلَمَّا	অতঃপর যখন
ذَاقَا	দুজনে স্বাদ নিল
الشَّجَرَةَ	বৃক্ষটির (ফলের)
بَدَتْ	প্রকাশ পেল
لَهُمَا	তাদের দুজনের কাছে
سَوْاٰتُهُمَا	তাদের দুজনের লজ্জাস্থানগুলো
وَ	এবং
طَفِقَا	দুজনে শুরুকরল
يَخْصِفٰنِ	দুজনে আবৃত করতে
عَلَيْهِمَا	তাদের দুজনের উপর
مِنْ	দ্বারা
وَّرَقِ	পাতা
الْجَنَّةِ ؕ	জান্নাতের
وَ	এবং
نَادٰىهُمَا	তাদের দুজনকে ডাকলেন
رَبُّهُمَاۤ	তাদের দুজনের রব
اَلَمْ	নাই কি
اَنْهَكُمَا	তোমাদের দুজনকে আমি নিষেধ করেছি
عَنْ	থেকে
تِلْكُمَا	এই
الشَّجَرَةِ	বৃক্ষ
وَ	এবং
اَقُلْ	আমি বলি (নাই)
لَّكُمَاۤ	তোমাদের দুজনকে
اِنَّ	নিশ্চয়ই
الشَّيْطٰنَ	শয়তান
لَكُمَا	তোমাদের দুজনের
عَدُوٌّ	শত্রু
مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾	প্রকাশ্য
قَالَا	(আদম ও হাওয়া) দুজনে বলল
رَبَّنَا	হে আমাদের রব
ظَلَمْنَاۤ	আমরা যুলুম করেছি
اَنْفُسَنَا سكتة	আমাদের নিজেদের (উপর)
وَ	এবং
اِنْ	যদি
لَّمْ	না
تَغْفِرْ لَنَا	আমাদেরকে মাফ কর তুমি
وَ	ও
تَرْحَمْنَا	আমাদেরকে দয়া (না) কর
لَنَكُوْنَنَّ	অবশ্যই আমরা হব
مِنَ	অন্তর্ভুক্ত
الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾	ক্ষতিগ্রস্তদের
قَالَ	আল্লাহ বললেন
اهْبِطُوْا	তোমরা নেমে যাও
بَعْضُكُمْ	তোমাদের একে
لِبَعْضٍ	অপরের জন্য
عَدُوٌّ ۚ	শত্রু
وَ	এবং
لَكُمْ	তোমাদের জন্যে (থাকবে)
فِي	মধ্যে
الْاَرْضِ	পৃথিবীর
مُسْتَقَرٌّ	বসবাস স্থান
وَّ	ও
مَتَاعٌ	জীবন সামগ্রী
اِلٰى	পর্যন্ত
حِيْنٍ ﴿٢٤﴾	নির্দিষ্ট সময়

শেষ পর্যন্ত তারা যখন বৃক্ষটির স্বাদ আস্বাদন করল, তাদের গোপণীয় স্থান পরস্পরের নিকট উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং তারা জান্নাতের পত্র-পল্লব দিয়ে নিজেদের শরীর ঢাকতে লাগল। তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকট যেতে নিষেধ ক'রিনি? আর বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন?" ২৩. উভয়ে বলে উঠলঃ "হে আমাদের রব আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এখন তুমিই যদি আমাদের ক্ষমা না কর আর আমাদের প্রতি রহম না কর, তাহলে আমরা নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাব[৫]। ২৪. বললেনঃ "নেমে যাও, তোমরা পরস্পরের দুশমন। আর তোমাদের জন্য এক বিশেষ সময়কাল পর্যন্ত যমীনেই বসবাসের জায়গা ও জীবনের সামগ্রী রয়েছে।"

৫। এর দ্বারা বোঝা যায় মানুষের মধ্যে লজ্জা শরমের অনুভূতি তার প্রকৃতিগত, এর প্রাথমিক প্রকাশ হচ্ছেঃ মানুষের নিজের দেহের বিশেষ বিশেষ অংশকে অপরের সামনে উন্মুক্ত করতে প্রকৃতিগতভাবে লজ্জা অনুভব করা। এজন্যেই মানুষকে তার প্রকৃতি ও স্বভাবের সোজা সরল রাস্তা থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে শয়তানের সর্বপ্রথম চাল হচ্ছেঃ মানুষের এই শরম ও লজ্জাবোধের উপর আঘাত হানা, নগ্নতার পথ দিয়ে মানুষের জন্য প্রকাশ্য জঘন্যতা ও অশ্লীলতার দরজা মুক্ত করা ও কোন প্রকারে মানুষকে ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত করা। উপরন্তু এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে উচ্চ ও উন্নত অবস্থায় পৌছার জন্য মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে এক আকাংখা বর্তমান;-এই জন্যই শয়তানকে মানুষের সামনে হিতাকাঙ্খীর ছদ্মবেশে এসে বলতে হয়েছিলঃ "আমি তোমাকে অধিকতর উন্নত অবস্থায় সমুন্নত করতে চাই।" এছাড়া এর দ্বারা এ কথাও জানা যায় যে, মানুষের যে বিশেষ সদগুণ মানুষকে শয়তানের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তা হচ্ছেঃ মানুষ দোষ-ত্রুটি ও অপরাধ করে ফেললে লজ্জিত হয়ে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে, অন্য পক্ষে যে জিনিস শয়তানকে লাঞ্ছিত ও নিকৃষ্ট অবস্থায় নিক্ষেপ করেছিল তা হচ্ছেঃ সে দোষ করা সত্ত্বেও আল্লাহতা'আলার সামনে একগুয়েমী প্রদর্শন করে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পিছপা হয়নি।

قَالَ	فِيهَا	تَحْيَوْنَ	وَ	فِيهَا	تَمُوتُونَ	وَ	مِنْهَا	تُخْرَجُونَ ۝٢٥
তিনি বললেন	তার মধ্যে	জীবিত থাকবে তোমরা	ও	তার মধ্যে	মৃত্যুবরণ করবে তোমরা	ও	তা থেকে	তোমাদের বের করা হবে

يٰبَنِىٓ	اٰدَمَ	قَدْ	اَنْزَلْنَا	عَلَيْكُمْ	لِبَاسًا	يُّوَارِىْ
সন্তান হে	আদমের	নিশ্চয়ই	আমরা নাযিল করেছি	তোমাদের উপর	পোশাক	ঢাকতে

سَوْاٰتِكُمْ	وَ	رِيْشًا ؕ	وَ	لِبَاسُ	التَّقْوٰى ۙ	ذٰلِكَ	خَيْرٌ ؕ
তোমাদের লজ্জাস্থান গুলো	ও	শোভা বর্ধণ রূপে	ও	পোষাক	তাকওয়ার	এটাই	উত্তম

ذٰلِكَ	مِنْ	اٰيٰتِ	اللّٰهِ	لَعَلَّهُمْ	يَذَّكَّرُوْنَ ۝٢٦	يٰبَنِىٓ	اٰدَمَ
এটা	অন্যতম	নিদর্শনাবলীর	আল্লাহর	সম্ভবত তারা	শিক্ষা গ্রহণ করবে	হে সন্তান	আদমের

لَا	يَفْتِنَنَّكُمُ	الشَّيْطٰنُ	كَمَآ	اَخْرَجَ	اَبَوَيْكُمْ	مِّنَ	الْجَنَّةِ
(যেন) না	তোমাদের ফেতনায় ফেলে	শয়তান	যেমন	বের করেছিল	তোমাদের পিতা-মাতাকে	থেকে	জান্নাত

يَنْزِعُ	عَنْهُمَا	لِبَاسَهُمَا	لِيُرِيَهُمَا	سَوْاٰتِهِمَا ؕ	اِنَّهٗ
খুলে ফেলে	তাদের দুজন থেকে	তাদের দুজনের পোশাক	তাদের দুজনকে দেখানোর জন্যে	তাদের দুজনের লজ্জাস্থান	নিশ্চয়ই সে

يَرٰىكُمْ	هُوَ	وَ	قَبِيْلُهٗ	مِنْ حَيْثُ	لَا	تَرَوْنَهُمْ ؕ	اِنَّا
তোমাদের দেখে	সে	ও	তার দলবল	যেখান থেকে	না	তাদেরকে তোমরা দেখ	নিশ্চয়ই আমরা

جَعَلْنَا	الشَّيٰطِيْنَ	اَوْلِيَآءَ	لِلَّذِيْنَ	لَا	يُؤْمِنُوْنَ ۝٢٧
আমরা বানিয়েছি	শয়তানদেরকে	অভিভাবকরূপে	(তাদের)জন্যে যারা	না	ঈমান আনে

২৫. এবং বললেনঃ "সেখানেই তোমাদের বাঁচতে হবে, সেখানেই তোমাদের মরতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত সেখান হতেই তোমাদের বের করা হবে।" রুকু-০৩ ২৬. হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি, যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থান সমূহকে ঢাকতে পার। এ তোমাদের জন্য দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়ও। আর সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। এ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, সম্ভবতঃ লোকেরা এ হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে। ২৭. হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে তেমন করে আবার ফেতনায় ফেলতে না পারে, যেমন করে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত হতে বহিস্কৃত করেছিল, এবং তাদের পোশাক তাদের দেহ হতে খুলে ফেলেছিল, যেন তাদরে লজ্জাস্থান পরস্পরের নিকট উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। সে এবং তাদের সাথী তোমাদেরকে এমন এক স্থান হতে দেখতে পায়, যেখান হতে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা। এই শয়তান গুলিকে আমরা ঈমানদার নয় এমন লোকদের জন্য পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে দিয়েছি।

وَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا

এবং | যখন | তারা করে | অশ্লীল কাজ | তারা বলে | আমরা পেয়েছি . | এসবের উপর | আমাদের বাপ-দাদাদেরকে

وَ اللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ

এবং | আল্লাহ | আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন | এরূপ (করতে) | তুমি বল | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | না | নির্দেশ দেন

بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾ قُلْ

অশ্লীলতার | তোমরা বলছ কি | উপর | আল্লাহর | যা | না | তোমরা জান | (হে নবী) বল

اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۟ وَ اَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ

নির্দেশ দিয়েছেন | আমার রব | ন্যায়ের | এবং | তোমরা স্থির রাখ | তোমাদের লক্ষ্য | সময় | প্রত্যেক

مَسْجِدٍ وَّ ادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۬ كَمَا

নামাজের | এবং | তাঁকে তোমরা ডাক | তোমরা একনিষ্ঠভাবে | তাঁরই জন্যে | আনুগত্যকে (নিষ্ঠাপূর্ণকরে) | যেমন

بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿۲۹﴾ فَرِيْقًا هَدٰى وَ فَرِيْقًا

তোমাদের প্রথম সৃষ্টিকরেছেন | তোমরা (তেমনি) ফিরে আসবে | একদলকে | তিনি সঠিক পথে চালিয়েছেন | এবং | (অপর এক) দলের (জন্যে)

حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ

অবধারিত হয়েছে | তাদের উপর | পথ ভ্রষ্টতা

২৮. এই লোকেরা যখন কোন লজ্জাকর কাজ করে, তখন বলেঃ আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এই সব কাজ করতে মশগুল পেয়েছি, আর আল্লাহই আমাদের এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন[৬]। তাদেরকে বল, আল্লাহ লজ্জাকর কাজ করার হুকুম কখনই দেননা। তোমরা কি আল্লাহর নামে সেই সব কথা বল, যা আল্লাহর কথা বলে তোমরা মোটেই জাননা? ২৯. হে মুহাম্মদ! তাদের বল, আমার রব তো ইনসাফ ও সততা-সত্যতার হুকুম দিয়েছেন এবং তাঁর হুকুম এই যে, প্রতিটি ইবাদতে স্বীয় লক্ষ্য ঠিক রাখবে, তাঁকেই ডাক; আগনুগত্যকে একমাত্র তাঁরই জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে। তিনি প্রথম তোমাদেরকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে তোমরা ফিরে আসবে। ৩০. একদলকে তো তিনি সোজা পথ দেখিয়েছেন, কিন্তু অপর দলের উপর ভ্রান্তি ও গোমরাহী চেপে বসেছে।

৬। আরব বাসীদের উলংগ হয়ে কাবা প্রদক্ষিণ করার প্রথার প্রতি এখানে ইংগিত করা হয়েছে। তাদের অধিকাংশ লোক হজ্জ করার সময় নগ্ন হয়ে কাবা তওয়াফ করতো। এবং এ ব্যাপারে তাদের স্ত্রী লোকেরা পুরুষদের থেকেও বেশী বে-হায়া ছিল। তাদের দৃষ্টিতে এটা ছিল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, এবং পূণ্য কাজ মনে করেই তারা তা করত।

إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ

তারা নিশ্চয়ই | গ্রহণ করেছে | শয়তানদেরকে | অভিভাবকরূপে | ছাড়া | আল্লাহকে | এবং

يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٠﴾ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ

তারা মনেকরে | যে তারা | সঠিক-পথপ্রাপ্ত | হে সন্তান | আদমের | তোমরা গ্রহণ কর | তোমাদের সুন্দর পোষাক

عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ج

সময় | প্রত্যেক | নামাজের | এবং | তোমরা খাও | ও | তোমরা পান কর | কিন্তু | না | তোমরা সীমা লংঘন করো

إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ

তিনি নিশ্চয়ই | না | ভালবাসেন | সীমালংঘন-কারীদেরকে | (হে নবী) বল | কে | নিষেধ করেছে | শোভার বস্তুকে | আল্লাহর (দেওয়া)

الَّتِيْٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ

যা | সৃষ্টি করেছেন | তাঁর বান্দাদের জন্যে | ও | পবিত্র বস্তুসমূহকে | হতে | রিযিক | বল

هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ

তা | (তাদের)জন্যে যারা | ঈমান আনে | জীবনে | দুনিয়ার | বিশেষ করে | দিনে

الْقِيٰمَةِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾

কিয়ামতের | এভাবে | বিস্তারিত বর্ণনা করি আমরা | নিদর্শনাদি | লোকদের জন্যে | (যারা) জ্ঞান রাখে

কেননা তারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানগুলিকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে; তারা মনে করে যে, আমরা খুব সোজা ও সঠিক পথেই রয়েছি। ৩১. হে আদম সন্তান ! প্রত্যেকটি ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের ভূষণে সজ্জিত হয়ে থাক[৭]। আর খাও ও পান কর কিন্তু সীমা-লংঘন করোনা। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। রুকু-০৪ ৩২. হে নবী! এদের বল, আল্লাহর সে সব সৌন্দর্য অলংকার-কে হারাম করেছে,? যা আল্লাহতা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহর দেওয়া পাক জিনিস সমূহকে কে নিষিদ্ধ করেছে? বল, এই সমস্ত জিনিস দুনিয়ার জীবনেও ঈমানদার লোকদের জন্যই; আর কিয়ামতের দিন তো একান্তভাবে তাদের জন্যই হবে। এভাবে আমরা আমাদের নিদর্শন সমূহ সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করি যারা জ্ঞান রাখে তাদের জন্য।

৭। এখানে 'যিনাত' বা ভূষণ এর অর্থ পরিপূর্ণ সুন্দর পোশাক। আল্লাহর এবাদতে দাঁড়াবার জন্য মাত্র এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, মানুষ শুধু নিজ লজ্জার-শরমের অংশগুলি আবৃত করবে; বরং সেই সংগে এটাও আবশ্যক যে মানুষ তার সাধ্যমত পূর্ণ পোশাক পরিধান করবে যার দ্বারা তার লজ্জাস্থান আবৃত হবে ও শোভা বৃদ্ধি পাবে। মানুষ যেমন সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির সংগে সাক্ষাতের সময় উত্তম পোশাক পরিধান করে, সেরূপ আল্লাহতা'আলার এবাদতের সময় তার উত্তম পোশাক পরিধান করা উচিত।

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ

তুমি বল | প্রকৃতপক্ষে | নিষিদ্ধ করেছেন | আমার রব | অশ্লীল কাজগুলোকে | যা | প্রকাশ্যে হয় | তারমধ্য হতে | বা

مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ

যা | গোপনেও হয় | এবং | পাপ | ও | বিদ্রোহ | অসংগত ভাবে | এবং | (এও) যে

تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا

তোমরা শিরক করো | আল্লাহর সাথে | যার | তিনি অবতীর্ণ করেন নাই | সে সম্পর্কে | কোন প্রমাণ | এবং | (এও) যে | তোমরা বলো

عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا

উপর | আল্লাহর | যা | না | তোমরা জান | এবং | প্রত্যেক জন্যে | জাতির(আছে) | নির্দিষ্ট সময় | অতঃপরয খন

جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾

আসবে | তাদের সময় (পূর্ণহয়ে) | না | তারা বিলম্ব করতে পারবে | এক মুহূর্তও | আর | না | আগে নিয়ে যেতে পারবে

يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ

হে সন্তান | আদমের | যদি | তোমাদের কাছে আসে | রসূলগণ | তোমাদের মধ্যহতে | বর্ণনা করে

عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ

তোমাদের নিকট | আমার নিদর্শনাবলী

৩৩. হে মুহাম্মদ! তাদের বল, আমার রব যেসব জিনিস হারাম করেছেন তাতো এই ঃ নির্লজ্জাতার কাজ- প্রকাশ্য বা গোপনীয় এবং গুনাহের[৮] কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি[৯] । আরো এই যে, আল্লাহর সাথে তোমরা কাউকেও শরীক মনে করবে, যার স্বপক্ষে তিনি কোন সনদ নাযিল করেননি; এবং আল্লাহর নামে এমন কথা বলবে যা সম্পর্কে (প্রকৃতই তিনি বলেছেন বলে) তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। ৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটা মীয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে। পরে কোন জাতির মীয়াদ যখন পূর্ণ হয়ে আসে তখন তারা এক মুহূর্তও পরে বা আগে করতে পারবে না। ৩৫. (আর আল্লাহতা'আলা প্রথম সৃষ্টির দিনই সুস্পষ্ট করে বলেছিলেন যে,) হে আদম সন্তান! স্বরণ রাখো, তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে যদি এমন সব রসূল আসে যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনাবে;

৮। মূল اِثْم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার আসল অর্থ হল কোতাহী, অর্থাৎ আপন প্রভুর আনুগত্য ও আদেশ পালনের ব্যাপারে অবহেলা করা, অপরাধ করা।

৯। অর্থাৎ নিজের সীমা অতিক্রম করে এরূপ সীমায় পদার্পণ করা যেখানে প্রবেশকরার হক মানুষের নেই।

فَمَنِ	اتَّقٰى	وَ	اَصْلَحَ	فَلَا	خَوْفٌ عَلَيْهِمْ	وَ	لَا	هُمْ
অতঃপর যে	সংযত হবে	ও	সংশোধন করবে (নিজেকে)	তখন না	তাদের উপর ভয় (থাকবে)	আর	না	তারা

يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾	وَ	الَّذِيْنَ	كَذَّبُوْا	بِاٰيٰتِنَا	وَ	اسْتَكْبَرُوْا	عَنْهَآ
দুঃখিত হবে	এবং	যারা	প্রত্যাখ্যান করবে	আমাদের আয়াতগুলোকে	ও	অহংকার করবে	তাহতে

اُولٰٓئِكَ	اَصْحٰبُ	النَّارِ ۚ	هُمْ	فِيْهَا	خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾	فَمَنْ	اَظْلَمُ
ঐসব লোক	অধিবাসী (হবে)	দোজখের	তারা	তার মধ্যে	চিরস্থায়ী হবে	অতঃপর কে	অধিক যালেম (হতে পারে)

مِمَّنِ	افْتَرٰى	عَلَى	اللّٰهِ	كَذِبًا	اَوْ	كَذَّبَ	بِاٰيٰتِهٖ ۚ	اُولٰٓئِكَ
(তার)চেয়ে যে	রচনা করে	উপর	আল্লাহর	মিথ্যা	বা	প্রত্যাখান করে	তাঁর আয়াত গুলোকে	ঐসব লোক

يَنَالُهُمْ	نَصِيْبُهُمْ	مِّنَ	الْكِتٰبِ ۚ	حَتّٰىٓ	اِذَا	جَآءَتْهُمْ
তাদের পৌছবে	তাদের অংশ	হতে	লিখন(অর্থাৎ তকদির)	শেষ পর্যন্ত	যখন	তাদেরকাছে আসবে

رُسُلُنَا	يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ	قَالُوْآ	اَيْنَ	مَا	كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ
আমাদের ফেরেশতারা	তাদের প্রাণ হরণ করতে	(ফেরেশতারা) বলবে	কোথায় (তারা)	যাদের	তোমরা ডাকতে ছিলে

مِنْ دُوْنِ	اللّٰهِ ۚ	قَالُوْا	ضَلُّوْا	عَنَّا
ছাড়া	আল্লাহকে	(মুশরিকরা) বলবে	তারা লুকিয়ে গিয়েছে	আমাদের থেকে

তখন যে কেউ না-ফরমানী হতে বিরত থাকবে, এবং নিজের আচার-আচারণকে সংশোধন করে নিবে, তার জন্য কোন দুঃখ বা ভয়ের কারণ ঘটবে না। ৩৬. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করবে এবং অহংকার করবে, তারাই হবে দোযখী, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। ৩৭. একথা পরিস্কার তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হবে যে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা রচনা করে আল্লাহর নামে চালাবে কিংবা আল্লাহর সত্য আয়াতসূহকে মিথ্যা বলবে। এই সব লোক নিজেদের তকদীরের লিখন অনুযায়ী নিজেদের অংশ পেতে থাকবে[১০]। শেষ পর্যন্ত সেই সময় এসে পৌছিবে যখন আমাদের প্রেরিত ফেরেশতা তাদের রূহ কবয্ করার জন্য এসে পৌছিবে। সেই সময় তারা তাদের জিজ্ঞাসা করবে বলঃ "এখন কোথায় তোমাদের সেসব মাবুদ- আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাকছিলে?" তারা বলবে, "আমাদের নিকট হতে সব লুকিয়ে গিয়েছে"।

১০. অর্থাৎ তাদের জন্য যতদিন দুনিয়ার মধ্যে অবস্থান করার অবকাশ নির্দিষ্ট আছে ততদিন তারা সেখানে অবস্থান করবে।

وَ شَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝٣٧ قَالَ

(আল্লাহ) বলবেন | সত্য অমান্যকারী | ছিল | তারা | যে | তাদের নিজেদের | বিরুদ্ধে | তারা সাক্ষ্য দিবে | এবং

ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ

জ্বীনদের | মধ্য হতে | তোমাদের পূর্বে | গত হয়েছে | দলগুলোর | সাথে (শামিল হয়ে) | তোমরা প্রবেশ কর

وَ الْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ

তার সম (দলকে) | লা'নত করবে | কোন দল | প্রবেশ করবে | যখনই | দোজখের | মধ্যে | মানবদের | ও

حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ

তাদেরপূর্ববর্তীদের সম্পর্কে | তাদের পরবর্তীরা | বলবে | সবাইকে | তার মধ্যে | তারা পেয়েযাবে | যখন | এমনকি

رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا

দ্বিগুণ | শাস্তি | অতএব তাদের দিন | আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল | এরাই | হে আমাদের রব

مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ۝٣٨

তোমরাজান | না | কিন্তু | দ্বিগুন (শাস্তি) | প্রত্যেকের জন্যে (রয়েছে) | (আল্লাহ) বলবেন | আগুনের

وَ قَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا

আমাদের উপর | তোমাদের জন্য | ছিল | মূলতঃ না | তাদের পরবর্তীদেরকে | তাদের পূর্ববর্তীরা | বলবে | এবং

مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝٣٩ ع

তোমরা অর্জন করতেছিলে | একারণে যা | আযাবের | অতএব তোমরা স্বাদ নাও | শ্রেষ্ঠত্ব | কোন

"আর তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, আমরা বাস্তবিকই সত্য অমান্যকারী ছিলাম।" ৩৮. আল্লাহ বলবেনঃ যাও, তোমরাও সেই জাহান্নামে চলে যাও- যেখানে তোমাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষের দল গেছে। প্রত্যেকটি দল যখন জাহান্নামে দাখিল হবে তখন নিজেদের পূর্বগামী দলের উপর লা'নৎ করতে করতে প্রবেশ করবে। এভাবে সব লোকেই যখন তথায় একত্রিত হবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল তার পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবেঃ হে আমাদের রব! এই লোকেরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আযাব দিন। উত্তরে বলা হবে, প্রত্যেকেরই জন্য দ্বিগুণ আযাব রয়েছে; কিন্তু তোমরা জান না[১১]। ৩৯. আর পূর্ববর্তী দল পরবর্তী দলকে লক্ষ্য করে বলবে, (আমরা যদি দোষী হয়ে থাকি) তোমরা আমাদের অপেক্ষা কোন দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলে? এখন নিজেদেরই উপার্জনের বিনিময়ে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।

১১. অর্থাৎ এক শাস্তি নিজে গোমরাহী অবলম্বন করার ও অন্যটি অপরকে গোমরাহ করার। এক শাস্তি নিজের অপরাধসমূহের জন্য, দ্বিতীয় শাস্তি অপরের জন্য আগাম অপরাধ অনুষ্ঠানের উত্তরাধিকার ত্যাগ করার জন্য।

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا

না | তা থেকে | অহংকার করে | ও | আমাদের নিদর্শনাবলীকে | মিথ্যা মনে করে | যারা | নিশ্চয়ই

تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ

যে পর্যন্ত না | জান্নাতে | তারা প্রবেশ করবে | না | আর | আকাশের | দরজা গুলো | তাদের জন্যে | খোলা হবে

يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي

প্রতিফলদেই আমরা | এভাবে | এবং | সূঁচের | ছিদ্রের | মধ্যে | উট | প্রবেশ করবে

(অর্থাৎ তাদের জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব)

الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَ مِنْ فَوْقِهِمْ

তাদের উপর (থাকবে) | ও | শয্যাসমূহ | জাহান্নামে | তাদের জন্যে (রয়েছে) | অপরাধীদেরকে

غَوَاشٍ ۚ وَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ وَ الَّذِينَ آمَنُوا

ঈমান এনেছে | যারা | এবং | যালিমদেরকে | প্রতিফলদেই আমরা | এভাবে | এবং | আচ্ছাদনসমূহ (আগুনের)

وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

তার সাধ্যে আছে | এছাড়া | কোন ব্যক্তিকে | দায়িত্বভার দেই আমরা | না | নেকীর | কাজ করেছে | ও

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾ وَ

এবং | চিরস্থায়ী হবে | তারমধ্যে | তারা | জান্নাতের | অধিবাসী | ঐসব লোক

نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ

কোন ঈর্ষা | (অর্থাৎ) | তাদের অন্তরসমূহের | মধ্যে | যা (আছে) | আমরা দূর করে দেব

রুকু-০৫ ৪০. নিশ্চিতই জেনো যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং তার মুকাবিলায় বিদ্রোহের নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য আকাশ-জগতের দুয়ার কখনই খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততখানি অসম্ভব, যতখানি অসম্ভব সুচের ছিদ্রপথে উষ্ট্রগমন। অপরাধী লোকেরা আমার নিকট এরূপ প্রতিফলই পেয়ে থাকে। ৪১. তাদের জন্য জাহান্নামের শয্যা এবং জাহান্নামের আচ্ছাদন নির্দিষ্ট হয়ে আছে? এ সেই প্রতিফল যা আমরা যালেম লোকদের দিয়ে থাকি। ৪২. পক্ষান্তরে যারা আমাদের আয়াতসমূহ মেনে নিয়েছে এবং ভাল কাজ করেছে- এই পর্যায়ে প্রত্যেককে তার সাধ্যানুযায়ীই দায়ী করে থাকি- তারা জান্নাতী হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। ৪৩. তাদের পরস্পরের মনের গ্লানি আমরা দূর করে দেব।

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ

প্রবাহিত হয় | তাদের পাদদেশে | ঝর্ণা ধারাগুলো | ও | তারা বলবে | সব প্রসংশা | আল্লাহরই জন্যে | যিনি

هَدٰىنَا لِهٰذَا ۣ وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لَاۤ اَنْ هَدٰىنَا

আমাদের পথ দেখিয়েছিলেন | এ জন্যে | এবং | না | আমরা ছিলাম(যে) | সৎপথ পেত্যম আমরা | যদি | না | আমাদের পথ দেখাতেন

اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَ نُوْدُوْۤا

আল্লাহ | নিশ্চয় | এসেছিল | রসূলগণ | আমাদের রবের | প্রকৃত সত্যসহ | এবং | তাদের ডেকে বলা হবে

اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۴۳﴾

যে | এইসেই | জান্নাত | তোমাদেরকে উত্তরা-ধিকারী করা হয়েছে | তা | বিনিময়ে যা | তোমরা কাজ করতেছিলে

وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ

এবং | ডেকে বলবে | অধিবাসীরা | জান্নাতের | অধিবাসীদেরকে | দোজখের | যে | নিশ্চয়ই

وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا

আমরা পেয়েছি | যা | আমাদের ওয়াদা করেছিলেন | আমাদের রব | সত্য | কিন্তু কি | তোমরা পেয়েছ | যা

وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؕ

ওয়াদা করেছিলেন | তোমাদের রব | সত্য

তাদের পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা বলবেঃ "সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি আমাদেরকে এ পথ দেখিয়েছেন। আমরা নিজেরা কিছুতেই পথ পেতাম না যদি আমাদের রব আমাদের পথ না দেখাতেন। আমাদের রবের প্রেরিত রসূলগণ প্রকৃতই সত্য বিধান নিয়ে এসেছিলেন।" তখন আওয়ায আসবে যে, "তোমরা যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ, তা তোমাদের সেসব আমলের প্রতিফল হিসেবেই পেয়েছ যা তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) করতেছিলে।" ৪৪. পরে এই জান্নাতের লোকেরা জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবেঃ "আমরা সেই সব ওয়াদাকে বাস্তবভাবে পেয়েছি, যা আমাদের রব আমাদের নিকট করেছিলেন; কিন্তু তোমরা কি তোমাদের রবের ওয়াদা বাস্তবে ঠিক ভাবে লাভ করেছ?

قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ

তারা বলবে | হ্যাঁ | অতঃপর ঘোষণা দেবে | এক ঘোষণাকারী | তাদের মাঝে | যে | লা'নত | আল্লাহর

عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَ

উপর | যালিমদের | যারা | (মানুষকে) বাধাদিত | হতে | পথ | আল্লাহর | ও

يَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾ وَبَيْنَهُمَا

তাতে তারা অন্বেষণ করত | বক্রতা | আর | তারা (ছিল) | আখিরাতের উপর | অবিশ্বাসী | এবং | উভয়ের মাঝে

حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ

পর্দা থাকবে | এবং | উপর | আরাফের | কিছুলোক (থাকবে) | তারা চিনবে | প্রত্যেককে | তাদের চিহ্নগুলো দিয়ে

وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا

এবং | ডেকে বলবে | অধিবাসী-দেরকে | জান্নাতের | যে | শান্তি | তোমাদের উপর (বর্ষিত হোক) | তাতে প্রবেশ করেনাই (তারা এখনও)

وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ

কিন্তু | তারা | তারা আকাঙ্খা করে | এবং | যখন | ফিরান হবে | তাদের দৃষ্টিগুলো | দিকে | অধিবাসীদের

النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

(জাহান্নামের) আগুনের | তারা বলবে | হে আমাদের রব | না | আমাদের শামিল করো | সাথে | (ঐসব) লোকদের | (যারা) যালিম

তারা জবাবে বলবেঃ "হ্যাঁ"। তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করে দেবেঃ আল্লাহর অভিশাপ সেই যালেমদের উপর; ৪৫. যারা লোকদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিত, তাতে তারা বক্রতা অনুসন্ধান করত এবং পরকালের অস্বীকারকারী হয়ে গিয়েছিল। ৪৬. এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝখানে একটি পার্থক্যকারী পর্দা হবে, তার উচ্চ পর্যায়ে থাকবে অপর কিছু লোক। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দিয়ে চিনতে পারবে। জান্নাতবাসীদের ডেকে এরা বলবেঃ "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক"। এরা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে, কিন্তু তারা তার জন্য আকাংখী[১২]। ৪৭. পরে দোযখীদের প্রতি যখন তাদের চোখ পড়বে, তখন বলবেঃ "হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই যালেম লোকদের মধ্যে শামিল করো না।"

১২। অর্থাৎ এই আ'রাফবাসীরা হবে সেই সব লোক যাদের জীবনের ইতিবাচক দিক এতটা শক্তিশালী হবে না যে তারা জান্নাতে প্রবেশ লাভ করতে সক্ষম হবে ও তাদের জীবনের নেতিবাচক দিকও এতটা খারাব হবে না যে তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। এজন্য তারা জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী এক সীমায় অবস্থান করবে এবং তারা এই আশা পোষন করতে থাকবে যে, আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের ভাগ্যে জান্নাত লাভ ঘটবে।

وَ نَادٰۤى اَصۡحٰبُ الۡاَعۡرَافِ رِجَالًا يَّعۡرِفُوۡنَهُمۡ بِسِيۡمٰهُمۡ

এবং ডাকবে অধিবাসীরা আরাফের (দোযখের কিছু) লোকদেরকে তারা তাদের চিনবে তাদের চিহ্নগুলো দিয়ে

قَالُوۡا مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡكُمۡ جَمۡعُكُمۡ وَ مَا كُنۡتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ﴿۴۸﴾

তারা বলবে না কাজে আসল তোমাদের জন্যে তোমাদের দল ও যা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে তোমরা

اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيۡنَ اَقۡسَمۡتُمۡ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحۡمَةٍ ؕ

এসব(জান্নাতবাসী) লোক কি (তারানয়) যাদের (সম্পর্কে) তোমরা কসম করে বলতে(যে) না তাদের পৌঁছাবেন আল্লাহ করুণা

اُدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمۡ وَ لَاۤ اَنۡتُمۡ

(তাদেরকে বলা হবে) তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে না কোন ভয় (আছে) তোমাদের জন্যে আর না তোমরা

تَحۡزَنُوۡنَ ﴿۴۹﴾ وَ نَادٰۤى اَصۡحٰبُ النَّارِ اَصۡحٰبَ الۡجَنَّةِ

দুঃখিত হবে (দুশ্চিন্তা করবে) এবং ডেকে বলবে অধিবাসীরা জাহান্নামের অধিবাসী-দেরকে জান্নাতের

اَنۡ اَفِيۡضُوۡا عَلَيۡنَا مِنَ الۡمَآءِ اَوۡ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ

যে তোমরা ঢেলে দাও আমাদের দিকে কিছুটা পানি বা (তা) হতে যা তোমাদের রিজিক দিয়েছেন আল্লাহ

قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ ﴿۵۰﴾

তারা বলবে নিশ্চয়ই, আল্লাহ সেদু'টি নিষিদ্ধ করেছেন উপর কাফেরদের

রুকু-০৬ ৪৮. অতঃপর এই আ'রাফের লোকেরা দোযখের কয়েকজন বড় বড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোককে তাদের চিহ্ন দিয়ে চিনে নিয়ে ডেকে বলবেঃ দেখলে তো, আজ না তোমাদের বাহিনী কোন কাজে আসল, আর না সেই সব সাজ-সরঞ্জাম যাকে তোমরা খুব বড় বলে মনে করছিলে। ৪৯. আর এই জান্নাতবাসীরা কি সেসব লোক নয় যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করে বলতে যে, এই লোকদেরকে তো আল্লাহ স্বীয় রহমত হতে কোন অংশেই দান করবেন না। আজ তো তাদেরকেই বলা হইল যে, তোমরা সব বেহেশতে প্রবেশ কর, তোমাদের জন্য না ভয় আছে, না কোন দুঃখ বা আশংকা। ৫০. ওদিকে দোযখের লোকেরা জান্নাতী লোকদের ডেকে বলবে যে, সামান্য পানি আমাদের দিকে ঢেলে দাও; কিংবা আল্লাহ যে রেযেক তোমাদের দিয়েছেন তা হতে কিছু এদিকে নিক্ষেপ কর। তারা জবাবে বলবেঃ " আল্লাহতা'আলা এই দুইটি জিনিসই সত্যের অমান্যকারীদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন।

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّ لَعِبًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ

যারা গ্রহণ করেছিল তাদের দ্বীনকে কৌতুক ও ক্রীড়া (রূপে) এবং তাদের প্রতারিত করেছিল জীবন

الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ

দুনিয়ার অতএব আজ তাদের ভুলে যাব আমরা যেমন তারা ভুলে গিয়েছিল সাক্ষাৎ তাদের দিনের এই

وَ مَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٥١﴾ وَ لَقَدْ جِئْنٰهُمْ

এবং যেভাবে তারাছিল আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত এবং নিশ্চয় তাদের কাছে আমরা এনেদিয়েছি

بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

এক কিতাব তা আমরা বিশদ বর্ণনা করেছি (পূর্ণ) দ্বারা জ্ঞান পথ নির্দেশ ও দয়া (স্বরূপ) লোকদের জন্যে (যারা) ঈমান আনে

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ

কি তারা প্রতীক্ষা করছে এছাড়া তার পরিণতির যেদিন আসবে তার পরিণতি বলবে

الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ

যারা তা ভুলে গিয়েছিল পূর্বে নিশ্চয়ই এসেছিলেন রসূলগণ আমাদের রবের সত্য(বাণী)সহ

فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ

কি তবে আমাদের জন্যে(আছে) কোন সুপারিশকারী তারা অতঃপর সুপারিশ করবে আমাদের জন্যে

৫১. যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছিল, আর দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারণার গোলক ধাঁধায় নিমজ্জিত করে রেখেছিল।" আল্লাহ বলেনঃ আজ আমরা তেমনিভাবেই তাদেরকে ভুলে থাকব যেমন করে তারা এইদিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে রয়েছিল এবং আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকার করছিল। ৫২. আমরা এদের নিকট এমন একখানি কিতাব এনে দিয়েছি যা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছি, এবং যারা ঈমান রাখে এমন সব লোকের জন্য যা হেদায়াত ও রহমত। ৫৩. এখন কি এই লোকেরা এর পরিবর্তে এই কিতাব যে পরিণামের সংবাদ দেয় তারই অপেক্ষায় রয়েছে? সেই পরিণাম যেদিন সামনে এসে পৌঁছিবে তখন পূর্বে যারা তাকে ভুলে গিয়েছিল তারাই বলবেঃ "বাস্তবিকই আমাদের রবের রসূল সত্য দ্বীনই নিয়ে এসেছিলেন। এখন কি আমরা এমন কিছু সুপারিশকারী পাব যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে?

أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ

অথবা | ফিরিয়ে পাঠান হবে আমাদেরকে | আমরা তখন কাজ করব | এ ব্যতীত | যা (পূর্বে) | আমরা কাজ করতাম | নিশ্চয়ই

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

তারা ক্ষতিগ্রস্থ করেছে | তাদের নিজেদেরকে | ও | উধাও হয়েছে | তাদের হতে | যা | তারা রচনা করতেছিল

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي

নিশ্চয়ই | তোমাদের রব | আল্লাহই | যিনি | সৃষ্টি করেছেন | আসমান-সমূহকে | ও | যমীনকে | মধ্যে

سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۫ يُغْشِي الَّيْلَ

ছয় | দিনের | এরপর | সমাসীন হন | উপর | আরশের | তিনি আচ্ছাদিত করেন | রাতকে

النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ

দিনের (উপর) | তাকে সে অনুসরণ করে | দ্রুত গতিতে | এবং | সূর্য | ও | চন্দ্র | ও | তারকাগুলো

مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهٖ ؕ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللَّهُ

অধীনস্থ করেছেন | তাঁর নির্দেশের | জেনে রাখ | তাঁরই | সৃষ্টি | এবং | নির্দেশ (তাঁরই) | বড় বরকতময় | আল্লাহ

رَبُّ الْعٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

রব | বিশ্বজাহানের

অথবা আমাদেরকে ফিরিয়ে পাঠালে পূর্বে আমরা যা করেছিলাম তার বিপরীত পন্থায় কাজ করতাম?" তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তারা যেসব মিথ্যা রচনা করে নিয়েছিল আজ তা হারিয়ে যাবে। রুকু-০৭ ৫৪. বস্তুতঃ তোমাদের রব সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন[১৩]। অতঃপর স্বীয় সিংহাসনের উপর আসীন হন[১৪]। যিনি রাতকে দিনের উপর বিস্তার করে দেন। তারপরে দিন রাতের পিছনে দৌড়াতে থাকে। যিনি সূর্য চন্দ্র ও তারকাসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সব সৃষ্টিই তাঁর এবং সার্বভৌমত্বও তাঁরই [১৫]। অপরিসীম বরকতময়[১৬] আল্লাহ, সমগ্র জাহানের মালিক ও লালন-পালনকারী।

১৩. দিন অর্থ এখানে দুনিয়ার ২৪ ঘন্টায় দিনের সমার্থক হতে পারে। অথবা এখানে দিন' শব্দটি যুগ বা কালের একটি অধ্যায়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৪. আল্লাহর আরশের উপর আসীন হওয়ার বিস্তারিত রূপ আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ 'মোতাশাবেহাত' এর অন্তর্গত যার অর্থ নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। ১৫. অর্থাৎ আল্লাহ এই বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছেন ও তিনিই এর নির্দেশক ও পরিচালক। নিজের সৃষ্টিকে তিনি অন্যের অধীনে ছেড়ে দেননি। এবং তিনি তার কোন সৃষ্টিকেও এ অধিকার দেননি যে সে নিজ ক্ষমতা ও অধিকারে যা ইচ্ছা করবে। ১৬. আল্লাহতা'আলা বরকতময়' হওয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর সুগুনের কোন সীমা পরিসীমা নেই। সীমাহীন কল্যাণ তাঁর থেকে আশা করা যায়।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

ভালবাসেন | না | তিনি নিশ্চয়ই | গোপনে | ও | বিনীতভাবে | তোমাদের রবকে | তোমরা ডাক

الْمُعْتَدِيْنَ ﴿৫৫﴾ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ

পরেও | দুনিয়ার | মধ্যে | তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো | না | এবং | সীমালংঘনকারীদেরকে

اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ

আল্লাহর | অনুগ্রহ | নিশ্চয় | আশার (সাথে) | ও | ভয় | তাকে তোমরা ডাক | এবং | তা সংস্কারের

قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿৫৬﴾ وَ هُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ

বায়ু | প্রেরণ করেন | যিনি | তিনিই (আল্লাহ) | এবং | সৎকর্মশীলদের | নিকটে

بُشْرًا ۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا

মেঘমালা | বহন করে | যখন | এমনকি | তাঁর রহমতের | আগে | সু সংবাদ স্বরূপ

ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا

আমরা অতঃপর উৎপাদন করি | পানি | তা থেকে | আমরা অতঃপর বর্ষণ করি | নির্জীব | ভূখণ্ডের জন্যে | তা আমরা চালনা করি | ভারী

بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ

তোমরা সম্ভবত | মৃতদেরকে | আমরা পুনরুত্থিত করব | এভাবেই | ফলমূল | প্রত্যেক রকমের | তা দিয়ে

تَذَكَّرُوْنَ ﴿৫৭﴾

শিক্ষা নেবে

---

৫৫. তোমাদের রবকে ডাক, কাঁদকাঁদ কণ্ঠে ও চুপে-চুপে। নিশ্চিতই তিনি সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। ৫৬. যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তার সংশোধন ও স্থিতি বিধানের পর[১৭]। এবং আল্লাহকেই ডাক, ভয়ের সাথে এবং আশান্বিত হয়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতি নিকটে। ৫৭. তিনিই আল্লাহ যিনি বাতাসকে স্বীয় রহমতের আগে আগে সুসংবাদ বহনকারী রূপে পাঠিয়ে দেন। পরে যখন তা পানি ভারাক্রান্ত মেঘমালা উত্থিত করে, তখন তাকে কোন মৃত যমীনের দিকে চালিয়ে দেন এবং সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়ে (সেই মৃত যমীন হতে) নানা রকম ফল উৎপাদন করেন। লক্ষ্য কর, এভাবেই আমরা মৃত অবস্থা হতে জীবিত করে বের করব। সম্ভবতঃ তোমরা এই পর্যবেক্ষণ হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

---

১৭. অর্থাৎ শত-শত, হাজার-হাজার বছর ধরে আল্লাহর পয়গম্বর ও মানবজাতির সংস্কারকদের চেষ্টা-সাধনায় মানবিক চরিত্র, নৈতিকতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির যে সংশোধন সাধিত হয়েছে নিজের দুষ্কৃতি ও ভ্রষ্টাচার দিয়ে তার মধ্যে বিকৃতি ও খারাবি সৃষ্টি করো না।

وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَ

এবং | ভূখন্ড | উৎকৃষ্ট | উৎপন্ন করে | তার ফসল (উৎকৃষ্ট) | আদেশে | তার রবের | এবং

الَّذِیْ خَبُثَ لَا یَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ

যা | নিকৃষ্ট | না | উৎপন্ন করে | এছাড়া | নিকৃষ্ট (ফসল) | এভাবে | বারবার পেশ করি আমরা

الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّشْكُرُوْنَ ﴿۵۸﴾ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا

নিদর্শনগুলোকে | লোকদের জন্যে | (যারা) শোকর করে | নিশ্চয়ই | আমরা প্রেরণ করেছি | নূহকে

اِلٰی قَوْمِهٖ فَقَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ

প্রতি | তার জাতির | অতঃপর সে বলল | হে আমার জাতি | তোমরা ইবাদত কর | আল্লাহর | নাই | তোমাদের জন্য

مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ

(অন্য) কোন | ইলাহ | তিনি ছাড়া | আমি নিশ্চয়ই | ভয় করি আমি | তোমাদের উপর | আযাবের | দিনের

عَظِیْمٍ ﴿۵۹﴾ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ

কঠিন | বলল | কর্তা (প্রধান) ব্যক্তিরা | মধ্যকার | তার জাতির | আমরা নিশ্চয়ই | আমরা অবশ্যই তোমাকে দেখছি

فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۶۰﴾ قَالَ یٰقَوْمِ لَیْسَ بِیْ ضَلٰلَةٌ

মধ্যে | ভ্রান্তির | প্রকাশ্য | সে বলল | হে আমার জাতি | নাই | আমার মধ্যে | কোন নির্বুদ্ধিতা

وَ لٰكِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۱﴾

আমি বরং | রসূল | পক্ষহতে | রবের | বিশ্বজাহানের

৫৮. যে যমীন ভাল, তা তার রবের হুকুমে খুব ফুল ও ফল ফলায়। আর যে যমীন খারাব, তা হতে নিকৃষ্ট ধরনের ফসল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। এইভাবে আমরা নিদর্শন সমূহকে বারবার পেশ করি- তাদের জন্য যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে ইচ্ছুক। রুকু-০৮ ৫৯. আমরা নূহকে তার সময়কার লোকদের প্রতি প্রেরণ করেছি[১৮]; সে বলল, "হে জাতির লোকেরা, আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য (নির্দিষ্ট) একটি দিনের আযাবের ভয় পোষণ করি।" ৬০. তার সময়কার জাতির কর্তাব্যক্তিরা জবাবে বললঃ "আমরা তো দেখতে পাই যে, তুমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছ।" ৬১. নূহ বললঃ "হে আমার জাতি, আমি কোন প্রকার গোমরাহীতে লিপ্ত নই, আমি তো রব্বুল'আলামীনের রসূল।

১৮। আজকের যুগে 'ইরাক' নামে অভিহিত ভূখন্ডেই হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির বাসস্থান ছিল।

৬২. আমি তোমাদের নিকট রবের পয়গাম সমূহ পৌছিয়ে থাকি, আমি তোমাদের কল্যাণকামী। আমি আল্লাহর নিকট হতে সেই সব বিষয় জানি, যা তোমাদের জানা নেই। ৬৩. তোমরা কি এই জন্য আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েছ যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের নিজেদের লোকদের মধ্যহতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের রবের নিকট হতে উপদেশ এসেছে, যেন তোমাদেরকে সাবধান করে দেয় এবং তোমরা ভূল পথে চলা হতে রক্ষা পেতে পার, আর যেন তোমাদের উপর রহমত নাযিল হয়।" ৬৪. কিন্তু তারা তাকে (মিথ্যাবাদী মনে করে) অমান্য করল। শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার সংগীদেরকে এক নৌকায় (আরোহণ করিয়ে) রক্ষা করলাম এবং সেই লোকদের ডুবিয়ে দিলাম, যারা আমার আয়াতসমূহকে (মিথ্যামনে করে) অমান্য করেছিল। বস্তুতঃ তারা ছিল অন্ধলোক। রুকু-০৯ ৬৫.এবং 'আদ' জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই 'হূদ'কে পাঠিয়েছি[১৯]।

১৯। 'হেজায' 'য়ামান' ও য়ামামা'র মধ্যবর্তী 'আহকাফ্'-এর এলাকায় 'আদ' জাতির মূল বাসস্থান ছিল। এখান থেকেই বিস্তৃত হয়ে তারা 'য়ামান'এর পশ্চিম উপকূল এবং ওমান ও হাজরে মাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের শক্তির প্রভাব বিস্তার করেছিল।

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ
সে বলল | হে আমার জাতি | তোমরা ইবাদত কর | আল্লাহর | নাই | তোমাদের জন্যে | কোন ইলাহ | তিনি ছাড়া

اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ
তবুও কি না | তোমরা সংযত হবে | বলল | (সেই জাতির) প্রধান ব্যক্তিরা | যারা | অস্বীকার করেছিল | মধ্যহতে

قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ
তার জাতির | নিশ্চয়ই আমরা | আমরা অবশ্যই তোমাকে দেখছি | মধ্যে | নির্বুদ্ধিতার | এবং | আমরা নিশ্চয়ই | আমরা অবশ্যই তোমাকে মনেকরি

مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ
পক্ষ হতে | মিথ্যাবাদীদের | সে বলল | হে আমার জাতি | নাই | আমার মধ্যে | কোন নিবুদ্ধিতা

وَّ لٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ
আমি বরং | একজন রসূল | পক্ষহতে | রবের | বিশ্বজাহানের | তোমাদেরকে পৌঁছাই | পয়গামসমূহ

رَبِّيْ وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾ اَوَ عَجِبْتُمْ
আমার রবের | এবং | আমি | তোমাদের জন্যে | হিতাকাঙ্খী | বিশ্বস্ত | কি | তোমরা বিস্মিত হয়েছ

اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ
যে | উপদেশ তোমাদের কাছে এসেছে | পক্ষ হতে | তোমাদের রবের | উপর | একজনের | তোমাদেরই মধ্যেকার

لِيُنْذِرَكُمْ ؕ
তোমাদেরকে সতর্ক করে যেন

সে বললঃ হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। এখন তোমরা কি ভুল পথে চলা হতে বিরত হবে না?" ৬৬. তার জাতির সরদার-মাতব্বররা যারা তার দাওয়াত মানতে অস্বীকার করছিল জবাবে বললঃ"আমরা তোমাকে তো নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত মনে করি। আর আমাদের ধারণা এই যে, তুমি মিথ্যাবাদী।" ৬৭. সে বললঃ "হে আমার জাতির লোকেরা, আমি নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত নই, বরং আমি বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহর রসূল। ৬৮. তোমাদের নিকট আমার রবের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিই। আমি তোমাদের এমন কল্যাণকামীও যার উপর নির্ভর করা যায়। ৬৯. তোমার কি এই জন্য আশ্চর্যান্বিত হয়েছ যে, তোমাদের নিকট তোমাদেরই নিজ জাতির এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের রবের 'স্মারক' এসেছে, এই জন্য যে, সে তোমাদেরকে সাবধান-সতর্ক করবে।

তোমরা স্মরণকর, তোমাদের রব নূহের জাতির পরে তোমাদেরকেই তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে খুবই স্বাস্থ্যবান বানিয়েছেন। অতএব আল্লাহর কুদরতের কীর্তিকলাপ স্মরণে রেখো[২০]। আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।" ৭০. তারা বললঃ তুমি আমাদের নিকট কি এই জন্য এসেছ যে, আমরা কেবল আল্লাহরই দাসত্ব করব, আর আমাদের বাপ-দাদারা যাদের বন্দেগী করে এসেছে তাদেরকে পরিহার করব? আচ্ছা, তাহলে নিয়ে এস সেই আযাব যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদি হও।" ৭১.সে বললঃ "তোমাদের রবের শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের উপর পড়েছে। তোমরা কি আমার সাথে সেই নামগুলির কারণে ঝগড়া করছ,

২০. মূলে آلَاءَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ নেয়ামতসমূহও হয় এবং ক্ষমতার বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহও হয়, আবার উত্তম গুণাবলীও হয়।

যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছো[২১]?" এবং যেগুলির সমর্থনে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি?- আচ্ছা, তবে তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আর আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকলাম।" ৭২. শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেদের অনুগ্রহের সাহায্যে হূদ' এবং তার সংগী-সাথীদের বাঁচালাম এবং সেই লোকদের মূলোৎপাটন করে দিলাম যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে এবং যারা ঈমানদার ছিলনা। রুকু-১০ ৭৩. এবং 'সামূদ' জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছি[২২]। সে বললঃ হে আমার জাতি, আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই।

২১. অর্থাৎ তোমরা কাউকে বৃষ্টির, কাউকে বাতাসের, কাউকে ঐশ্বর্যের, আবার কাউকে রোগ-ব্যাধির প্রভু, দেবতা বল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কেউই কোন জিনিসের প্রভুনয়; এগুলো তোমাদের কল্পিত নিছক কতকগুলো নাম মাত্র। যারা এইগুলো নিয়ে বিবাদ করে তারা আসলে কতকগুলি নাম নিয়ে মাত্র বিবাদ করে, কোন সত্য বস্তুর জন্য বিবাদ করে না। ২২. সামূদ জাতির বাসস্থান উত্তর পশ্চিম আরবের সেই এলাকায় ছিল, যা আজও 'আল-হিজর' নামে খ্যাত আছে, বর্তমান যামানায় মদীনা ও তাবুকের মধ্যবর্তী একটি জায়গা আছে যাকে 'মাদায়েনে সালেহ' বলা হয়। এই জায়গাই সামূদ জাতির সদর জায়গা ছিল এবং প্রাচীন কালে এ স্থান 'হিজর' নামে অভিহিত ছিল। আজও এখানে সামূদীদের কিছু ইমারত বর্তমান আছে যা তারা পাহাড় খনন করে নির্মাণ করেছিল।

قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ

নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে সুস্পষ্ট প্রমাণ পক্ষহতে তোমাদের রবের এই উষ্ট্রী আল্লাহর

لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا

তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন তাকে সুতরাং তোমারা ছেড়েদাও সে খাবে উপর যমীনের আল্লাহর এবং না

تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ وَ اذْكُرُوْٓا

তাকে তোমরা স্পর্শ করবে মন্দভাবে তাহলে তোমাদের ধরবে শাস্তি বড় কষ্টকর এবং তোমরা স্মরণ কর

اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّاَكُمْ فِي

যখন তোমাদের বানিয়েছিলেন স্থলাভিষিক্ত পরে আ'দের ও তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন উপর

الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّ تَنْحِتُوْنَ

যমীনের তোমরা নির্মাণ করছ তার সমতল ভূমিতে প্রাসাদসমূহ ও তোমরা খোদাই করে তৈরী করেছ

الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا

পাহাড় গুলোতে বাসগৃহ সমূহ তোমরা অতএব স্মরণ কর অনুগ্রহ গুলোকে আল্লাহর এবং না অনাচার সৃষ্টি করো

فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾

মধ্যে পৃথিবীর ফাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ে

তোমাদের নিকট তোমাদের রবের নিকট হতে সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌছেছে। এ আল্লাহর উষ্ট্রী, তোমাদরে জন্য একটি নিদর্শন স্বরূপ[২৩]। অতএব তাকে ছেড়ে দাও- আল্লাহর যমীনে চলে বেড়াবে; কোন খারাব উদ্দেশ্যে তাকে স্পর্শ করো না, অন্যথায় এক কঠিন পীড়াদায়ক আযাব তোমাদের গ্রাস করবে। ৭৪. স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ 'আঁদ' জাতির লোকদের পরে তোমাদেরকে তার স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন এবং জীবনে তোমাদের এই মর্যাদা দিয়েছেন যে, আজ তোমরা তার সমতল ভুমির উপর সু-উচ্চ প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করছ ও তার পর্বত-গাত্র খোদাই করে বাড়ীঘর বানাচ্ছ। অতএব তাঁর কুদরতের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে গাফিল হয়োনা এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।"

---

২৩. এই কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। তার থেকে জানা যায় সামুদ জাতির লোকেরা হযরত সালেহের কাছে এমন এক নিদর্শনের দাবী করেছিল যা তিনি যে আল্লাহতা'আলার প্রেরিত নবী -এক কথায় সুস্পষ্ট প্রমাণ-পত্র স্বরূপ হবে। এই দাবীর উত্তর হিসেবে হযরত সালেহ (আঃ) এই উষ্ট্রীকে পেশ করেছিলেন।

৭৫. তার জাতির সরদার মাতব্বর লোকেরা যারা শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব করছিল- দূর্বল শ্রেণীর সেই লোকদের যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বললঃ "তোমরা কি সত্যি করে জানো যে, সালেহ তার রবের প্রেরিত নবী?" তারা জবাবে বললঃ "নিশ্চয়ই যে পয়গামসহ সে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা মানি, বিশ্বাস করি।" ৭৬. এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার লোকেরা বললঃ "তোমরা যা মেনে নিয়েছ, আমরা তা অস্বীকার করি, অমান্য করি।" ৭৭. অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলল[২৪] এবং পূর্ণ অহংকার সহকারে তাদের রবের স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধতা করল আর সালেহকে বলল "নিয়ে এস সেই আযাব, যার ধমক তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ, যদি তুমি সত্যিই একজন রসূল হয়ে থাকো।" ৭৮. শেষ পর্যন্ত একটি প্রলয়ংকারী ভূমিকম্প এসে তাদেরকে গ্রাস করল এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে উল্টিয়ে পড়ে রইল।

২৪. যদিও এক ব্যক্তি উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল সূরা 'কমর' ও সূরা 'শামসে' যেমন উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সমগ্র জাতিই এই অপরাধের সহায়ক ছিল এবং হত্যাকারী ব্যক্তি এই অপরাধী জাতির ইচ্ছা সাধনের যন্ত্র-স্বরূপ ছিল, সেজন্য গোটা জাতির উপরই এ অপরাধের অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে।।

فَتَوَلّٰى	عَنْهُمْ	وَ	قَالَ	يٰقَوْمِ	لَقَدْ	اَبْلَغْتُكُمْ	رِسَالَةَ
সে অতঃপর মুখ ফিরাল	তাদের থেকে	এবং	সে বলল	হে আমার জাতি	নিশ্চয়ই	তোমাদেরকে পৌছেছিলাম	পয়গাম

رَبِّيْ	وَ	نَصَحْتُ	لَكُمْ	وَلٰكِنْ	لَّا	تُحِبُّوْنَ	النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾
আমার রবের	এবং	আমি নসীহত করেছিলাম	তোমাদেরকে	কিন্তু	না	তোমরা পছন্দ কর	নসীহত কারীদেরকে

وَ	لُوْطًا	اِذْ	قَالَ	لِقَوْمِهٖٓ	اَتَاْتُوْنَ	الْفَاحِشَةَ	مَا
এবং	লূতকে (পাঠিয়েছিলাম)	(স্মরণকর) যখন	সে বলেছিল	তার জাতিকে	কি তোমরা আস	(এমন) অশ্লীলকাজে	(যা) না

سَبَقَكُمْ	بِهَا	مِنْ اَحَدٍ	مِّنَ	الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾	اِنَّكُمْ	لَتَاْتُوْنَ
তোমাদের পূর্বে করেছে	তা	কেউ	মধ্যে	সারা বিশ্বের	তোমরা নিশ্চয়ই	তোমরা অবশ্যই আস

الرِّجَالَ	شَهْوَةً	مِّنْ دُوْنِ	النِّسَآءِ ۭ	بَلْ	اَنْتُمْ	قَوْمٌ	مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾
পুরুষদের (কাছে)	কামবশতঃ	বাদ দিয়ে	স্ত্রীলোকদের	বরং	তোমরা	লোক	সীমালংঘনকারী

وَ	مَا	كَانَ	جَوَابَ	قَوْمِهٖٓ	اِلَّآ	اَنْ	قَالُوْٓا	اَخْرِجُوْهُمْ	مِّنْ
এবং	না	ছিল	জওয়াব	তার জাতির	এছাড়া	যে	তারা বলেছিল	তাদের বের করে দাও	হতে

قَرْيَتِكُمْ ۚ	اِنَّهُمْ	اُنَاسٌ	يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٢﴾	فَاَنْجَيْنٰهُ	وَ	اَهْلَهٗٓ
তোমাদের জনপদ	তারা নিশ্চয়ই	(এমন) লোক	যারা অতি পবিত্র থাকতে চায়	অতঃপর তাকে আমরা উদ্ধার করলাম	ও	তার পরিবারকে

اِلَّا	امْرَاَتَهٗ ۖ	كَانَتْ	مِنَ	الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٣﴾
ব্যতীত	তার স্ত্রী	সে ছিল	অন্তর্ভূক্ত	পিছনে অবস্থানকারীদের

৭৯. আর সালেহ এ কথা বলে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, "হে আমার জাতির লোকেরা আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদের নিকট পৌছে দিয়েছি, আমি তোমাদের কল্যাণই চেয়েছি; কিন্তু কল্যাণকামীকে তোমরা পছন্দ কর না।" ৮০. আর 'লূত'কে আমার পয়গম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছি। অতঃপর স্মরণ কর যখন সে নিজ জাতির লোকদের বলল[২৫]ঃ তোমরা কি এতদূর নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছ যে, তোমরা এমন সব নির্লজ্জতার কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে দুনিয়ায় কেউই করেনি? ৮১. তোমার স্ত্রী লোকদের বাদ দিয়ে পুরুষদের দিয়ে নিজেদের যৌন ইচ্ছা পুরণ করে নিচ্ছ। প্রকৃতপক্ষে তোমরা একেবারেই সীমালংঘনকারী লোক।" ৮২.কিন্তু তার জাতির লোকদের জবাব এতদ্ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা, যে "বহিষ্কার কর এই লোকদেরকে তাদের নিজেদের জনপদ হতে- এরা নিজেদের বড় পবিত্র বলে জাহির করছে।" ৮৩. শেষ পর্যন্ত আমরা লূত' ও তার ঘরের লোকদেরকে- তার স্ত্রীকে ছাড়া, যে পিছনের লোকদের মধ্যে রয়েগিয়েছিল - বাঁচিয়ে বের করে নিলাম।

২৫. হযরত লূত, ইব্রাহিম (আঃ) এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন এবং তিনি যে জাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের বাসস্থান ছিল সেই স্থানে যেখানে আজ মৃত সাগর (Dead sea) অবস্থিত।

وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

এবং | আমরা বৃষ্টিবর্ষণ করেছিলাম | তাদের উপর | (পাথর) বৃষ্টি | অতঃপর লক্ষ্যকর | কেমন | ছিল | পরিণাম

الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ

অপরাধীদের | এবং | দিকে | মাদয়ানের | তাদের ভাই | শুয়াইবকে | সে বলল | আমার হে জাতি

اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ قَدْ جَآءَتْكُمْ

তোমরা ইবাদত কর | আল্লাহর | নাই | তোমাদের জন্যে | কোন ইলাহ | তিনি ছাড়া | নিশ্চয়ই | তোমাদের কাছে এসেছে

بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ وَ

সুস্পষ্ট প্রমাণ | পক্ষহতে | তোমাদের রবের | অতএব তোমরাপূর্ণকর | মাপ | ও | ওজন | এবং

لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ

না | তোমরা কম দিও | লোকদেরকে | তাদের (প্রাপ্য) দ্রব্যে | এবং | না | তোমরা ফাসাদ করো | মধ্যে | পৃথিবীর

بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

পরেও | তার সংস্কারের | এটা | তোমাদের জন্যে উত্তম | যদি | তোমরাহও | ঈমানদার

---

৮৪. এবং সেই জাতির লোকদের উপর এক বৃষ্টি বর্ষিয়ে[২৬] দিলাম। তার পর দেখ, সেই অপরাধী লোকদের কি পরিণাম হল! রুকু-১১ ৮৫. আর মাদিয়ানবাসিদের[২৭] প্রতি আমরা তাদের ভাই 'শুয়াইব'কে পাঠিয়েছি। সে বললঃ "হে জাতির লোকেরা তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের রবের সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌছেছে। অতএব ওজন ও পরিমান পূর্ণমাত্রায় কর, লোকদের তাদের দ্রব্য কম করে দিওনা এবং যমীনে ফাসাদ করোনা, যখন তার সংশোধন ও সংস্কার সম্পূর্ণ হয়েছে। এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত, যদি তোমরা বাস্তবিকই মুমিন হয়ে থাক[২৮]।

---

২৬. 'বর্ষণ' বলতে এখানে পানি বর্ষণ বোঝাচ্ছে না এখানে বর্ষণ অর্থ- প্রস্তর বর্ষণ। কুরআনের অন্যত্র এই প্রস্তর বর্ষণের কথাও বলা হয়েছে। ২৭. মাদিয়ানের আসল এলাকা হেজাজের উত্তর পশ্চিম ও ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও ওকাবা উপসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল; কিন্তু সিনাই উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলেও এ এলাকার কিছু অংশ প্রসারিত ছিল। মাদিয়ান জাতি ছিল এক বড় ব্যবসায়ী জাতি। প্রাচীনকালে লোহিত সাগরের তীর বরাবর ইয়ামেন থেকে মক্কা এবং ইয়াম্বুর মধ্য দিয়ে সিরিয়া পর্যন্ত যে বাণিজ্যিক রাজপথ প্রসারিত ছিল, এবং অন্য একটি বানিজ্যিক রাজপথ যা ইরাক থেকে মিশর অভিমুখে প্রসারিত ছিল- এদের ঠিক চৌমাথায় এই জাতির বসতি অবস্থিত ছিল। ২৮. এই বাক্যাংশ থেকে সুস্পষ্ট রূপে বোঝা যায় এরা নিজেরা ঈমানদার হওয়ার দাবী করতো।

وَ لَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَ تَصُدُّوْنَ

এবং — না — তোমরা বসবে — উপর প্রত্যেক — রাস্তার — তোমরা হুমকি দেবে (না) — ও — তোমরা বাধা দেবে (না)

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ تَبْغُوْنَهَا

হতে — পথ — আল্লাহর — (তাকে) যে — ঈমান আনে — তাঁর উপর — এবং (না) — তাতে তোমরা অনুসন্ধান করবে

عِوَجًا ۚ وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۠

বক্রতা — এবং — তোমরা স্মরণকর — যখন — তোমরা ছিলে — (সংখ্যায়) অল্প — তোমাদেরকে অতঃপর আধিক্য দিয়েছেন

وَ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَ اِنْ

এবং — তোমরা লক্ষ্য কর — কিরূপ — ছিল — পরিণাম — বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের — এবং — যদি

كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَ

(এমন) হয় — একদল — তোমাদের মধ্যহতে — (যারা) ঈমানআনে — ঐবিষয়ে যা সহ — আমি প্রেরিত হয়েছি — তার উপর — এবং

طَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ

(অন্য) একদল — তারা ঈমান আনে নাই — তোমরা তবে সবর কর — যতক্ষণ না — ফয়সালা করেন — আল্লাহ

بَيْنَنَا ۚ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

আমাদের মাঝে — এবং — তিনিই — উত্তম — ফয়সালাকারীদের

---

৮৬. আর (জীবনের) প্রতি পথে ডাকাত হয়ে বসোনা যে, লোকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে ও ঈমানদার লোকদেরকে রবের পথ হতে বিরত রাখতে থাকবে এবং সহজ-সরল পথকে বাঁকা করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে। পরে আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল সংখ্যক করে দিয়েছেন। এবং চোখ খুল দেখ, দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি হয়েছে। ৮৭. তোমাদের মধ্যে কিছু লোক যদি সেই শিক্ষার প্রতি - যা সহ আমি প্রেরিত হয়েছি- ঈমান আনে, আর অপর কিছু লোক ঈমান নাই আনে, তবে ধৈর্য সহকারে লক্ষ্য করতে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মাঝে কোন ফয়সালা করে দেন এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ

বলল কর্তা প্রধানরা যারা অহংকার করেছিল মধ্য হতে তার জাতি তোমাকে অবশ্যই আমরা বেরকরব

يٰشُعَيْبُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ

হে শুয়াইব এবং যারা ঈমান এনেছে তোমার সাথে হতে আমাদের জনপদ অথবা

لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَ لَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿۸۸﴾

তোমরা অবশ্যই ফিরে আসবে মধ্যে আমাদের দ্বীনের সে বলল কি যদিও আমরা হলাম (তোমাদের দ্বীনকে) অপছন্দকারী

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ

(সেক্ষেত্রে) নিশ্চয়ই আমরা আরোপ করলাম উপর আল্লাহর মিথ্যা যদি আমরা ফিরে যাই মধ্যে তোমাদের দ্বীনের

بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَ مَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ

এর পরেও যখন আমাদের মুক্তি দিয়েছেন আল্লহ তা হতে এবং না শোভা পায় আমাদের জন্যে যে

نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا

আমরা ফিরব তার মধ্যে তবে যদি ইচ্ছে করেন আল্লাহ আমাদের রব পরিবেষ্টন করে আছেন আমাদের রব

كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ

সব কিছুকে জ্ঞানে (অতএব) উপর আল্লাহরই আমরা ভরসা করেছি হে আমাদের রব ফয়সালা করেদাও

بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿۸۹﴾

আমাদের মাঝে ও মাঝে আমাদের জাতির সঠিক ভাবে এবং তুমিই উত্তম ফয়সালা কারীদের

৮৮. সেই লোকদের সরদার মাতব্বরগণ যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব- অহংকারে নিমগ্ন ছিল- তাকে বললঃ "হে শুয়াইব! আমরা তোমাকে ও তোমার প্রতি ঈমানদার লোকদেরকে এই জনপদ হতে বহিস্কার করে দিব; অন্যথায় তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে হবে।" শুয়াইব জবাব দিলঃ "আমাদেরকে কি জোর করে ফিরিয়ে আনা হবে, আমরা যদি রাজী না-ও হই তবুও? ৮৯. আমরা রবের প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হইব যদি তোমাদের মিল্লাতে ফিরে আসি, যখন আল্লাহ আমাদেরকে এ হতে মুক্তিদান করেছেন। আমাদের পক্ষে তো তার দিকে ফিরে আসা এখন কিছুতেই সম্ভব নয়, তবে আমাদের রব আল্লাহই যদি এরূপ চান তবে সেটা ভিন্ন কথা। আমাদের রবের জ্ঞান সর্বব্যাপক, তাঁরই উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়েছি। হে আমার রব! আমাদের ও আমাদরে জাতির লোকদের মাঝে সঠিকভাবে ফায়সালা করে দাও,আর তুমিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

وَ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ

এবং বলল প্রধান ব্যক্তিরা যারা অস্বীকার করেছিল মধ্যহতে তার জাতির অবশ্যই যদি তোমরা অনুসরণ কর

شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٩٠﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

শুয়াইবের নিশ্চয়ই তোমরা তাহলে (হবে) ক্ষতিগ্রস্থ অবশ্যই তাদেরকে অতঃপর ধরল ভূমিকম্পে

فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩١﴾ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا

অতঃপর তারাহল মধ্যে তাদের ঘরের অধঃমুখী পতিত (অর্থাৎ মৃত পড়ে রইল) যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল শুইয়াবকে

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا

(তারাএমন হল) যেন তারা বসবাস করেই নাই তারমধ্যে যারা প্রত্যাখান করেছিল শুয়াইবকে ছিল

هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ

তারা ক্ষতিগ্রস্থ সে অতঃপর মুখ ফিরাল তাদের হতে এবং বলল হে আমার জাতি নিশ্চয়ই

اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى

তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি পয়গাম গুলো আমার রবের ও আমি নসীহত করেছি তোমাদেরকে অতএব কিরূপে আক্ষেপ করব আমি

عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

উপর (এমন) লোকদের (যারা) অস্বীকারকারী

৯০. তার জাতির সরদারগণ যারা তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল- পরস্পরে বললঃ তোমরা যদি শুয়াইবের অনুসরণ কর, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে[২৯]। ৯১. কিন্তু হল এই যে একটি প্রচন্ড বিপদ এসে তাদেরকে আঘাত হানল এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। ৯২. যারা শুয়ায়বকে অমান্য করল তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, যেন তারা এই ঘরসমূহে কোনদিনই বসবাস করেনি; শুয়াইবকে অমান্যকারী লোকেরাই শেষ পর্যন্ত বরবাদ হয়ে গেল। ৯৩. এবং শুয়াইব এই কথা বলে তাদের লোকদের হতে মুখ ফিরিয়ে নিল যে, "হে আমার জাতির লোকেরা! আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি, তোমাদের কল্যাণ কামনার হক আদায় করেছি। এখন সেই লোকদের জন্য কেন আফসোস করব যারা সত্যদ্বীন কবুল করতেই অস্বীকার করে?"

২৯. মাত্র 'শুয়াইব'(আঃ)-এর জাতির সরদারদের পর্যন্ত এ কথা সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক যুগের ভ্রষ্ট লোকেরা সত্য, সততা ও বিশ্বস্ততার পথে চলার মধ্যে এরূপ অনিষ্টের আশংকা অনুভব করে। প্রত্যেক যুগের দুষ্কৃতকারীদের ধারণাই হচ্ছে- ব্যবসায়, রাজনীতি ও অন্যান্য পার্থিব ব্যাপার মিথ্যা, বেঈমানী ও নীতিহীনতা ছাড়া চলতে পারেনা। ঈমানদারী অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে প্রয়োজন হলে নিজের পার্থিব স্বার্থ বরবাদ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

وَ مَآ اَرۡسَلۡنَا فِیۡ قَرۡیَۃٍ مِّنۡ نَّبِیٍّ اِلَّاۤ اَخَذۡنَاۤ اَهۡلَهَا
এবং না আমরা প্রেরণ করেছি মধ্যে কোন জন বসতির (এমন) কোন নবী ব্যতীত যে আমরা তার অধিবাসীদেরকে ধরেছি

بِالۡبَاۡسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمۡ یَضَّرَّعُوۡنَ ﴿۹۴﴾ ثُمَّ بَدَّلۡنَا مَکَانَ
অভাব দিয়ে ও কষ্ট (দিয়ে) তারা যাতে অতীব বিনয়ী হয় এরপর আমরা বদলে দিয়েছি অবস্থাকে

السَّیِّئَۃِ الۡحَسَنَۃَ حَتّٰی عَفَوۡا وَّ قَالُوۡا قَدۡ مَسَّ اٰبَآءَنَا
খারাপ ভালতে শেষ পর্যন্ত তারা প্রাচুর্য লাভ করে ও তারা বলে নিশ্চয়ই স্পর্শ করেছিল আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও

الضَّرَّآءُ وَ السَّرَّآءُ فَاَخَذۡنٰهُمۡ بَغۡتَۃً وَّ هُمۡ لَا یَشۡعُرُوۡنَ ﴿۹۵﴾
কষ্টে ও স্বাচ্ছন্দে তাদেরকে তখন আমরা ধরেছি অকস্মাৎ অথচ তারা না টেরওপায়

وَ لَوۡ اَنَّ اَهۡلَ الۡقُرٰۤی اٰمَنُوۡا وَ اتَّقَوۡا لَفَتَحۡنَا عَلَیۡهِمۡ
এবং যদি এসব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত আমরা অবশ্যই খুলেদিতাম তাদের উপর

بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ وَ لٰکِنۡ کَذَّبُوۡا فَاَخَذۡنٰهُمۡ
বরকতসমূহ থেকে আসমান ও যমীন (থেকে) কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল সুতরাং তাদেরকে আমরা ধরেছি

بِمَا کَانُوۡا یَکۡسِبُوۡنَ ﴿۹۶﴾
তাসহ যা তারা অর্জন করতেছিল

রুকু-১২ ৯৪. এমন কখনই হয়নি যে আমরা কোন লোকালয়ে নবী পাঠিয়েছি; অথচ সেই লোকালয়ের লোকদেরকে প্রথমে অভাব ও কষ্টে নিমজ্জিত করিনি- এই আশায় যে, তারা হয়ত নম্র ও কাতর হয়ে আসবে। ৯৫. পরে আমরা তাদের দুরাবস্থাকে সচ্ছল অবস্থায় বদলে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তারা খুব স্বাচ্ছন্দ লাভ করল এবং বলতে লাগল যে, "আমাদের পূর্বপুরুষদের উপরও এরূপ ভাল আর মন্দ দিন সমান ভাবেই আসত।" পরে আমরা তাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করলাম; অথচ তারা টের পর্যন্ত পেল না[৩০]। ৯৬. লোকালয়ের লোকেরা যদি ঈমান আনত ও তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করত, তা হলে আমরা তাদের প্রতি আসমান ও যমীনের বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা তো অমান্যই করল। এই কারণে আমরা তাদেরকে তাদের নিজেদেরই করা খারাব কাজের দরুন পাকড়াও করলাম।

৩০. এক একজন নবী ও এক এক জাতির বিষয় পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করার পর এখানে সেই সামগ্রীক নিয়ম বর্ণনা করা হচ্ছে যা আল্লাহতা'আলা প্রতিটি যুগে নবী প্রেরণকালে অবলম্বন করেন। যখনই কোন জাতির মধ্যে নবী প্রেরণ করা হয়েছে তখন তার পূর্বে সে জাতিকে বিপদ- আপদে নিক্ষেপ করা হয়েছে যেন তাদের কর্ণ উপদেশ শ্রবণের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং তারা তাদের রবের সামনে বিনয়ের সঙ্গে অবনত হতে প্রস্তুত হয়। এরপর এই অনুকুল পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও যদি তাদের অন্তর সত্য গ্রহণের প্রতি অনুরাগী না হয় তবে তাদেরকে (সচ্ছলতার) ফিতনায়(পরীক্ষায়) নিক্ষেপ করা হয়; এবং এখান থেকেই তাদের ধ্বংসের সূচনা শুরু হয়। পয়গম্বরদের কথা অমান্য করা সত্ত্বেও যখন তাদের উপর নেয়ামতের অঢেল বর্ষণ শুরু হয় তখন তারা ভাবে তাদেরকে পাকড়াও করার কোন খবর নেই। আমাদের সমকক্ষ আর কেউ নেই- এই অহংকার তাদের পেয়ে বসে; এই জিনিসই শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত করে।

أَفَأَمِنَ	أَهْلُ	الْقُرَىٰ	أَنْ	يَأْتِيَهُمْ	بَأْسُنَا	بَيَاتًا	وَّ	هُمْ
তবে কি নির্ভয় হয়েছে	অধিবাসীরা	জনপদের	(এ বিপদ হতে)যে	তাদের উপর আসবে	আমাদের কঠোর শাস্তি	রাত্রে	যখন	তারা

نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾	أَوَ	أَمِنَ	أَهْلُ	الْقُرَىٰ	أَنْ	يَأْتِيَهُمْ	بَأْسُنَا
ঘুমন্ত থাকবে	কিম্বা	নির্ভয় হয়েছে	অধিবাসীরা	জনপদের	(এ বিপদ হতে)যে	তাদের উপর আসবে	আমাদের শাস্তি

ضُحًى	وَّ	هُمْ	يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾	أَفَأَمِنُوا	مَكْرَ	اللَّهِ ۚ	فَلَا	يَأْمَنُ
দিনের পূর্বাহ্নে	যখন	তারা	ক্রীড়ারত (থাকে)	তারা তবেকি নির্ভয় হয়েছে	কৌশল (হতে)	আল্লাহর	অথচনা	নির্ভয় হয়

مَكْرَ	اللَّهِ	إِلَّا	الْقَوْمُ	الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾	أَوَ	لَمْ يَهْدِ	لِلَّذِينَ
কৌশল (হতে)	আল্লাহর	ব্যতীত	(এমন) লোকেরা	(যারা) ক্ষতিগ্রস্ত	কি	শিক্ষাদেয় নাই	তাদেরকে (যাদের)

ع ١٣

يَرِثُونَ	الْأَرْضَ	مِنْ بَعْدِ	أَهْلِهَا	أَنْ	لَّوْ	نَشَاءُ	أَصَبْنَاهُمْ
উত্তরাধিকারী করা হয়েছে	পৃথিবীতে	পরে	তার(পূর্ববর্তী) অধিবাসীদের	যে	যদি	ইচ্ছেকরি আমরা	তাদেরকে আমরা শাস্তি দেব

بِذُنُوبِهِمْ ۚ	وَ	نَطْبَعُ	عَلَىٰ	قُلُوبِهِمْ	فَهُمْ	لَا	يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾
তাদের পাপগুলোর কারণে	এবং	মোহর লাগাব	উপর	তাদের অন্তরগুলোর	অতঃপর তারা	না	শুনবে

تِلْكَ	الْقُرَىٰ	نَقُصُّ	عَلَيْكَ	مِنْ	أَنْبَائِهَا ۚ
এই(সব)	জনপদ সমূহ	বর্ণনা করেছি আমরা	তোমার কাছে	হতে	তাদের বৃত্তান্তগুলো

৯৭. জনপদের লোকেরা কি এখন নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আমাদের আযাব সহসা রাতের বেলা এসে তাদের ঘেরাও করবেনা যখন তারা ঘুমে বিভোর হয়ে থাকবে। ৯৮. কিংবা তারা কি এখন নিশ্চিত হয়ে গেছে যে আমাদের শক্তহাত সহসা কোন সময় দিনের বেলা এসে তাদের উপর পড়বে না যখন তারা খেলায় মেতে থাকবে? ৯৯. এই লোকেরা কি আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে নির্ভয় হয়ে গেছে? অথচ আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে সেই লোকেরাই নির্ভয় হতে পারে, যারা অনিবার্য-রূপে ধ্বংসই হয়ে যাবে[৩১]। রুকু-১৩ ১০০. যারা পূর্ববর্তী দুনিয়াবাসীদের পরে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হয়, তাদেরকে কি এই বাস্তব ব্যাপারটি কোন শিক্ষাই দেয় না যে, আমরা ইচ্ছা করলে তাদেরকে তাদের অপরাধের জন্য পাকড়াও করতে পারি? (কিন্তু তারা শিক্ষাপ্রদ ঘটনা ও তত্ত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে) আর আমরা তাদের দিলের উপর মোহর লাগিয়ে দিব, ফলে তারা কিছুই শুনবে না। ১০১. এই জাতিসমূহ যাদের কাহীনী আমরা তোমাদের শুনাচ্ছি- (তোমাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে বর্তমান)

৩১. মূল مَكْرَ (মকর) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় 'মকর' এর অর্থ গুপ্ত তদবির। অর্থাৎ এরূপ 'চাল' চালা যে যতক্ষণ পর্যন্ত চরম আঘাত না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত যে ব্যক্তি এই চরম আঘাতে আঘাত-প্রাপ্ত হবে সে-সম্পর্কে সে একেবারেই বে-খবর থাকে, সে জানতেই পারে না যে তার দুর্গতিময় পরিণাম আসন্ন; বরং বাহ্য অবস্থা দৃষ্টে সে মনে করতে থাকে- সবই ঠিক আছে।

তাদের নবী ও রসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য নিদর্শন নিয়ে এসেছে; কিন্তু যে জিনিসকে তারা একবার মিথ্যা বলে অমান্য করেছে তা পরে আর তারা মেনে নিতে প্রস্তুত হয়নি। লক্ষ্য কর, এমনিভাবেই আমরা সত্যের অমান্যকারীদের দিলের উপর 'মোহর' মেরে দেই। ১০২. আমরা এদের মধ্যে অধিকাংশকেই ওয়াদা পালকারীরূপে পাইনি; বরং অধিকাংশকে ফাসেকই পেয়েছি। ১০৩. অতঃপর এই জাতিসমূহের পরে (উপরে যাদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে) আমরা মূসাকে আমাদের আয়াত ও নিদর্শনসমূহ সহকারে ফিরআউন[৩২] ও এই জাতির সরদার-মাতব্বরদের নিকট পাঠিয়েছি। কিন্তু তারাও আমাদের আয়াত ও নিদর্শন সমূহের প্রতি যুলুম করেছে। এখন দেখ, এই ফাসাদকারীদের পরিণাম কি হয়েছে।

৩২. 'ফিরাউন' শব্দের অর্থ হচ্ছেঃ সৌর বংশ- সূর্যদেবের বংশধর। প্রাচীন মিশরবাসীদের কাছে সূর্য ছিল 'রব্বে আলা' বা মহাদেবতা, আর তারা সূর্যকে 'রা' বলতো। এই 'রা' থেকেই 'ফিরাউন' শব্দ উদ্ভূত। 'ফিরাউন' কোন এক ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না। মিশরের বাদশাহদের উপাধি ছিল 'ফিরাউন', যেমন রুশ সম্রাটগণের উপাধি ছিল 'যার' ও পারস্য সম্রাটদের উপাধি ছিল 'খসরু'।

وَ قَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾

এবং বলল মূসা হে ফিরাউন নিশ্চয়ই আমি একজন রসূল পক্ষহতে রবের বিশ্ব জাহানের

حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ

(আমার)মর্যাদা এটাই যে না আমি বলি ব্যাপারে আল্লাহর এছাড়া প্রকৃত সত্য নিশ্চয়ই

جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٠٥﴾

তোমাদের কাছে এসেছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পক্ষ হতে তোমাদের রবের তুমি অতঃপর পাঠাও আমার সাথে বনী ইসরাঈলকে

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَأْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ

সে বলল যদি তুমি এসেথাক নিদর্শনসহ তবে পেশ কর তা যদি তুমিহও অন্তর্ভুক্ত

الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٦﴾ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٧﴾

সত্যবাদীদের সে অতঃপর নিক্ষেপ করল তার লাঠি অতঃপর তখন তা অজগর (হয়েগেল) সুস্পষ্ট

وَّ نَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ

এবং টেনে বের করল তার হাত অতঃপর তখন তা সাদা উজ্জ্বল (হলো) দর্শকদের কাছে বলল

الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٩﴾

কর্তা ব্যক্তিরা মধ্য হতে জাতির ফিরাউনের নিশ্চয়ই এই (ব্যক্তি) অবশ্যই যাদুকর সুদক্ষ

১০৪. মূসা বললঃ "হে ফিরাউন আমি বিশ্বজাহানের মালিক রবের নিকট হতে প্রেরিত হয়ে এসেছি। ১০৫. আমার পদ-মর্যদাই এই যে, আল্লাহর নামে আমি প্রকৃত হক ছাড়া অন্য কোন কথাই বলব না। আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের তরফ হতে সুস্পষ্ট নিয়োগ প্রমাণ নিয়ে এসেছি। অতএব তুমি বনী ইসরাঈলকে আমরা সংগে পাঠিয়ে দাও।" ১০৬. ফিরাউন বললঃ "তুমি যদি কোন চিহ্ন-নিদর্শন নিয়ে এসে থাক এবং তোমার এই দাবীতে তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে তা পেশ কর।" ১০৭. মূসা তার নিজের লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সহসাই তা এক জীবন্ত বাস্তব অজগর হল। ১০৮. সে নিজের হাত টেনে বের করল, আর সব দৃষ্টিমান লোকের সামনে তা ঝকমক করতে লাগল। রুকু-১৪ ১০৯। দেখে ফিরাউনের জাতির কর্তা ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে বললঃ "নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি বড় সুদক্ষ যাদুকর।

১১০. তোমাদেরকে সে তোমাদের জমি-জায়গা হতে বে-দখল করতে চায়"[৩৩] এখন কি বলবে বল? ১১১. পরে তারা সকলে ফিরাউনকে পরামর্শ দিল যে, তাকে এবং তার ভাইকে অপেক্ষায় ফেলে রাখুন। এই সময়ের মধ্যে সব শহরে-নগরে প্রচারক ও সংগ্রহক পাঠিয়ে দিন। ১১২. যেন সকল দক্ষ যাদুকরকে আপনার এখানে নিয়ে আসে ১১৩. এই অনুযায়ী যাদুকররা ফিরাউনের নিকট আসল। তারা বললঃ "জয়ী হলে আমরা এর পুরস্কার ও পারিশ্রমিক পাব তো? ১১৪. ফিরাউন জবাব দিল ঃ "হ্যাঁ , আর তোমারই হবে দরবারের নিকটতম ব্যক্তি ।" ১১৫. পরে তারা মূসাকে বলল ঃ "তুমি নিক্ষেপ করবে, না আমরা নিক্ষেপ করব?"

৩৩. মূসা (আঃ) এর নবুয়্যতের দাবীর মধ্য এ তাৎপর্য স্বতঃই নিহিত ছিল যে তিনি প্রকৃতপক্ষে পুরা জীবন-ব্যবস্থাটি সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন করতে চাচ্ছিলেন এবং এই জীবনব্যবস্থার আওতার মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা, বিশ্বপ্রভুর প্রতিনিধি কখনো অনুগত, বশ্য ও প্রজা বনে থাকার জন্য আসে না; বরং আনুগত্য পাবার হকদার ও শাসকের দায়িত্ব বহনের জন্য আগমন করে; এবং কোন কাফেরের শাসনাধিকার স্বীকার করা তার নবুয়্যতের পদ ও মর্যাদার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই কারণেই হযরত মূসা (আঃ) এর মুখে রেসালাতের দাবী শোনা মাত্রই ফিরাউন ও তার রাজ দরবারের সামনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আশংকা দেখা দিয়েছিল; এবং তারা বুঝে নিয়েছিল যে, যদি এই ব্যক্তির কথা চলে, তবে আমাদের ক্ষমতাচ্যুতি অনিবার্য।

قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَ

সে বলল | তোমরা নিক্ষেপ কর | অতঃপর যখন | তারা নিক্ষেপ করল | তারা যাদু করল | চোখগুলোকে | লোকদের | ও

اسْتَرْهَبُوْهُمْ وَ جَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٦﴾ وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى

তাদেরকে তারা সন্ত্রস্ত করল | এবং | তারা আনল | যাদু | বড় (ধরণের) | এবং | আমরা অহী করলাম | প্রতি | মূসার

اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ

যে | নিক্ষেপ কর | তোমার লাঠি | অতঃপর যখন | তা | গিলেফেলতে লাগল | যা | তারা কৃত্রিম সৃষ্টিকরে | ফলে প্রতিষ্ঠিত হল

الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ

সত্য | ও | অসত্যহল | যা | তারা কাজ করতেছিল | তারা অতঃপর পরাজিত হল | সেখানে | এবং

انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾ وَ اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوْٓا

তারা ফিরেগেল | লাঞ্ছিত হয়ে | এবং | নোয়ায়ে দিল | যাদুকরদেরকে | সিজদাকারী (হিসেবে) | তারা বলল

اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

আমরা ঈমান আনলাম | রবের উপর | বিশ্বজাহানের | রব | মূসার | ও | হারূনের

১১৬। মূসা বললঃ "তোমরাই নিক্ষেপ কর"। তারা যে যাদুর বান ছাড়ল তা লোকদের দৃষ্টিকে যাদু করল ও লোকদের দিলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিল। এক কথায়, খুব সাংঘাতিক যাদু দেখাল ১১৭. আমরা মূসাকে বললাম ঃ "তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর"। তা নিক্ষিপ্ত হয়ে সহসা তাদের এই মিথ্যা তেলেসমাতিকে গিলে ফেলতে লাগল। ১১৮. এভাবে যা হক ছিল তাই হক প্রমাণিত হল। আর তারা যা কিছু বানিয়ে রাখছিল তা সবই বাতিল হয়ে গেল। ১১৯ ফিরাউন এবং তার সংগীরা মুকাবিলার ময়দানে পরাজিত হল এবং (বিজয়ী হওয়ার পরিবর্তে) লাঞ্ছিত হল। ১২০. যাদুকরদের অবস্থা এই হল যে, কোন কিছু যেন ভিতর হতেই তাদের মাথাকে সিজদায় নূয়ে দিল। ১২১. বলতে লাগলঃ "আমরা রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনলাম। ১২২ .যাকে মূসা ও হারুন উভয়েই মানে[৩৪]।

৩৪. এইভাবে আল্লাহতা'আলা ফিরাউনের চালকে তার নিজেরই উপর প্রত্যাবৃত করেন; অর্থাৎ ফিরাউন নিজেরই কৌশলজালে নিজে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সে সারা দেশের দক্ষ যাদুকরদের আহুত করে জনসাধারণের সামনে এই উদ্দেশ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল যে, জনসাধারণ দৃঢ়-বিশ্বাস করে নেবে হযরত মূসা একজন যাদুকর, অন্ততঃপক্ষে জনগনের মনে এ সম্পর্কে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করা যাবে। কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হবার পর তার নিজেরই আহুত যাদু-বিদ্যায় দক্ষ ও কীর্তিমান যাদুকরেরা সকলে একযোগে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল যে হযরত মূসা (আঃ) যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তা কিছুতেই যাদু নয়; বরং নিশ্চিতরূপে তা হচ্ছে বিশ্ব প্রভুর শক্তির বিস্ময়কর নিদর্শন, যার সামনে কোন প্রকার যাদুর শক্তি অচল।

১২৩. ফিরাউন বললঃ "তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে আমরা অনুমতি নেয়ার পূর্বেই? নিশ্চয়ই এ কোন গোপন ষড়যন্ত্র ছিল যা তোমরা এই শহর বসে করেছ- এই উদ্দেশ্যে যে তার মালিকদের সেখান হতে বের করে দেবে। আচ্ছা, এখনই এর পরিণাম তোমরা জানতে পারবে। ১২৪. আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলব, আর তার পর তোমাদেরকে শুলে চড়াব।" ১২৫. তারা জবাব দিল ঃ "যাই হোক, আমাদেরকে তো আমাদের রবের দিকেই ফিরে যেতে হবে। ১২৬. তুমি যে কারণে আমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও তা এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, আমাদের রবের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ যখন আমাদের সামনে আসল তখন আমরা তা মেনে নিলাম। হে আমার রব আমাদের ধৈর্যধারণের গুণ দান কর, আর আমাদেরকে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় উঠিয়ে নাও, যখন আমরা তোমারই অনুগত[৩৫]।"

৩৫. পাশা উল্টে যেতে দেখে ফিরাউন শেষ 'চাল' চালালো। সমস্ত ব্যাপারটিকে সে মূসা (আঃ) ও যাদুকরদের ষড়যন্ত্র বলে অপবাদ দিয়ে যাদুকরদেরকে দৈহিক শাস্তিদান ও হত্যার ভয় দেখিয়ে তাদের

(অপর পাতায়)

রুকু-১৫ ১২৭. ফিরাউনকে তার জাতির কর্তা-প্রধানরা বললঃ "তুমি কি মূসা এবং তার লোকজনকে দেশে অশান্তি সৃষ্টির জন্য এমনভাবে খোলা ছেড়ে দিবে? আর তারা তোমার ও তোমার মাবুদদের বন্দেগী ছেড়েদিয়ে রেহাই পেয়ে যাবে?" ফিরাউন বললঃ "আমি তাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করব এবং তাদের স্ত্রীলোকদের জীবিত থাকতে দিব[৩৬]। তাদের উপর আমাদের ক্ষমতা এখানে সুপ্রষ্ঠিত।"

কাছ থেকে এর স্বীকৃতি আদায় করতে চাইলো। কিন্তু ফিরাউনের এ চালও উল্টে গেল! যাদুকরেরা যে কোন প্রকার শাস্তি বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে একথা প্রমাণ করে দিল যে, মূসা আলাইহিসসালামের সত্যতার প্রতি তাদের বিশ্বাস স্থাপন কোন ষড়যন্ত্র নয় বরং অকপট সত্য স্বীকারের ফল। এখানে লক্ষণীয় যে মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঈমান এই যাদুকরদের চরিত্রে কত বড় বিপ্লব ঘটিয়ে দিল! মাত্র কিছু সময় পূর্বে এই যাদুকরদের মানসিক অবস্থা তো এই ছিল যে- তারা নিজেদের পৈতৃকধর্মের বিজয় ও সাহায্য-সহায়তার জন্য গৃহ থেকে বের হয়ে এসেছিল এবং ফিরাউনের কাছে প্রশ্ন করেছিল যে যদি আমরা আমাদের ধর্মকে মূসার আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে নিতে পারি তবে সরকার থেকে আমরা পুরস্কার লাভ করবো তো? এখন ঈমানের মহাধন লাভ করার পর সেই যাদুকরদের সত্যানুরাগ ও কৃতসংকল্প এতদূর বৃদ্ধি পেল যে কিছু পূর্বে তারা যে বাদশার সামনে লালসার বশে বিক্রীত হচ্ছিল, এখন সেই বাদশার বড়াই ও শাস্তিকে তারাই প্রত্যাঘাত করছে এবং সেই ভীষনতম শাস্তি যার ভয় ফিরাউন তাদেরকে দেখাচ্ছে তা ভোগ করার জন্যও তারা প্রস্তুত। কিন্তু সেই সত্যকে ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত নয় যার সত্যতা তারা সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ংগম করেছে । ৩৬. এ কথা জানা দরকার যে এক যুলুমের যুগ চলছিল মূসা (আঃ)-এর জন্মের পূর্বে এবং দ্বিতীয় অত্যাচারের যুগ মূসা (আঃ)-এর অভ্যুত্থানের পর শুরু হয়েছিল। উভয় যুগেই এই অত্যাচার ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ বনী ইসরাঈলদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করা হতো ও তাদের কন্যা-সন্তানদের অব্যহতি দেওয়া হতো। এর উদ্দেশ্যে ছিল যে, ক্রমে ক্রমে তাদের বংশধর যেন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং জাতি হিসাবে তারা যেন অন্য জাতির মধ্যে নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলে।

১২৮. মূসা লোকজনকে বললঃ "আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও আর ধৈর্য-ধারণ কর। এই যমীন আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন[৩৭]। এবং শেষ সাফল্য তাদের জন্যই নির্দিষ্ট যারা তাকে ভয় করে কাজ করে।" ১২৯. তার জাতির লোকেরা বললঃ "তোমার আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হচ্ছিলাম এবং এখন তোমার আসার পরেও নির্যাতিত হচ্ছি"। সে জবাব দিলঃ "সেই সময় দূরে নয় যখন তোমাদের রব তোমাদের দুশমনদের ধ্বংস করে দেবেন এবং যমীনে তোমাদেরকে খলীফা বানাবেন, তার পর তোমরা কি রকম কাজ কর তা তিনি দেখবেন।" রুকু-১৬ ১৩০. আমরা ফিরাউনের লোকদেরকে ক্রমাগত কয়েক বৎসর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও কম পরিমাণ ফসল উৎপাদনে নিমজ্জিত রাখলাম, এই উদ্দেশ্যে যে, সম্ভবতঃ তাদের চেতনা ফিরে আসবে।

৩৭. আধুনিককালে কতক লোক এই আয়াত থেকে 'যমীন আল্লাহতা'আলার' এই অংশটুকু গ্রহণ করে। ও 'তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে উত্তরাধিকারী করেন' এই পরবর্তী অংশ ত্যাগ করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার দলীল পেশ করে যা মূলতঃ ঠিক নয়।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ

অতঃপর যখন | তাদের কাছে আসে | কল্যাণ | তারা বলে | আমাদের (অধিকার) | এটা | এবং | যদি | তাদের পৌছে

سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَ مَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا

কোন অকল্যাণ | তারা মন্দভাগ্যের দোষ চাপায় | মূসার উপর | ও | যারা (ছিল) (তাদের উপর) | তার সাথে | জেনেরাখ | প্রকৃতপক্ষে

طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۱﴾ وَ

তাদের মন্দভাগ্য | নিয়ন্ত্রণে | আল্লাহরই | কিন্তু | তাদের অধিকাংশই | না | জানে | এবং

قَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا

তারা বলে | যা কিছুই | আমাদের কাছে আনবে তুমি | সে সম্বন্ধে | অর্থাৎ | কোন নিদর্শন | আমাদের যাদুকরার জন্যে | তাদিয়ে | তবুও না

نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳۲﴾ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَ

আমরা | তোমার উপর | ঈমান আনব | আমরা অতঃপর প্রেরণ করি | তাদের উপর | প্লাবণ | ও

الْجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ وَ الدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ

পঙ্গপাল | ও | উকুন | ও | ব্যাং | ও | রক্ত | নিদর্শন রূপে | (পৃথক পৃথক ভাবেও) স্পষ্ট

فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿۱۳۳﴾

তারা তবুও অহংকার করল | এবং | তারাছিল | সম্প্রাদায় | অপরাধী

১৩১. কিন্তু তাদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন ভাল সময় আসত তখন বলতঃ এরূপ হওয়াই আমাদের অধিকার। আর যখন অসময় দেখা দিত তখন মূসা এবং তার সংগী-সাথীদেরকে নিজেদের মন্দ-ভাগ্যের কারণরূপে গণ্য করত। অথচ প্রকৃত পক্ষে তাদের মন্দ-ভাগ্যের কারণ তো আল্লাহর নিকটেই নিহিত ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল জ্ঞানশূণ্য । ১৩২. তারা মূসাকে বললঃ "তুমি আমাদেরকে যাদু প্রভাবিত করার জন্য যত নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা তোমার কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নই।" ১৩৩. শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের উপর তুফান পাঠালাম, পঙ্গপাল ছেড়ে দিলাম, উকুন ছড়িয়ে দিলাম, ব্যাং-এর উপদ্রব্য বাড়িয়ে দিলাম আর রক্ত বর্ষণ করালাম। এই নিদর্শনসমূহ আলাদা আলাদা ও স্পষ্ট করে দেখালাম; কিন্তু তারা অহংকারে মেতে রইল। বস্তুতই তারা বড় অপরাধ প্রবণ লোক ছিল।

وَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيۡهِمُ الرِّجۡزُ قَالُوۡا يٰمُوۡسَى ادۡعُ لَنَا رَبَّكَ

এবং যখন | আপতিত হতো | তাদের উপর | কোন শাস্তি | তারা বলত | হে | মূসা | তুমি দোয়াকর | আমাদের জন্যে | তোমার রবের কাছে

بِمَا عَهِدَ عِنۡدَكَ ۚ لَئِنۡ كَشَفۡتَ عَنَّا الرِّجۡزَ لَنُؤۡمِنَنَّ

ঐ বিষয়ে যা | অঙ্গীকার করেছে | তোমার কাছে (তোমার রব) | অবশ্যই যদি | তুমি সরিয়ে দাও | আমাদের হতে | শাস্তি | আমরা অবশ্যই ঈমান আনব

لَكَ وَ لَنُرۡسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ ﴿۱۳۴﴾ فَلَمَّا كَشَفۡنَا

তোমার উপর | এবং | আমরা অবশ্যই প্রেরণ করব | তোমার সাথে | বনী | ইসরাঈলকে | অতঃপর যখন | আমরা সরিয়ে দিলাম

عَنۡهُمُ الرِّجۡزَ اِلٰۤى اَجَلٍ هُمۡ بٰلِغُوۡهُ اِذَا هُمۡ يَنۡكُثُوۡنَ ﴿۱۳۵﴾

তাদের থেকে | শাস্তি | পর্যন্ত | একটি নির্দিষ্ট সময় | তারা | যাতে পৌছানো নির্ধারিত ছিল | তখন | তারা | অঙ্গীকার ভঙ্গকরে

فَانۡتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ فَاَغۡرَقۡنٰهُمۡ فِى الۡيَمِّ بِاَنَّهُمۡ كَذَّبُوۡا

আমরা অতঃপর প্রতিশোধ নিলাম | তাদের থেকে | তাদেরকে আমরা অতঃপর ডুবিয়ে দিলাম | মধ্যে | সমুদ্রের | কারণ তারা নিশ্চয়ই | তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল

بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوۡا عَنۡهَا غٰفِلِيۡنَ ﴿۱۳۶﴾ وَ اَوۡرَثۡنَا

আমাদের নিদর্শন গুলোকে | এবং | তারাছিল | তাহতে | বে-পরোয়া | এবং | আমরাউত্তরাধিকারী বানালাম

الۡقَوۡمَ الَّذِيۡنَ كَانُوۡا يُسۡتَضۡعَفُوۡنَ

(সেই) লোকদের | যাদের | দূর্বলকরে রাখা হয়েছিল

১৩৪. যখনই তাদের উপর কোন বালা-মুসীবৎ নাযিল হত তখন তারা বলতঃ "হে মূসা, তোমাকে তোমার রবের পক্ষ হতে যে অঙ্গীকার বা পদ-মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তার বদৌলতে তুমি আমাদের জন্য দোয়া কর। এইবার যদি তুমি আমাদের উপর হতে এ বিপদ দূরকরে দিতে পার তা হলে আমরা তোমার কথা মেনে নিব এবং বনী-ইসরাঈলদেরকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দিব।" ১৩৫. কিন্তু আমরা যখন তাদের উপর হতে আযাব একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত- যে পর্যন্ত তারা অবশ্যই পৌছাত- সরিয়ে নিতাম, তখন সহসাই তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করত। ১৩৬. তখন আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম। কেননা, তারা আমাদের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছিল এবং সে ব্যাপারে তারা একেবারেই বে-পরোয়া হয়ে গিয়েছিল। ১৩৭.আর তাদের স্থলে আমরা দূর্বল বানিয়ে রাখা লোকেদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম।

مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَ

পূর্ব দিক সমূহে (সেই) ভূখণ্ডের ও তার পশ্চিম দিকেসমূহে যা(এমন ভূখন্ড) আমরা বরকত দান করেছি তার মধ্যে এবং

تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا

পূর্ণহল (ওয়াদাদার) কথাগুলোর তোমার রবের কল্যাণময় (ওয়াদা) উপর বনী ইসরাঈলের এ কারণে যা

صَبَرُوْا ؕ وَ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهٗ

তারা সবর করেছিল এবং আমরা ধ্বংস করলাম (তা সবই) যা বানাতেছিল (শিল্প) ফিরাউন ও তার জাতি

وَ مَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿۱۳۷﴾ وَ جٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

এবং (তাসব) যা তারা উচ্চ করতেছিল (প্রাসাদ) আর আমরা পার করালাম বনী ইসরাঈলকে

الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ

সমুদ্র অতঃপর তারা আসল কাছে এক জাতির তারা ইবাদতে লেগে ছিল উপর প্রতিমাদের তাদের (নিমিত্ত)

قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ

তারা বলল হে মূসা বানাও আমাদের জন্যে একটি দেবতা যেমন তাদের জন্যে (রয়েছে) দেবতা সমূহ (মূসা) বলল

اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

তোমরা নিশ্চয়ই (এমন) লোক (যারা) মূর্খতা করছো

সেই অঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিম, যা আমরা বরকতে কানায় কানায় ভরে দিলাম[৩৮]। এভাবে বনী-ইসরাঈলের ভাগ্যে তোমার রবের কল্যাণময় ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গেল। কেননা, তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফিরাউন ও তার লোকজনের সে সবকিছুই আমরা বরবাদ করে দিলাম যা তারা বানাচ্ছিল এবং উচ্চ করছিল। ১৩৮. বনী-ইসরাঈলকে আমরা সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। তারা চলতে চলতে পথে এমন একটি জাতির নিকট এসে পৌছিল যারা নিজেদের নির্মিত মূর্তির পূজায় নিয়োজিত ছিল। বলতে লাগলঃ "হে মূসা, আমাদের জন্যও এমন মা'বুদ বানিয়ে দাও যেমন এদের মা'বুদ রয়েছে"[৩৯]। মূসা বললঃ "তোমরা বড় মূর্খ লোকদের মত কথাবার্তা বলছ।"

৩৮. অর্থাৎ বনী-ইসরাঈলকে প্যালেস্টাইন ভূখন্ডের উত্তরাধিকারী করা হলো। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার ভূভাগের জন্যই এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে যে আমি এই ভূখন্ডের মধ্যে বরকত দান করেছি। ৩৯. এ জাতি যদিও মুসলিম ছিল, কিন্তু মিশরে কয়েক শতাব্দী যাবত এক পৌত্তলিক জাতির মধ্যে বাস করার প্রভাব ছিল এটা।

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَ بَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

নিশ্চয়ই এসব (লোক) বিধ্বস্ত হবে যাতে তারা লিপ্ত আছে এবং ভ্রান্ত যা তারা কাজ করে আসছে

قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَّ هُوَ فَضَّلَكُمْ

(মূসা) বলল কি ব্যতীত আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আমি খুঁজব (অন্য) ইলাহ অথচ তিনিই তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন

عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَ إِذْ أَنجَيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ

উপর বিশ্বজগতের এবং (স্মরণকর) যখন আমরা তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম হতে লোকজন ফিরাউনের

يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ

তোমাদেরকে যন্ত্রনা দিত নিকৃষ্ট আযাবে তারা হত্যাকরত তোমাদের পুত্রদেরকে ও তারা জীবিত রাখত

نِسَآءَكُمْ ۚ وَ فِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

তোমাদের নারীদেরকে ও (ছিল) মধ্যে এর পরীক্ষা পক্ষহতে তোমাদের রবের বড়

وَ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيْلَةً وَّ أَتْمَمْنَٰهَا بِعَشْرٍ

এবং আমরা নির্ধারিতকরে ডেকে পাঠিয়েছিলাম মূসাকে ত্রিশ রাতের (জন্যে) ও তা আমরা (বাড়িয়ে) পূর্ণকরি (আরও) দশদিয়ে

فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ

অতঃপর পূর্ণহল নির্ধারিত সময় তার রবের (অর্থাৎ) চল্লিশ রাত

১৩৯. এই লোকেরা যে নীতি অনুসরণ করে চলে তা তো বরবাদ হয়ে যাবে, আর যে আমল তারা করছে তা পুরাপুরি বাতিল।" ১৪০. তার পর মূসা বললঃ "আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমাদের জন্য আর একজন মাবুদ তালাশ করব? অথচ তিনি আল্লাহই যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার জাতিগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ১৪১. এবং (আল্লাহ বলেন) সেই সময়ের কথা স্মরণ কর যখন আমরা ফিরাউনের লোকজন হতে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম। তাদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা তোমাদের কঠিন আযাবে নিমজ্জিত করে রাখত, তোমাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়ে লোকদেরকে জীবিত থাকতে দিত। আর এতে তোমাদের রবের নিকট তোমাদের বড় পরীক্ষা নিহিত ছিল"। রুকু-১৭ ১৪২. আমরা মূসাকে ত্রিশ রাত (ও দিন-এর জন্য সীন পর্বতের উপর) ডাকলাম। পরে আরো দশ বাড়িয়ে দিলাম। এ ভাবে তার রবের নির্ধারিত মীয়াদ চল্লিশ রাত (ও দিন) পূর্ণ হয়ে গেল।

وَ قَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَ

ও বলল মূসা তার ভাইকে (অর্থাৎ) হারুনকে আমার প্রতিনিধিত্বকর মধ্যে আমার জাতির এবং

اَصْلِحْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝١٤٢ وَ لَمَّا جَآءَ

সংশোধন কর এবং না অনুসরণ করো পথ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের এবং যখন আসল

مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَ كَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ

মূসা আমাদের নির্ধারিত সময়ে ও তার সাথে কথা বললেন তার রব সে বলল হে আমার রব আমাকে দর্শন দাও

اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ

(যেন) আমি দেখি তোমার প্রতি (আল্লাহ) বললেন কক্ষণ না তুমি আমাকে দেখতে পারবে কিন্তু তুমি লক্ষ্যকর দিকে পাহাড়টির

فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى

অতঃপর যদি স্থির থাকে তার জায়গায় (পাহাড়) তবে শীঘ্রই আমাকে তুমি দেখতে পারবে অতঃপর যখন জ্যোতি প্রকাশ করলেন

رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ

তার রব পাহাড়টিতে তা করেদিলেন চূর্ণ বিচূর্ণ এবং পড়ে গেল মূসা অজ্ঞান হয়ে অতঃপর যখন

اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٤٣

চেতনা পেল সে বলল তোমার সত্ত্বা পবিত্র আমি তওবা করছি তোমার কাছে এবং আমি (হচ্ছি) প্রথম ঈমানদারদের

রওনা হবার সময় সে তার ভাই হারুণকে বললঃ "আমার অনুপস্থিতির সময় তুমি আমার লোকজনের উপর আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, ভাল ভাবে কাজ করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের রীতি-নীতি অনুসারে কাজ করবেনা।" ১৪৩. সে যখন আমার নির্দিষ্ট সময়ে এসে পৌঁছিল এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন, তখন সে নিবেদন করলঃ "হে আমার রব, আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।" বললেনঃ "তুমি আমাকে দেখতে পার না। তবে হ্যাঁ সামনের এই পাহাড়টির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, যদি তা নিজ স্থানে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তা হলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।" অতঃপর তার রব পাহাড়ের ওপর আলোকসম্পাৎ করলেন এবং তাকে চূর্ণ -বিচূর্ণ করে দিলেন। আর মূসা চেতনা হারিয়ে পড়ে গেল। যখন হুঁশ হল তখন বললঃ "পবিত্র তোমার সত্তা। আমি তোমার দরবারে তওবা করছি, আর সর্বপ্রথম আমিই ঈমান আনছি।

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ

(আল্লাহ) বললেন হে মূসা নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমি বেছে নিয়েছি উপর লোকেদের আমার রিসালতের জন্যে ও

بِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۴﴾ وَ

আমার বাক্যালাপের জন্যে অতএব গ্রহণ কর যা তোমাকে আমি দিয়েছি এবং হও অন্তর্ভুক্ত শোকর কারীদের এবং

كَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّ

আমরা লিখেছি তার জন্যে মধ্যে ফলকগুলোর প্রত্যেক জিনিসের উপদেশ ও

تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّ اْمُرْ قَوْمَكَ

বিস্তারিত (হেদায়েত) জন্যে সব কিছুর তা অতএব ধারণ কর দৃঢ়ভাবে এবং নির্দেশ দাও তোমার জাতিকে

يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۱۴۵﴾ سَاَصْرِفُ

তারা গ্রহণ করবে তার উত্তম (তাৎপর্য)সহ তোমাদেরকেশীঘ্রই আমি দেখাব বাসস্থান সত্য - ত্যাগীদের ফিরিয়ে দেব আমি (দৃষ্টি)

عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَ

হতে আমার নিদর্শনগুলো যারা অহংকার করে যমীনে অন্যায়ভাবে এবং

اِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ

যদি তারা দেখেও প্রত্যেক নিদর্শন না তার উপর তারা ঈমান আনবে এবং যদি তারা দেখেও পথ

الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ

সঠিক না তা তারা গ্রহণ করবে পথ হিসেবে

---

১৪৪. বললেনঃ "হে মূসা আমি সব লোকের মধ্য হতে তোমাকে বাছাই করে নিয়েছি আমার নবুয়্যৎ দেওয়ার জন্য এবং আমার সাথে কথা বলার জন্য। অতএব আমি তোমাকে যা কিছু দিই তা গ্রহণ কর এবং শোকর আদায় কর।" ১৪৫. অতঃপর আমরা মূসাকে জীবনের সকল বিভাগ সম্পর্কে উপদেশ ও সর্ববিষয়ে সুস্পষ্ট হেদায়াত তখতির উপর লিখে দিলাম এবং তাকে বললামঃ "এই হেদায়াত-সমূহকে মজবুত হাতে শক্ত করে ধর এবং তোমার লোকজনকে আদেশ কর, এর উত্তম তাৎপর্য মেনে চলবে। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে ফাসেকদের ঘর দেখাব। ১৪৬. আমি সেই লোকদের দৃষ্টি আমার নিদর্শনসমূহ হতে ফিরিয়ে দেব যারা কোন্ অধিকার ব্যতীতই যমীনের বুকে বড়-মানুষী করে বেড়ায়। তারা যে নিদর্শনই দেখুক না কেন, তার প্রতি কখনই ঈমান আনবে না। সঠিক-সরল পথ তাদের সামনে আসলেও তারা তা গ্রহণ করবে না।

وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

কিন্তু যদি তারা দেখে পথ ভ্রান্ত তা তারা গ্রহণ করবে পথ হিসেবে এটা এজন্যে যে তারা

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

প্রত্যাখ্যান করেছে আমাদের নিদর্শনগুলোকে এবং তারাছিল সে সব হতে উদাসীন এবং যারা অস্বীকার করেছে

بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ

আমাদের নিদর্শনগুলোকে ও সাক্ষাত আখেরাতের নষ্ট হয়েছে তাদের আমলগুলো কি তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে

اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ

এছাড়া যা তারা কাজকরে আসছে এবং বানাল জাতি মূসার তার পরে

مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۚ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا

দ্বারা তাদের অলংকারগুলো বাছুর অবয়ব (সম্পন্ন) তার ছিল হাম্বারব তারা দেখে নাই কি যে তা না

يُكَلِّمُهُمْ وَ لَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

তাদের সাথে কথা বলে এবং না তাদের পরিচালনা করে (সঠিক) পথে তা তারা গ্রহণ করল (উপাস্য-রূপে) এবং তারা ছিল যালিম

বাঁকা পথ দেখা দিলে তাকেই পথরূপে গ্রহণ করে চলবে। কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে এবং তাকে কিছুমাত্র পরোয়া করেনি। ১৪৭. বস্তুতঃ আমাদের নিদর্শনসমূহকে যে কেউ মিথ্যা মনে করবে এবং পরকালে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোকে অস্বীকার করবে, তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে গেল। লোকেরা এ ছাড়া আর কি প্রতিফল পেতে পারে যে, যেমন করবে, তেমনি ফলই পাবে। **রুকু-১৮** ১৪৮. মূসার চলে যাওয়ার পর তার জাতির লোকেরা নিজেদের অলংকারের দ্বারা একটি বাছুরের পুতুল তৈরী করল। তা হতে গরুর মত আওয়াজ বের হত। তারা কি দেখত না যে তা না তাদের সাথে কথা বলে, আর না কোন ব্যাপারে তাদের পথের সন্ধান দিতে পারে? কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাকেই মাবুদ বানিয়ে নেয়। আর তারা ছিল বড় যালেম[৪০]।

---

৪০. মিশরীয় প্রভাবের এটা ছিল দ্বিতীয় নিদর্শন, যা সংগে নিয়ে বনী-ইসরাঈল মিশর থেকে বের হয়েছিল। মিশরে গো-পূজা করা ও গোজাতির পবিত্রতা ও মহাত্মের যে রেওয়াজ বর্তমান ছিল তা দিয়ে বনী-ইসরাঈল এত গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যে নবী পিছন ফিরতেই তারা উপাসনার জন্য একটি কৃত্রিম গো-বৎস বানিয়ে ফেললো।

وَ لَمَّا سُقِطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ وَ رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا

এবং যখন তাদের ভুল ভাঙ্গল ও তারা দেখল যে নিশ্চয়ই তারা গোমরাহ হয়েগিয়েছিল তারা বলল

لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ

যদি অবশ্যাই না আমাদের উপর অনুগ্রহ করেন আমাদের রব ও আমাদের মাফ (না) করেন আমরা অবশ্যই হব অন্তর্ভুক্ত

الْخٰسِرِيْنَ ﴿۱۴۹﴾ وَ لَمَّا رَجَعَ مُوْسٰۤى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ

ক্ষতিগ্রস্তদের এবং যখন প্রত্যাবর্তন করল মূসা নিকট তার জাতির রাগান্বিত হয়ে

اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ

দুঃখিত অবস্থায় সে বলল কত নিকৃষ্টই আমার তোমরা প্রতিনিধিত্ব করেছ আমরা পরে তোমরা তাড়াহুড়া করেছ কি

اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَ اَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَ اَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ

আদেশের তোমাদের রবের এবং ফেলে দিল ফলকগুলো এবং ধরল মাথার (চুল) তার ভাই-এর

يَجُرُّهٗۤ اِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ

তাকে টানল তার দিকে (তখন) সে বলল মায়ের ছেলে (অর্থাৎ হে ভাই) নিশ্চয়ই এ জাতি আমাকে পরাভূত করেছিল

وَ كَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۫ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ

ও উপক্রম হয়েছিল আমাকে তারা হত্যা করবে অতএব না হাসতে দিও আমার উপর শত্রুদেরকে

وَ لَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۵۰﴾

এবং না আমাকে গণ্য করো অন্তর্ভুক্ত লোকদের যালিম

---

১৪৯. তার পর যখন তাদের ধোঁকার গোলকধাঁধা ভাঙ্গল এবং তারা দেখতে পেল যে প্রকৃতপক্ষে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন বলতে লাগল- আমাদের রব যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন এবং আমাদেরকে মাফ না করেন তা হলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।" ১৫০.ওদিকে মূসা ক্রোধ ও দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে নিজের লোকজনের নিকট ফিরে আসল। এসেই সে বললঃ আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা খুব খারাবভাবে আমার প্রতিনিধিত্ব করেছ! তোমরা কি এতটুকুও ধৈর্য ধারণ করতে পারলে না যে- তোমাদের রবের ফরমান পাওয়ার অপেক্ষা করতে?" অতএব সে তখতিসমূহ ফেলে দিল ও নিজের ভাই (হারুন)-এর মাথার চুল ধরে তাকে নিজের দিকে টানল। হারুণ বললঃ "হে আমার মায়ের পেটের ভাই, এই লোকগুলি আমাকে পরাভূত করে নিয়েছিল, আর আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। অতএব তুমি শত্রুদেরকে আমার উপর হাস্যরস করার সুযোগ দিওনা এবং এই যালেম লোকদের মধ্যে আমাকে গণ্য করো না।

১৫১. তখন মূসা বলল "হে আমার রব, আমাকে ও আমার ভাইকে মাফ কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর- তুমিই সবচেয়ে বড় দয়াবান। রুকু-১৯ ১৫২. (জবাবে বলা হল)ঃ "যে লোকেরা গো-বৎসকে মা'বুদ বানিয়েছে তারা অবশ্যই নিজেদের রবের রোষে পড়বেই- আর দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হবে। মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমরা এই রকম শাস্তিই দিয়ে থাকি। ১৫৩. আর যারা খারাব কাজ করে তার পর তওবা করে ও ঈমান আনে- নিশ্চিতই এই তওবা ও ঈমানের পরে তোমার রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" ১৫৪. পরে যখন মূসার ক্রোধ ঠান্ডা হল তখন সে সেই ফলকগুলো উঠিয়ে নিল যাতে হেদায়াত ও রহমত লিখত ছিল সেই লোকদের জন্য যারা তাদের রবকে ভয় করে।

وَ اخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ

এবং বেছেনিল মূসা তার জাতির সত্তর (জন) লোককে আমাদের নির্ধারিত স্থানে অতঃপর যখন

اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ

তাদের ধরল ভূমিকম্পে সে বলল হে আমার রব যদি আপনি চাইতেন তাদের ধ্বংস করতে পারতেন

مِّنْ قَبْلُ وَ اِيَّايَ ؕ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ

এর পূর্বেই এবং আমাকেও আমাদের ধ্বংস করবেন কি এ কারণে যা করেছে নির্বোধরা

مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ؕ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ

আমাদের মধ্যকার না তা (ছিল) এছাড়া যে আপনার পরীক্ষা পথভ্রষ্ট করেন তা দ্বারা যাকে ইচ্ছেকরেন আপনি

وَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا

ও পথ দেখান যাকে ইচ্ছেকরেন আপনিই আমাদের অভিভাবক অতএব মাফকরুন আমাদেরকে ও আমাদেরকে অনুগ্রহ করুন

وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾ وَ اكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا

এবং আপনিই শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারীদের এবং লিখে দিন আমাদের জন্যে মধ্যে এই দুনিয়ার

حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ؕ

কল্যাণ ও মধ্যে আখেরাতে (কল্যাণ) নিশ্চয়ই আমরা আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম আপনার দিক

১৫৫. অতঃপর সে নিজ জাতির লোকদের মধ্য হতে সত্তর জন লোক বাছাই করে নিল- যেন তারা (তার সংগে) আমাদের নির্ধারিত স্থান উপস্থিত হয়[৪১]। যখন এই লোকগুলিকে একটি কঠিন ভূকম্পন পেয়ে বসল- তখন মূসা বললঃ"হে আমার রব, আপনি ইচ্ছা করলে পূর্বেই এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন! আপনি কি সেই অপরাধের দরুন যা আমাদের মধ্যে কয়েকজন নির্বোধ লোক করেছে, আমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিবেন? এ তো আপনারই পেশ করা একটি পরীক্ষা ছিল যা দিয়ে আপনি যাকে চান গোমরাহীতে লিপ্ত করে দেন, আর যাকে চান হেদায়াত দান করেন। আমাদের পৃষ্ঠপোষক তো আপনিই । অতএব আমাদেরকে মাফ করে দিন এবং আমাদের উপর রহম করুন। আপনিই সবচেয়ে বেশী ক্ষমাশীল। ১৫৬. অতএব আমাদের জন্য এই দুনিয়ার কল্যাণও লিখে দিন আর পরকালেরও। আমরা আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছি।

৪১. এই ডাক এইজন্যে যে, জাতির প্রতিনিধি বৃন্দ সিনাই পর্বতে হাযির হয়ে আল্লাহতা'আলার কাছে জাতির পক্ষ থেকে গোবৎস পূজার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে পুনরায় নতুন ভাবে আল্লাহতা'আলার পূর্ণ আনুগত্যের শপথ করবে।

قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنْ أَشَآءُ ۖ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ

(আল্লাহ) বললেন | আমার শাস্তি | তা প্রদান করি আমি | যাকে | ইচ্ছেকরি আমি | ও | আমার রহমত | পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে

كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ

সব | জিনিসকেই | তা আমি লিখে দিব | (তাদের) জন্যে যারা | ভয়করে | ও | আদায় করে

الزَّكٰوةَ وَ الَّذِينَ هُم بِـَٔايٰتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

যাকাত | এবং | তাদেরকে | যারা | আমার নিদর্শন গুলোর উপর | বিশ্বাস করে | যারা | অনুসরণ করে

الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا

রসূলকে | নবীকে | নিরক্ষর | যার | তারা(উল্লেখ) পায় | তার | লিখিত অবস্থায়

عِندَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ

কাছে | তাদের | মধ্যে | তাওরাতের | ও | ইনজীলে | তাদের সে নির্দেশ দেয় | সৎ কাজের

وَ يَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ

ও | তাদের নিষেধ করে | হতে | অসৎ কাজ | ও | বৈধ করে | তাদের জন্যে | পাক-বস্তু গুলোকে | ও | নিষিদ্ধ করে

عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلٰلَ الَّتِي

তাদের উপর | অপবিত্র জিনিসগুলোকে | এবং | নামিয়ে দেয় | তাদের থেকে | তাদের বোঝা | ও | শৃংখল সমূহ | যা

كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ

ছিল | তাদের উপর

জবাবে বলা হলঃ "শাস্তি তো আমি যাকে ইচ্ছা দিই; কিন্তু আমার রহমত সকল জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। আর তা আমি সেই লোকদের জন্য লিখে দেব- যারা না-ফরমানী হতে দূরে থাকবে, যাকাত দান করবে এবং আমার আয়াত ও নিদর্শণসমূহের প্রতি ঈমান আনবে।"

১৫৭. (অতএব আজ এই রহমত তাদেরই প্রাপ্য)-যারা এই উম্মীনবী রসূলের অনুসরণ করবে[৪২]। -যার উল্লেখ তাদের নিকট রক্ষিত তওরাত ও ইনজীলে দেখতে পাবে। সে তাদেরকে নেক কাজের আদেশ করে, বদ কাজ হতে বিরত রাখে। তাদের জন্য পাক জিনিস সমূহ হালাল ও না-পাক জিনিসগুলোকে হারাম করে। আর তাদের উপর হতে সেই বোঝা সরিয়ে দেয় যা তাদের উপর চাপানো ছিল; এবং সেই বাঁধা ও বন্ধনসমূহ খুলে দেয় যাতে তারা বন্দী হয়েছিল[৪৩]।

৪২. এখানে ইয়াহুদী পরিভাষা অনুযায়ী 'উম্মী' শব্দ নবী করীমের (সঃ) প্রতি ব্যবহৃত হয়েছে। বনী ইসলাঈল নিজেদের ছাড়া অন্য সব জাতিকে উম্মী (গোয়েম বা জেন্টাইল) বলে অভিহিত করতো। এবং তাদের জাতীয় গর্ব ও অহংকার এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, কোন উম্মীর নেতৃত্ব মেনে নেওয়া তো দূরের

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا

অতএব যারা ঈমান আনে তার উপর ও তাকে সহযোগীতা করে ও তাকে তারা সাহায্য করে এবং অনুসরন করে

النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

আলোর যা নাযিল করা হয়েছে তার সাথে ঐসব লোক তারাই সফলকাম

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا الَّذِيْ

বল হে মানব মন্ডলী আমি নিশ্চয়ই রসূল আল্লাহর তোমাদের প্রতি সকলের জন্যে যিনি (এমন যে)

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ

তারই (রয়েছে) সার্বভৌমত্ব আসমান সমূহের ও যমীনের নাই (কোন) ইলাহ ছাড়া তিনি তিনি জীবিত করেন

وَ يُمِيْتُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ

ও মৃত্যু দেন অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর ও তার রসূলের উপর নবীর (উপর) নিরক্ষর যে

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۸﴾

ঈমান আনে আল্লাহর উপর ও তাঁর বাণী সমূহের(উপর) এবং তাকেই তোমরা অনুসরণ কর তোমরা সম্ভবতঃ সঠিক পথ পাবে

অতএব যেসব লোক তার প্রতি ঈমান আনবে, তার সাহায্য ও সহযোগিতা করবে এবং সেই আলোর অনুসরণ করবে যা তার সংগে নাযিল করা হয়েছে- তারাই কল্যাণ লাভ করবে। রুকু-২০ ১৫৮. হে মুহাম্মদ বলঃ "হে মানুষ, আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত নবী- যিনি যমীন ও আসমানের বাদশাহীর একচ্ছত্র মালিক। তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু তিনিই দেন। অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর উপর এবং তাঁর প্রেরিত উম্মীনবীর উপর যে নিজে আল্লাহ এবং তার সকল বাণীকে মেনে চলে। তাঁর আনুগত্য কর, আশা করা যায় যে তোমরা সরল-সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারবে।

কথা, কোন উম্মীর জন্য তারা মানবিক অধিকারও স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। কুরআন মজীদে তাদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, "উম্মীদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ ও অপহরণ করলে তার জন্য আমাদের কোন পাকড়াও হবে না।" (আলে-ইমরান, আয়াতঃ ৭৫) এখন আল্লাহতা'আলা তাদেরই পরিভাষা ব্যবহার করে এরশাদ করছেন - এখন এই উম্মীর সাথেই তোমাদের ভাগ্য গাথা হয়ে গেছে। এরই আনুগত্য -অনুসরণ কর তো তোমাদের ভাগ্যে আমার রহমত প্রাপ্তি ঘটবে, নচেৎ সেই গযবই তোমদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে যার ঘোষনায় তোমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী আবদ্ধ হয়ে রয়েছো।
৪৩. অর্থাৎ তাদের ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ আইনত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিতর্ক দ্বারা তাদের সন্ন্যসীগণ নিজেদের বৈরাগ্যের আতিশয্য দ্বারা এবং তাদের অজ্ঞ জনসাধারণ নিজেদের কুসংস্কার ও মনগড়া সীমা ও নিয়মনীতি দ্বারা তাদের জীবনকে যেসব বোঝায় ভারাক্রান্ত ও যেসব জটিল বন্ধন দ্বারা আষ্টে-পৃষ্টে বন্ধ করে রেখেছে, এ নবী সে সমস্ত গুরুভার নামিয়ে দেবে ও সে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে জীবন-ধারনকে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ করে দেবে।

وَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ
এবং মধ্যহতে জাতির মূসার একদল (এমনও ছিল) (যারা) পথ দেখায়ও সত্যের এবং তা দিয়ে

يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٩﴾ وَ قَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَ
তারা ন্যায় বিচার করত এবং তাদেরকে আমরা বিভক্ত করেছিলাম বার গোত্র দলে এবং

اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ
আমরা ওহী করলাম প্রতি মূসার যখন তার কাছে পানি চাইল তার জাতি যে আঘাত কর

بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ
তোমার লাঠি দিয়ে পাথরকে ফলে উৎসারিত হল তা থেকে বারটি ঝর্ণা

قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ
নিশ্চয়ই চিনেনিল প্রত্যেক (গোত্রের) মানুষ তাদের পানস্থান এবং আমরা ছায়া করলাম তাদের উপর মেঘমালার

وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
এবং আমরা নাযিল করলাম তাদের উপর 'মান্না' ও "সালওয়া" (এবং বললাম) তোমরা খাও থেকে পবিত্র বস্তুগুলো

مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَ مَا ظَلَمُوْنَا وَ لٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
যা তোমাদের আমরা রিজিক দিয়েছি এবং না আমরা তাদের উপর যুলম করি কিন্তু তারা ছিল তাদের নিজেদের উপর

يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾
যুলুম করত

১৫৯. মূসার জাতির মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিল, যারা সত্য-বিধান মুতাবিক হেদায়াত করত এবং সত্য বিধান অনুযায়ীই ইনসাফ করত। ১৬০. আর আমরা এই জাতিকে বারোটি পরিবারে ভাগ করে তাদেরকে স্বতন্ত্র দলে পরিণত করে দিয়েছিলাম। মূসার জাতির লোকেরা যখন মূসার নিকট পানি চাইল তখন আমরা তাকে ইশারা করলাম যে, অমুক শৈলের (প্রস্তরময় ভূমির) উপর তোমার লাঠি দিয়ে আঘাত কর। সুতরাং অচিরেই সেই শৈলের (প্রস্তরময় ভূমির) বুক হতে বারোটি ঝর্ণাধারা উৎসারিত হল এবং প্রত্যেকটি দল পানি নেয়ার জন্য জায়গা ঠিক করে নিল। আমরা তাদের উপর মেঘের ছায়া বিস্তার করে দিয়েছিলাম এবং তাদের জন্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করেছিলাম- খাও সেই পাক জিনিসসমূহ যা আমরা তোমাদের দান করেছি। কিন্তু এরপর তারা যা কিছু করেছে, তার দরুন আমরা তাদের উপর যুলুম করিনি বরং তাদের নিজেদের উপরই তারা যুলুম করেছিল।

وَ اِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَ كُلُوْا مِنْهَا

এবং যখন বলা হয়েছিল তাদেরকে তোমরা বাস কর এই জনপদে এবং তোমরা খাও তাহতে

حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ

যেখান (থেকে) তোমরা চাও ও তোমরা বল হিত্তাতুন (ক্ষমাচাই) এবং তোমরা প্রবেশ কর দরজায় নতশিরে আমরা মাফ করব

لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۶۱﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

তোমাদের জন্যে তোমাদের গুনাহসমূহকে আমরা শীঘ্রই বৃদ্ধি করব (অনুগ্রহ) সৎকর্মশীদের (জন্যে) অতঃপর বদলে দিল যারা যুলুম করেছিল

مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

তাদের মধ্যহতে কথাকে অন্য কিছুতে যা বলা হয়েছিল তাদেরকে আমরা ফলে পাঠিয়েছি তাদের উপর

رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۶۲﴾ وَ سْـَٔلْهُمْ

শাস্তি হতে আসমান একারণে যা তারা যুলুম করতেছিল এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস কর

عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ

সম্বন্ধে জনপদ যা ছিল অবস্থিত সমুদ্র(তীরে) যখন তারা সীমা লংঘন করত

فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا

ব্যাপারে শনিবারে (নির্দেশের) যখন তাদের কাছে আসতো তাদের মাছগুলো দিনে তাদের শনিবারের প্রকাশ্যে উপরিভাগে

وَّ يَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۛ كَذٰلِكَ ۛ

এবং (অন্য) দিনে (যখন) না সপ্তাহিক ইবাদত করত না তাদের কাছে আসত (মাছ) এভাবে

১৬১. সেই সময়ের কথা স্মরণ কর যখন তাদের বলা হয়েছিল যে, "এই জনপদে গিয়ে বসবাস করতে থাক, সেখানকার উৎপাদন হতে নিজেদের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে রুযি হাসিল কর। 'হিত্তাতুন' 'হিত্তাতুন' বলতে থাক ও নগরের দ্বার পথে সিজদায় অবনত হয়ে প্রবেশ কর। আমরা তোমাদের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেব এবং নেক-আচরণ-সম্পন্ন লোকদেরকে অতিরিক্ত অনুগ্রহ দানে ভূষিত করব। ১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালেম ছিল, তারা তাদেরকে বলা কথাকে বদলে ফেলল। তার ফল হল এই যে, আমরা তাদের যুলুমের প্রতিশোধ হিসেবে তাদের উপর আসমান হতে আযাব পাঠিয়েছি। **রুকু-২১** ১৬৩. আর তাদের নিকট সেই জনপদের অবস্থাটাও জিজ্ঞাসা কর যা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল[৪৪]। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও সেই ঘটনা যে, সেখানকার লোকেরা শনিবারের দিন আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বরখেলাফ কাজ করত, ওদিকে মাছ শনিবার দিনই উচ্চ হয়ে উপরিভাগে তাদের সামনে আসত, শনিবার দিন ছাড়া অন্য কোন দিনই আসত না। এরূপ হত এই কারণে যে,

৪৪. গবেষকদের প্রবল আনুকূল্য এই অভিমতের প্রতি যে—এই জায়গা হচ্ছেঃ ইলা, ইলাত বা ইলওয়াত যেখানে বর্তমান ইজরাইলের ইহুদী রাষ্ট্র ঐ নামেই একটি বন্দর নির্মান করেছে এবং জর্ডানের বিখ্যাত বন্দর 'আকাবা' যার নিকটে অবস্থিত ।

نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾ وَ اِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ

তাদের পরীক্ষা করি আমরা | একারণে যা | তারা নাফরমানী করতেছিল। | এবং | যখন | বলেছিল | একদল

مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ

তাদের মধ্যেহতে | কেন | তোমরা সদুপদেশদাও | (এমন) লোকদেরকে | আল্লাহ | যাদেরকে ধ্বংস করবেন | অথবা | তাদের শাস্তিদিবেন

عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ

শাস্তি | কঠোর | তারা বলেছিল | ওজরপেশ (করার জন্যে) | কাছে | তোমাদের রবের | ও | তারা যাতে

يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖۤ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ

সংযত হয় | অতঃপর যখন | তারা ভুলে গেল | যা | তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল | সে সম্বন্ধে | আমরা উদ্ধার করলাম | (তাদেরকে) যারা

يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَ اَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ

বিরত হয়েছিল | হতে | মন্দ | ও | আমরা ধরলাম (তাদেরকে) | যারা | যুলুম করেছিল | শাস্তি দিয়ে

بَئِيْسٍۭ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا

ভয়ানক | একারণে যা | তারা নাফরমানী করতেছিল | অতঃপর যখন | ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল | (তা) হতে | যা

نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ﴿١٦٦﴾

নিষেধ করা হয়েছিল | তা থেকে | আমরা বললাম | তাদেরকে | তোমরা হও | বানর | লাঞ্ছিত-অপমানিত

আমরা তাদের না-ফরমানীর কারণে তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। ১৬৪. তাদেরকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দাও যে, যখন তাদের একটি দল অপর দলকে বলেছিলঃ "তোমরা এমন লোকদের কেন নসীহত কর যাদেরকে আল্লাহই ধ্বংস করবেন কিংবা কঠিন শাস্তি দিবেন?" তারা জবাব দিলঃ "আমরা এ সব তোমাদের রবের দরবারে নিজেদের ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে করছি, এই আশায় করছি যে, হয়ত বা এই লোকেরা তাঁর না-ফরমানী হতে ফিরে থাকবে।" ১৬৫. শেষ পর্যন্ত তারা যখন সেই হেদায়াত সম্পূর্ণ ভুলে গেল যা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল, তখন আমরা সেই লোকদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম যারা খারাব কাজ হতে বিরত থাকত; আর বাকী লোকগুলোকে- যারা যালেম ছিল- তাদেরই না-ফরমানীর কারণে কঠিন আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম। ১৬৬. পরে যখন তারা পূর্ণ ধৃষ্টতারসাথে নিষিদ্ধ কাজগুলি করতে থাকল, তখন আমরা বললাম যে, বানর হয়ে যাও [৪৫], লাঞ্ছিত-অপমানিত।

---

৪৫. এই বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই জনপদে তিন প্রকার লোক বর্তমান ছিল। প্রথম, যারা বে-ধড়ক আল্লাহর হুকুম অমান্য করছিল। দ্বিতীয়, যারা নিজেরা আল্লাহতা'আলার হুকুম অমান্য করছিল না কিন্তু এই অমান্য করাকে তারা নীরবে বসে দেখছিলো ও যারা উপদেশ দিতো তাদের বলতো- এই

(অপর পাতায়)

১৬৭. আরো স্মরণ কর— যখন তোমাদের রব ঘোষণা করে দিলেন যে, তিন কিয়ামত পর্যন্ত সব সময় বনী ইসরাঈলীদের উপর এমন সব লোককে প্রভাবশালী করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্টতম নির্যাতনে পীড়িত করবে। নিশ্চিতই তোমার রব শাস্তিদানে ক্ষিপ্রহস্ত এবং নিশ্চিতই তিনি ক্ষমা এবং দয়া-অনুগ্রহ করে থাকেন। ১৬৮. আমরা তাদেরকে দুনিয়ায় খন্ড খন্ড করে অসংখ্য জাতির মধ্যে বিভক্ত করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কিছু লোক সদাচারী ছিল, আর কিছু লোক তাহতে ভিন্নতর। আর আমরা তাদেরকে ভাল ও মন্দ অবস্থায় ফেলে পরীক্ষা করতে থাকি এই আশায় যে, হয়ত তারা ফিরে আসবে।

হতভাগাদের নসিহত করে লাভ কি? তৃতীয়, সেই সব লোক যাদের ঈমানী মর্যাদাবোধ আল্লাহর সীমাসমূহের এই প্রকাশ্য অমর্যাদাকে সহ্য করতে পারছিলো না এবং তারা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সৎ কাজের আদেশে ও অসৎ কাজের নিষেধে তৎপর ছিল যে- সম্ভবতঃ অপরাধী লোক তাদের উপদেশের ফলে সঠিক পথে আসতে পারে, বা যদি তারা সঠিক পথ অবলম্বন নাও করে, তবুও আমরা তো আমাদের সাধ্যমত নিজেদের দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর সামনে নিজেরদের দায়িত্ব-মুক্তির প্রমাণ পেশ করতে পারবে! এই অবস্থায় যখন ঐ জনপদের উপর আল্লাহর আযাব এলো- পবিত্র কুরআনের ঘোষণা অনুসারে এ তিন দলের মধ্যে মাত্র তৃতীয় দলকেই এই আযাব থেকে বাঁচানো হয়েছিল; কেননা এরাই আল্লাহর সামনে নিজেদের 'কৈফিয়ত' পেশ করার চিন্তা করেছিল এবং এরাই নিজেদের দায়িত্ব মুক্তির প্রমাণ সংগ্রহ করে রেখেছিল। অবশিষ্ট দুই দল অত্যাচারী হিসাবে গণ্য হয়েছিল । এবং তারা তাদের অপরাধ অনুসারে শাস্তি পেয়েছিল। অবশ্য মাত্র সেই সব লোককে বানরে পরিণত করা হয়েছিল যারা পূর্ণ হঠকারিতা ও বিদ্রোহের সংগে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে চলছিল।

১৬৯. কিন্তু তাদের পরে এমন সব অযোগ্য লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়, যারা আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়ে এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার স্বার্থাবলী সঞ্চয়ে লিপ্ত থাকে আর বলেঃ "আশা করা যায় যে, আমাদেরকে মাফ করে দেওয়া হবে।" সেই বৈষয়িক স্বার্থই আবার যদি তাদের সামনে এসে পড়ে, তা হলে অমনি টপ করে তা হস্তগত করে। তাদের নিকট হতে কিতাবের প্রতিশ্রুতি কি পূর্বে গ্রহণ করা হয় নাই যে, রবের নামে তারা কেবল সেই কথাই বলবে, যা সত্য? আর কিতাবে যাকিছু লেখা হয়েছে- তা তারা নিজেরাই পড়েছে। পরকালের বাসস্থান তো আল্লাহভীরু লোকদের জন্যই উত্তম[৪৬]। এতটুকু কথাও কি তোমরা বুঝতে পারনা? ১৭০. যারা কিতাব পালন করে চলে, আর যারা নামায কায়েম রেখেছে, এই ধরনের নেক চরিত্রের লোকদের কর্ম ফল আমরা নিশ্চয়ই নষ্ট করব না।

৪৬. এই আয়াতের দুই প্রকার অনুবাদ হতে পারে। প্রথম, এখানে মতনে যে অনুবাদ করা হয়েছে। দ্বিতীয়, আল্লাহভীরু লোকদের জন্য তো পরকালের বাসস্থানই উৎকৃষ্টতর।

১৭১. তাদের কি সেই সময়ের কথাও কিছুটা স্মরণ আছে, যখন আমরা পাহাড়কে তাদের উপর সামিয়ানার মত করে তুলে ধরেছিলাম। তারা তখন মনে করেছিল যে, তা তাদের উপর পড়ে যাবে, আর তখন আমরা তাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমাদেরকে আমরা যে কিতাব দান করছি, তাকে দৃঢ়তার সাথে ধরে রাখ, আর যা কিছু তাতে লেখা হয়েছে, তা স্মরণ রাখ। খুবই আশা করা যায় যে, তোমরা ভুল আচরণ হতে বেঁচে থাকতে পারবে। রুকু-২২ ১৭২. এবং হে নবী, লোকদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও সেই সময়ের কথা, যখন তোমাদের রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং স্বয়ং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- আমি কি তোমাদের রব নই?[৪৭] তারা বললঃ নিশ্চয়ই, আপনিই আমাদের রব, আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি। এ আমরা করলাম এই জন্য যে, তোমরা কিয়ামতের দিন যেন না বল যে, "আমরা তো এই কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।"

৪৭. কতিপয় হাদীস হতে জানা যায় আদমের (আঃ) সৃষ্টির সময় ব্যাপারটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে সময় যেরূপে ফেরেশতাদের একত্রিত করে প্রথম মানুষের প্রতি সেজদা করানো হয়েছিল, এবং পৃথিবীর উপর মানবজাতির খেলাফতের ঘোষণা করা হয়েছিল, সেইরূপ সমগ্র আদম-বংশকেও যারা কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভ করবে আল্লাহতা'আলা একই সময়ে অস্তিত্ব ও চেতনা দান করে নিজের সামনে হাযির করেছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে স্বীয় প্রভুত্বের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন।

اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا

অথবা তোমরা বলবে মূলতঃ শিরক করেছিল আমাদের পিতৃপুরুষরা (আমাদের) পূর্বে এবং আমরা ছিলাম

ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۱۷۳﴾

বংশধর তাদের পরে আমাদেরকে তবে কি আপনি ধ্বংস করবেন একারণে যা করেছে বাতিলপন্থীরা

وَ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۱۷۴﴾ وَ اتْلُ

এবং এভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করি আমরা নিদর্শনগুলোকে এবং তারা যাতে ফিরে আসে (হে নবী) এবং পাঠকর

عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ

তাদের নিকট বৃত্তান্ত (ঐ ব্যক্তির) যে তাকে আমরা দিয়েছিলাম আমাদের নিদর্শনগুলো সে কিন্তু এড়িয়ে যায় তা থেকে তার ফলে পিছনে লাগে

الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿۱۷۵﴾ وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ

শয়তান অতঃপর সে হয় অন্তর্ভূক্ত পথভ্রষ্টদের এবং যদি আমরা ইচ্ছে করতাম তাকে আমরা অবশ্যই মর্যাদা দিতাম

بِهَا وَ لٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ

তাদিয়ে সে কিন্তু ঝুকে পড়ল প্রতি দুনিয়ার এবং অনুসরণ করল তার প্রবৃত্তির

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ

অতএব তার দৃষ্টান্ত যেমন দৃষ্টান্ত কুকুরের

১৭৩. কিংবা যেন বলতে শুরু না কর যে, "শেরক তো আমাদের বাপ-দাদারাই আমাদের পূর্বে শুরু করেছিল, আমরা তো পরে তাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছি। এখন কি আপনি ভ্রান্ত ও বাতিল পন্থী লোকদের করা অপরাধের দরুন আমাদেরকে পাকড়াও করবেন?" ১৭৪. লক্ষ্য কর, এভাবে আমরা নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টরূপে পেশ করে থাকি[৪৮]। করি এই উদ্দেশ্যে যেন তারা ফিরে আসে। ১৭৫. আর হে মুহাম্মদ! এদের সামনে সেই ব্যক্তির অবস্থা বর্ননা কর যাকে আমরা আমাদের আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলাম; কিন্তু সে সেই আয়াতসমূহ পালন করার দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শয়তান তার পশ্চাতে ধাওয়া করে, আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। ১৭৬. আমরা চাইলে তাকে ঐ আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম কিন্তু সে তো যমীনের দিকেই ঝুকে পড়ে থাকে এবং স্বীয় নফসের খাহেশ পূরণেই নিমগ্ন হয়। ফলে তাদের অবস্থা কুকুরের মত হয়ে গেল;

৪৮. অর্থাৎ 'মারেফাত হক'-এর ('সত্য পরিচিতি'র) সেই নিদর্শনাবলী বা মানুষের নিজের সত্তার মধ্যে বিদ্যমান ও যা সত্যের দিকে মানুষকে পথ প্রদর্শন করে।

তুমি তার উপর বোঝা দিলেও সে জিহ্বা ঝুলিয়ে রাখে আর তাকে ছেড়ে দিলেও জিহ্বা ঝুলিয়ে রাখে ৪৯। আমাদের আয়াতসমূহকে যারা মিথ্যা মনে করে অমান্য করে তাদের দৃষ্টান্ত এই। তুমি এই কাহিনীসমূহ তাদেরকে শুনাতে থাক, সম্ভবতঃ এরা কিছু চিন্তা-ভাবনা করবে। ১৭৭. বড়ই খারাব দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই লোকদের যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করতে থাকে। ১৭৮. আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন কেবল সেই সত্যের পথ লাভ করে । আর আল্লাহ যাকে তার পথ প্রদর্শন হতে বঞ্চিত করেন, সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। ১৭৯. একথা একান্তই সত্য যে বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানুষ এমন আছে যাদেরকে আমরা জাহান্নামের জন্যই পয়দা করেছি।

৪৯. তফসীরকারগণ রসূলের যুগের ও তার পূর্ব কালের বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি এই দৃষ্টান্ত আরোপ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য কথা হচ্ছে- যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য এ দৃষ্টান্ত সে বিশেষ ব্যক্তিটির পরিচয় তো গুপ্তই আছে। অবশ্য এ দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হতে পারে যাদের মধ্যে এ বিশেষত্ব পাওয়া যায়। আল্লাহতা'আলা তাদের অবস্থাকে কুকুরের সাথে উপমা দেন যারা সর্বদা লটকাতে থাকা জিহবা ও টপকাতে থাকা লালা-রস তার সদা প্রজ্জ্বলমান লালসার আগুণ ও চির অতৃপ্ত বাসনার পরিচয় দান করে। এ দৃষ্টান্তের ভিত্তি অনুরূপঃ যেমন আমরা নিজেদের ভাষায় দুনিয়ার প্রতি লোভান্ধ ব্যক্তিকে দুনিয়ার কুত্তা বলে থাকি।

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ؗ وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا

তাদের রয়েছে | অন্তরসমূহ | (কিন্তু) না | তারা চিন্তা ভাবনা করে | তাদিয়ে | এবং | তাদের রয়েছে | চক্ষুসমূহ | (কিন্তু) না

يُبْصِرُوْنَ بِهَا ؗ وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ

তা দিয়ে তারা দেখে | এবং | তাদের রয়েছে | কানসমূহ | (কিন্তু) না | তা দিয়ে তারা শুনে | ঐসব (লোক)

كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿۱۷۹﴾ وَ

(যেন) পশুর মত | বরং | তারা | অধিক বিভ্রান্ত | ঐসব (লোক) | তারাই | গাফিলতিতে নিমগ্ন | এবং

لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ

আল্লাহর জন্যে রয়েছে | নামসমূহ | উত্তম | অতএব তাঁকে ডাক | তাদিয়ে | এবং | তোমরা বর্জনকর | (তাদেরকে) যারা

يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸۰﴾

বিকৃত করে | মধ্যে | তাঁর নামসমূহের | তাদেরকে শীঘ্রই প্রদিফল দেওয়া হবে | যেমন | তারা কাজ করে চলেছে

وَ مِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿۱۸۱﴾ ع

এবং | তাদের মধ্যেহতে | আমরা সৃষ্টি করেছি | (এমনও) একদল | (যারা) পথ দেখায় | সত্যের দিকে | এবং | তা দিয়ে | তারা ন্যায় বিচার করে

তাদের দিল আছে কিন্তু তার সাহায্যে তারা চিন্তা-ভাবনা করে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের শ্রবণ-শক্তি রয়েছে, কিনতু তা দিয়ে তারা শুনতে পায়না। তারা আসলে জন্তু জানোয়ারের মত, বরং তা হতেও অধিক বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমগ্ন[৫০]। ১৮০. আল্লাহ ভাল-ভাল নামের অধিকারী। তাকে ভাল ভাল নামেই ডাক। সেই লোকদের কথা ছেড়ে দাও যারা তাঁর নামকরণে বিপথাগামী হয়। তারা যা কিছুই করতে থাকে, তার বদলা তারা অবশ্যই পাবে[৫১]। ১৮১. আমাদের সৃষ্টির মধ্যে একটি উম্মৎ এমনও রয়েছে যারা পূর্ণ হক অনুযায়ী হেদায়াত করে এবং হক মোতাবেক ইনসাফও করে।

৫০. অর্থাৎ আমি তো তাদের হৃদয়, মস্তিষ্ক, চোখ ও কান দান করে সৃষ্টি করেছিলাম কিন্তু যালেমরা এগুলোর সঠিক ব্যবহার করলো না এবং নিজেদের অপকর্মের জন্য শেষ পর্যন্ত জাহান্নামের যোগ্য বলে গন্য হলো। ৫১. 'উত্তম নাম সমূহ'– এর অর্থঃ- সেই সব নাম যা দিয়ে রবের মহানত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর পবিত্রতা ও মহাত্ম এবং তাঁর পূর্ণতা সূচক গুনাবলী প্রকাশ পায়। আল্লাহর নাম দেওয়ার ব্যাপারে সত্য-চ্যুতি হচ্ছে– আল্লাহর প্রতি এরূপ নামসমূহ আরোপ করা যা তাঁর মর্যাদার হানিকর, তাঁর শ্রদ্ধা সম্মানের পরিপন্থী, যা দিয়ে তার প্রতি দোষ-ত্রুটি আরোপিত হয় কিংবা যা দিয়ে তার শ্রেষ্ট ও মহান পবিত্র সত্তা সম্পর্কে ভ্রান্ত-ধারণা বিশ্বাস প্রকাশ পায়।

وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ

এবং | যারা | মিথ্যা বলেছে | আমাদের নিদর্শনগুলোকে | তাদের ক্রমান্বয়ে নিয়ে যাব আমরা (ধ্বংসের দিকে) | যেখান থেকে

لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَ اُمْلِي لَهُمْ ۚ اِنَّ كَيْدِي مَتِيْنٌ ﴿١٨٣﴾

না | তারা জানতেও পারবে | এবং | অবকাশ দিচ্ছি আমি | তাদেরকে | নিশ্চয়ই | আমার কৌশল | বলিষ্ঠ

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۚ اِنْ هُوَ

তারা চিন্তা করে নাই কি | (যে) নয় | তাদের সহচর | কোন | উম্মাদ | নয় | সে

اِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾ اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ

এ ছাড়া | একজন সতর্ককারী | সুস্পষ্ট | তারা লক্ষ্যকরে নাই কি | ব্যাপারে | সার্বভৌম কতৃত্বের | আসমানসমূহের

وَ الْاَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّ اَنْ

ও | যমীনের | এবং | যা | সৃষ্টি করেছেন | আল্লাহ | সব | কিছুর | এবং | (এ সম্পর্কেও) যে

عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهٗ

হয়ত | হতে পারে | নিকটবর্তী হয়েছে | তাদের মেয়াদ | অতএব আর কোন | কথায় | এরপর

يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾

তারা ঈমান আনবে

রুকু-২৩ ১৮২. আর যেসব লোক আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে, তাদেরকে আমরা ক্রমশঃ এমন সব উপায়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে- বুঝতেও পারবে না। ১৮৩. আমি তাদেরকে অবকাশ ও সুযোগ দিচ্ছি, আমার কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, অটুট ও অকাট্য। ১৮৪. এই লোকেরা কখনো কি চিন্তা করেনি? তাদের সঙ্গীর উপর উম্মত্ততার কোন লেশ নেই[৫২]। সেতো একজন সংবাদ দাতা মাত্র, (খারাব পরিণাম সামনে আসার পূর্বেই) সে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিতে থাকে। ১৮৫. এই লোকেরা কি আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কখনো চিন্তা করেনি? আর এমন কোন জিনিস যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন– দুই চোখ খুলে কি দেখেনি? তারা এও কি চিন্তা করেনি যে, তাদের জীবনের মীয়াদ পূর্ণ হবার সময় হয়ত বা নিকটেই এসে পড়েছে? নবীর এই সতর্কীকরণের পরে এমন আর কোন্ কথা হতে পারে, যার প্রতি এরা ঈমান আনবে?

৫২. 'সহচর' অর্থ- মোহাম্মদ (সঃ) তাকে মক্কাবাসীদের সহচর এই কারণে বলা হয়েছে যে, তিনি তাদের অপরিচিত ছিলেন না; তাদেরই মধ্যে তিনি জন্মলাভ করেছিলেন; তাদেরই মধ্যে তিনি থেকেছেন, বাস করেছেন, তাদের মধ্যেই তিনি শিশু থেকে যুবক হয়ে বেড়ে উঠেছেন ও যুবক থেকে বৃদ্ধ হয়েছেন। নবুয়্যতের পূর্বে সমগ্র জাতি তাকে একজন নিতান্ত সৎ-স্বভাব ও স্বচ্ছ-সঠিক বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষরূপে জানতো। নবুয়্যতের পর যখন তিনি আল্লাহর বানী প্রচার শুরু করলেন তখন অকস্মাৎ তাকে তারা পাগল বলতে শুরু করলো । স্পষ্টতঃ তিনি নবী হবার পূর্বে যা কিছু বলতেন সে কথার জন্য তাকে পাগল বলা হচ্ছিল না বরং তিনি নবী হওয়ার পর যেসব কথার তবলীগ শুরু করেছিলেন সেই সব কথার কারণেই তাকে পাগল বলা হচ্ছিল। এ জন্যই বলা হয়েছে; এ কথা কি কখন চিন্তাও করে দেখেছে- ঐ সব কথার মধ্যে কোন্ কথাটি পাগলামীর?

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ؕ وَ يَذَرُهُمْ فِيْ

যাকে হেদায়াত বঞ্চিত করেন আল্লাহ অতঃপর নাই কোন পথ প্রদর্শক তার জন্যে এবং তাদেরকে তিনি ছেড়ে দেন মধ্যে

طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۱۸۶﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ

তাদের বিদ্রোহিতার তারা উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে তোমাকে তারা জিজ্ঞাসা করে সম্পর্কে কিয়ামত কখন

مُرْسٰىهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا

তা ঘটবে বল মূলতঃ তারজ্ঞান কাছে আমার রবের না তা তিনি প্রকাশ করেন

لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕۘ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ لَا

তার সময়কে (অন্য কারোকাছে ছাড়া তিনি ভারীহবে উপর আকাশ মন্ডলীর ও পৃথীবীর (উপর) না

تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ

তোমাদের কাছে তা আসবে এছাড়া আকস্মাৎ তোমাকে তারা প্রশ্ন করে তুমি যেন সবিশেষ অবহিত তা সম্পর্কে বল

اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

মূলতঃ তার জ্ঞান (রয়েছে) কাছে আল্লাহর কিন্তু অধিকাংশ লোক না তারাজানে

قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ

বল না ক্ষমতারাখি আমি আমার নিজের জন্যে কোন লাভের আর না কোন ক্ষতির এছাড়া যা ইচ্ছে করেন আল্লাহ

---

১৮৬. আল্লাহ যাকে তাঁর হেদায়াত হতে বঞ্চিত করে দেন তার জন্য আর কোন পথপ্রদর্শক নেই। এবং আল্লাহ তাদেরকে তাদের বিদ্রোহাত্মক অনমনীয় ভূমিকায় বিভ্রান্তি হবার জন্য ছেড়ে দেন। ১৮৭.এই লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করেঃ আচ্ছা, সেই কিয়ামতের সময়টি কখন আসবে? বল "এই জ্ঞান কেবলমাত্র আমার রবের নিকটই রয়েছে, তাকে তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে তিনিই প্রকাশ করবেন। আসমান ও যমীনে তা বড় কঠিন দিন হবে। তা তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবে এসে পড়বে। এই লোকেরা এর সম্পর্কে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে, যেন তুমি তা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। বলঃ তার সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই এই নিগুঢ় সত্যকে জানেনা-বুঝেনা।" ১৮৮. হে নবী! এদেরকে বলঃ "আমার নিজের কোন ফায়দা বা লোকসানের ইখতিয়ারই আমার নেই। আল্লাহই যা চান তাই হয়।

وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛ وَ

এবং যদি আমি জানতাম অদৃশ্যকে আমি অবশ্যই অনেক নিতাম কল্যাণ হতে এবং

مَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۛ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ

না আমাকে স্পর্শকরত কোন অকল্যাণ (প্রকৃতপক্ষে) নই আমি এছাড়া একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা ঐলোকদের জন্যে

يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۱۸۸﴾ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ

(যারা) ঈমান আনে (আল্লাহ) তিনিই যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন হতে ব্যক্তি একই এবং

جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا

বানিয়েছেন তাহতে তার জোড়া যেন সে শান্তি পায় তারা কাছে অতঃপর যখন সে তাকে ঢেকে নেয়(সংগত হয়)

حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا

(স্ত্রী) গর্ভধারণ করে গর্ভ হাল্কা সে অতঃপর চলাচল করে তা নিয়ে অতঃপর যখন ভারী হয় দুজনেই দোয়া করে

اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ

আল্লাহর (কাছে) (যিনি) তাদের উভয়ের রব অবশ্যই যদি আমাদের দাও তুমি পূর্ণাংগ ও নেক (সন্তান) অবশ্যই আমরা হব অন্তর্ভুক্ত

الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۸۹﴾ فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ

শোকরকারীদের অতঃপর যখন তাদের দুজনকে দিলেন পূর্ণাঙ্গ (সন্তান) দুজনে নির্ধারণ করল তার সাথে শরীক তার ব্যাপারে যা

اٰتٰهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹۰﴾

তাদের দুজনকে (আল্লাহ) দিলেন মূলতঃ বহু উর্দ্ধে আল্লাহ তাহতে যা তারা শিরক করে

অথচ অদৃশ্য সম্পর্কে যদি আমার জ্ঞান থাকত তা হলে আমি আমার নিজের জন্য অনেক কিছু ফায়দাই হাসিল করে নিতাম এবং কখনো আমার কোনই ক্ষতি হতে পারত না। আমি তো তাদের জন্য নিছক একজন সাবধানকারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র— যারা আমার কথা মেনে নিবে। **রুকু-২৪** ১৮৯. তিনি আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে এক প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই সত্তা হতে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার নিকট পরম শান্তি লাভ করতে পারে। পরে যখন পুরুষটি স্ত্রীকে ঢেকে নিয়ে সংগত হয়। তখন সে হালকা ভাবে গর্ভ ধারণ করে। তা নিয়েই সে চলাফিরা করে। পরে যখন সে (স্ত্রী) ভারী ও অচল হয়ে পড়ে তখন উভয়ে মিলে তাদের রবের নিকট প্রার্থনা করেঃ তুমি যদি আমাদেরকে নেক সন্তান দান কর তবে আমরা তোমার শোকর গুযার হব। ১৯০. কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে এক সুস্থ নিখুত বাচ্চা দিয়ে দিলেন তখন তারা তাঁর এই দান ও অনুগ্রহে অন্যান্যকে শরীক করতে লাগল[৫৩]। বস্তুতঃ আল্লাহ বড় মহান ও উচ্চ এদের কথিত এ সব মুশরেকী কথা-বার্তা হতে।

৫৩. অর্থাৎ সন্তান দান করার মালিক তো আল্লাহতা'আলা। স্ত্রী-লোকের গর্ভে বানর বা সাপ বা অন্য

(অপর পাতা দেখুন)

১৯১. এরা কতইনা অজ্ঞ ও মূর্খ ঃ এরা এমন সব জিনিসকে আল্লাহর শরীক গন্য করে, যারা কোন কিছুই পয়দা করেনা, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। ১৯২. যারা না তাদের কোন সাহায্য করতে পারে, আর না তাদের নিজেদের সাহায্য করতে তারা সক্ষম। ১৯৩. তাদেরকে তোমরা যদি হেদায়াতের পথে আসার জন্য আহবান জানাও তবে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না, তোমরা তাদেরকে ডাক কিংবা চুপ-চাপ থাক, উভয় অবস্থায়ই ফল তোমাদের জন্য সমানই থাকবে[৫৪]। ১৯৪. আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরই ডাক তারা নিছক বান্দা ছাড়া আর কিছুই ন। যেমন তোমরাও বান্দা। তাদের কাছে দোয়া করেই দেখ, তারা তোমাদের প্রার্থনার জবাব দান করুকনা, তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যদি সত্যি হয়।

কোন অদ্ভুত জন্তু সৃষ্টি করে দেন কিংবা যদি শিশুকে পেটের মধ্যে অন্ধ, বধির, খঞ্জ ও পংগু করে দেন, কিংবা তার দৈহিক মানসিক ও প্রবৃত্তি-গত শক্তি-প্রবণতার মধ্যে কোন ত্রুটি রেখে দেন তবে কারুর মধ্যেই আল্লাহতাআলার এই গঠনকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা নেই। এক আল্লাহতা'আলার উপাসকদের ন্যায় ঠিক একই রূপে বহু দেব-বাদীরাও এ সত্য জানে। এ কারণেই গর্ভকালে সমস্ত আশা ভরসা আল্লাহরই প্রতি নিবদ্ধ রাখা হয়- তিনিই সুস্থ-সঠিক শিশু-সন্তান পয়দা করবেন। কিন্তু যখন আশা ফলপ্রসূ হয় এবং চাদের মত সুন্দর শিশু ভাগ্যে লাভ হয়, তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নযর ও নিয়ায কোন দেবী, কোন অবতার, কোন ওলি ও কোন হযরতের নামেই চড়ানো হয় এবং শিশুর এরূপ নামকরণ করা হয় যার দ্বারা মনে হয় সে যেন রব ছাড়া কারো অনুগ্রহের ফল। ৫৪. অর্থাৎ এই মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের অবস্থা তো এরূপ যে- সোজা পথ দেখানো বা নিজেদের উপাসকদের পথ-নির্দেশ করা তো দূরের কথা বেচারাদের তো কোন পথ-প্রদর্শকের অনুসরণ করারও ক্ষমতা নেই, এমন কি যদি কেউ ডাকে তবে তার ডাকের জবাব দেওয়ারও ক্ষমতা তাদের নেই।

اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ ز

তাদের আছে কি | পা সমূহ | তারা চলে | তা দিয়ে | বা | তাদের আছে (কি) | হাত সমূহ | তারা ধরতে পারে | তাদিয়ে

اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ

বা | তাদের আছে (কি) | চোখ সমূহ | তারা দেখে | তাদিয়ে | বা | তাদের আছে (কি) | কান সমূহ | তারা শুনে

بِهَا ط قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿١٩٥﴾

তাদিয়ে | বল | তোমার ডাক | তোমাদের শরীকদেরকে | এরপর | কৌশলকর আমার বিরুদ্ধে | অতঃপর না | আমাকে তোমরা অবকাশ দাও

اِنَّ وَلِيِّ ـَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَ هُوَ يَتَوَلَّى

নিশ্চয়ই | আমার অভিভাবক | আল্লাহ | যিনি | নাযিল করেছেন | কিতাব | এবং | তিনি | অভিভাবকত্ব করেন

الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩٦﴾ وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

সৎকর্মশীলদের | এবং | যাদের | তোমরা আহবান কর | ছাড়া | তাকে | না | তারা সমর্থ হয়

نَصْرَكُمْ وَ لَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٧﴾ وَ اِنْ تَدْعُوْهُمْ

তোমাদেরকে সাহায্য করতে | আর | না | তাদের নিজেদেরকে | সাহায্যকরতে পারে | এবং | যদি | তাদেরকে আহবান কর

اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ط وَ تَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ

দিকে | সৎপথের | না | তারা শুনতে পায় | এবং (বাহ্যতঃ) | তাদেরকে তুমি দেখতে পাবে | তারা তাকাচ্ছে | তোমার দিকে

وَ هُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٩٨﴾

অথচ | তারা | না | দেখতে পায়

১৯৫ . এদের কি পা আছে যাতে ভর করে চলতে পারে? এদের কি হাত আছে, যা দিয়ে ধরতে পারে? এদের কি চোখ আছে, যা দিয়ে তারা দেখতে পারে? এদের কি কান আছে, যা দিয়ে তারা শুনতে পারে? হে নবী, এদের বলঃ "ডেকে নাও তোমাদের বানানো সব শরীকদের, তার পর তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে চেষ্টা-যত্ন ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ কর; আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিওনা। ১৯৬. আমার সাহায্যকারী ও রক্ষাকর্তা হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি এই কিতাব নাযিল করেছেন এবং তিনি নেক চরিত্রের লোকদের সাহায্যে করে থাকেন। ১৯৭. পক্ষান্তরে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারে, আর না তারা নিজেদেরই সাহায্য করতে সমর্থ। ১৯৮. বরং তোমরা যদি তাদেরকে সঠিক পথে আসতে আহবান জানাও, তবে তারা তোমার কথা শুনতে পর্যন্ত পারে না। বাহ্যতঃ তোমরা মনে কর, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে; কিন্তু মূলতঃ তারা কিছুই দেখতে পায় না।"

خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾

ক্ষমাশীলতা অবলম্বন কর ও নির্দেশ দাও সৎকাজের এবং উপেক্ষা কর মূর্খদেরকে

وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهٗ

এবং যদি তোমার উস্কানী দেয় পক্ষহতে শয়তানের কোন প্ররোচনা তুমি তবে পানাহ চাও আল্লাহর নিশ্চয়ই তিনি

سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ

সবকিছু শুনেন সবকিছু জানেন নিশ্চয়ই যারা তাকওয়া অবলম্বন করে যখন তাদেরকে স্পর্শ করে কোন কুচিন্তা

مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿٢٠١﴾ وَ إِخْوَانُهُمْ

পক্ষহতে শয়তানের তারা স্মরণকরে (আল্লাহকে) অতঃপর তখন তারা দেখতেপায় (সঠিক পথ) এবং তাদের(বিভ্রান্ত) ভাইয়েরা

يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾ وَ إِذَا لَمْ

তাদেরকে টেনে নেয় মধ্যে ভ্রান্তির এরপর না তারা ত্রুটি করে (বিভ্রান্তিতে রাখতে) এবং যখন না

تَأْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْ لَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ

তাদের কাছে উপস্থিত কর কোন নিদর্শন তারা বলে কেন না তা তুমি বেছে নিলে বল প্রকৃত পক্ষে অনুসরণ করি আমি

مَا يُوْحٰٓى إِلَيَّ مِنْ رَّبِّيْ ۚ

যা ওহী করা হয় আমার প্রতি পক্ষহতে আমার রবের

১৯৯. হে নবী. নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর। সৎ কাজের উপদেশ দান করতে থাক এবং মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়ো না।২০০. শয়তান যদি তোমাকে কখনো উস্কানী দেয়, তবে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও; তিনি সব শুনেন, সব জানেন। ২০১. প্রকৃতপক্ষে যারা মুত্তাকী, তাদের অবস্থা এই হয় যে, শয়তানের প্ররোচনায় কোন খারাব খেয়াল তাদেরকে স্পর্শ করলেও তারা সংগে সংগে সতর্ক ও সজাগ হয়ে যায় এবং তাদের জন্য সঠিক কল্যাণকর পথ ও পন্থা কি তা তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। ২০২. তারপরে তাদের (শয়তানের) ভাই-বন্ধুরা তো তাদেরকে বাঁকা-চোরা পথেই তীব্রভাবে টেনে নিয়ে যায়। এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে চেষ্টার কোন ত্রুটিই রাখে না। ২০৩. হে নবী তুমি যখন এই লোকদের সামনে কোন নিদর্শন (মুজিযা) পেশ না কর, তখন তারা বলে "তুমি নিজের জন্য কোন নিদর্শন বাছাই করে নিলে না কেন?" তাদের বলঃ "আমিতো কেবল সেই অহীকেই মেনে চলি যা আমার রব আমার প্রতি নাজিল করেছেন।

বস্তুতঃ এ অর্ন্তদৃষ্টির উজ্জ্বলতম আলো, তোমাদের রবের নিকট হতেই অবতীর্ণ। এ হেদায়াত ও রহমত হইতেছে সেই লোকেদের জন্য, যারা এ মেনে নিবে॥ ২০৪. যখন কুরআন মজীদ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন তা পূর্ণ মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর এবং চুপ-চাপ থাক; সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিও রহমত নাযিল হইবে।" ২০৫. হে নবী, তোমার রবকে সকাল ও সন্ধ্যা স্মরণ করতে থাক, অন্তরে বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে। তুমি সেই লোকদের মধ্যে হবে না যারা চরম গাফিলতির মধ্যে পড়ে রয়েছে। ২০৬. যেসব ফেরেশতা তোমার রবের নিকটে নৈকট্যের মর্যাদার অধিকারী তারা কক্ষনো নিজের বড়ত্বের অহমিকায় পড়ে তাঁর ইবাদত হতে বিরত থাকে না, তারা তাঁর তসবীহ করে এবং তাঁর সামনে অবনত হয়ে থাকে[৫৫] (সিজদা)

৫৫. যে ব্যক্তি এই আয়াত পড়ে বা শোনে তার প্রতি সেজদা করার আদেশ। কুরআন মজিদে এরূপ ১৪টি সিজদার আয়াত আছে।

সূরা আল-আনফাল

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এই সূরা ২য় হিজরী সনে বদর যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছে। এতে ইসলাম ও কুফর-এর মাঝে প্রথম অনুষ্ঠিত এই যুদ্ধের বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূরার আলোচ্য বিষয় সমূহ চিন্তা করলে মনে হয়, সম্ভবতঃ এই সম্পূর্ণ ভাষণটি এক সংগেই নাযিল হয়েছে তবে এটাও সম্ভব যে এর কোন কোন আয়াত বদর যুদ্ধ জনিত সমস্যা ও বিষয়াদি সম্পর্কে পরে নাযিল হয়েছে এবং ভাষণের ধারাবাহিকতায় উপযুক্ত স্থানে তা সন্নিবেশিত করে একটি ধারাবাহিক ভাষণে রূপ দান করা হয়েছে। কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে অবতীর্ণ দুই-তিনটি ভাষণকে জুড়ে একটি সমষ্টি সূরা বানানো হয়েছে- এ কথা বলার মত কোন প্রমাণ ধারাবাহিকতায় কোথায়ও দেখা যায় না।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরা সম্পর্কে পর্যালোচনা করার পূর্বে বদরের যুদ্ধ ও তার সংগে সম্পর্কিত অবস্থাসমূহের উপর ঐতিহাসিক দৃষ্টিপাত করে নেয়া আবশ্যক।

নবী করীম (সঃ) এর ইসলামী দাওয়াতী আন্দোলন প্রাথমিক দশ-বারো বছরে, যখন তিনি মক্কা শরীফে অবস্থান করছিলেন, খুবই পরিপক্কতা ও দৃঢ়তা প্রমাণ করতে পেরেছিল। একদিকে তার পিছনে কার্যকর ছিলেন এক উন্নত চরিত্র, বড় আত্মার অসাধারণ বুদ্ধিমান নেতা। তিনি স্বীয় ব্যক্তি-সত্তার সম্পূর্ণ মূলধনই তাতে নিয়োগ করেছিলেন। একদিকে এই দাওয়াতী-আন্দোলনকে সফলতার চূড়ান্ত মনযিল পর্যন্ত নিয়ে পৌছিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর অচল-অটল সঙ্কল্প বর্তমান ছিল, এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে সর্বপ্রকার বিপদ মুসীবতকে সহ্য করার এবং সব বাধা বিপত্তিকে মুকাবিলা করার জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলেন- তাঁর কর্মপন্থা হতে এই সত্য পূর্ণরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। অপর দিকে স্বয়ং এই দাওয়াতী আন্দোলনেই এমন তীব্র আকর্ষণ বর্তমান ছিল যে, তা লোকদের মন-মগজকে পুরো মাত্রায় প্রভাবান্বিত করে নিচ্ছিল এবং মূর্খতা, জাহেলিয়াত ও হিংসা-বিদ্বেষের পর্বত সমান বাধাও তাঁর পথ রোধ করতে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল। এই কারণেই আরবের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থক লোকেরা-যারা প্রথমে তাঁকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত- মক্কা অধ্যায়ের শেষ সময়ে তাঁকে এক গুরুতর বিপদ বলে মনে করতে শুরু করেছিল, আর পূর্ণশক্তি দিয়ে তাঁকে খতম করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও এই সময় পর্যন্ত মূল আন্দেলনে অনেক কিছুই অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হচ্ছিলঃ

প্রথমতঃ এ কথা এখনো অপ্রমাণিত ছিল যে এই আন্দোলনের জন্য বিপুল সংখ্যক অনুগত কর্মী সংগৃহীত হয়েছে কিনা, যারা এটাকে কেবল মানে-ই না, তার নীতি আদর্শের প্রতি গভীর প্রেমও অনুভব করে। এটাকে বিজয়ী ও কার্যকর করার চেষ্টায় নিজেদের সমগ্র শক্তি ও সম্পূর্ণ জীবন-পূজি নিয়োজিত করতে প্রস্তুত, তার জন্য নিজেদের সবকিছু কোরবান করতে দুনিয়ায় সব মানুষের সংগে লড়াই করতে- এমন কি, প্রয়োজন হলে নিজেদের প্রিয়তম আত্মীয়-স্বজনের সহিতও সম্পর্কচ্ছেদ করতে-সঙ্কল্পবদ্ধ। এ কথা সত্য যে, এই সময় পর্যন্ত ইসলাম অনুসারী লোকেরা কুরাইশের যুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচার-নিপীড়ন অকাতরে সহ্য করে নিজেদের ঈমানের সত্যতা ও ইসলামের সাথে সম্পর্কের দৃঢ়তার অনেকটা প্রমাণ দিয়েছিলেন, কিন্তু ইসলামী আন্দোলন এমন প্রাণ-উৎসর্গকারী অনুসারীর দল- যারা নিজেদের জীবন-লক্ষ্যের তুলনায় অপর কোন জিনিসকেই অধিক ভালবাসে না- লাভ করতে পেরেছে কিনা, তা প্রমাণিত হবার জন্য এখনো অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা বাকী ছিল।

দ্বিতীয়তঃ এই দাওয়াতী আন্দোলনের আওয়ায যদিও সমগ্র আরব দেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তার প্রভাব ছিল বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন। ইসলামী আন্দোলনের সংগৃহীত শক্তিও সারা দেশে ছড়িয়ে ছিল। ইসলামের সামগ্রিক সুসংবদ্ধ শক্তি এতদূর দৃঢ় হয়ে উঠতে পারেনি যা প্রাচীন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াতের ব্যবস্থার সাথে কোন চূড়ান্ত মুকাবিলায় নামবার জন্য একান্তই অপরিহার্য ছিল।

তৃতীয়তঃ এই দাওয়াতী-আন্দোলন কোন একস্থানে দৃঢ়মূলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। তখন পর্যন্ত তা কেবল বায়ুমন্ডলেই প্রভাব বিস্তার করছিল। দেশের কোন ভূখন্ডে তা তখনো দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের আদর্শকে বস্তবায়িত করতে এবং ক্রমে আরো অগ্রসর হবার ভূমিকা অবলম্বন করতে পারেনি। তখন পর্যন্ত যে মুসলমান যেখানেই ছিল- কুফর ও শেরক ভিত্তিক সমাজে তাদের অবস্থা ছিল ঠিক খালি পেটে কুইনাইনের মত। পেট যেমন সব সময়ই তাকে বমন করে বাইরে নিক্ষেপ করতেই চেষ্টিত হয় এবং এতটুকু স্থিতিলাভের সুযোগ দিতে প্রস্তুত হয় না, তাদের অবস্থাও ছিল ঠিক ঐরূপ।

চতুর্থতঃ এই সময় পর্যন্ত ইসলামী দাওয়াতী-আন্দোলন জনগণের বাস্তব জীবনের ব্যাপার ও কাজ কর্মসমূহ নিজ হস্তে ধারণ করে চালাবার কোনই সুযোগ পায়নি। নিজস্ব কোন তামাদ্দুন- সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতিও তখন পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। তার নিজস্ব অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতিও বিরচিত হয়নি এবং অন্যান্য শক্তির সাথে তার যুদ্ধ ও সন্ধির ব্যাপারও তখন পর্যন্ত ঘটেনি। ফলে এই আন্দোলন যে নৈতিক নিময়-পদ্ধতির উপর মানব-জীবনের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে গড়তে ও চালাতে ইচ্ছুক, তার কোন বাস্তব প্রকাশ ঘটতে পারেনি এবং এই দাওয়াতে মূল নেতা, নবী এবং তাঁর অনুসারীরা যে দিকে দুনিয়াকে আহ্বান জানাচ্ছে সে মত আমল করতে কতখানি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, পরীক্ষার কষ্টি পাথরে তাও তখন পর্যন্ত পরীক্ষিত হতে পারেনি। পরবর্তী ঘটনাবলী এমন সুযোগ ও ক্ষেত্র পয়দা করে দিয়েছিল, যাতে এই চারটি অপূর্ণতাই সম্পূর্ণ হবার সুবিধা পেয়েছিল।

মক্কী পর্যায়ের শেষ তিন-চার বছরে ইয়াস্‌রাব-এ (মদীনার প্রাচীন নাম ইয়াসরাব) ইসলামের আলোকোচ্ছটা বিচ্ছুরিত হতে থাকে এবং সেখানকার লোক কয়েকটা কারণে আরবের অন্যান্য গোত্রের-লোকের চেয়ে এই আলো অনেক বেশী কবুল-করছিল। শেষবারে-নবুয়্যতের দ্বাদশ বছরে হজ্জের সময় ৭৫ ব্যক্তির প্রতিনিধি দল রাতের অন্ধকারে নবী করীম (সঃ) -এর সঙ্গে সাক্ষাত করে। তারা কেবল ইসলামই কবুল করলনা; বরং সেই সঙ্গে নবী এবং তাঁর অনুসারীদের নিজেদের শহরে স্থান দেওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করল। ইসলামের ইতিহাসে এ ছিল এক বিপ্লবী পর্যায়; আল্লাহতা'আলা নিজের অনুগ্রহে এই সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ইয়াস্‌রাববাসীরা নবী করীম (সঃ) কে একজন আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে নয়, আল্লাহর প্রতিনিধি ও নিজেদের ইমাম, নেতা ও শাসক হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। ইসলামের অনুসারী-অনুগামীদের প্রতিও তাদের আহ্বান কেবল এজন্য ছিল না যে তারা সেখানে নিছক মুহাজির হয়ে থাকবে। বরং আসল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আরবের বিভিন্ন গোত্র ও অঞ্চলে যে সব মুসলমান বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, তারা ইয়াস্‌রাব-এ একত্রিত হয়ে সেখানকার মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে এক সুসংগঠিত সমাজ রচনা করবে। ইয়াস্‌রাব আসলে নিজেকে 'মদীনাতুল ইসলাম' হিসেবেই পেশ করছিল এবং নবী করীম (সঃ) এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আরবে সর্ব প্রথম 'দারুল ইসলাম' কায়েম করলেন।

এ ভাবে আমন্ত্রণ জানাবার অর্থ যা কিছু ছিল মদীনাবাসীগণ সে সম্পর্কে কিছুমাত্র গাফিল ছিলনা। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই ছিল যে, একটি ক্ষুদ্র বস্তি নিজেকে সমগ্র দেশের তরবারী ও অর্থনৈতিক এবং তামাদ্দুনিক বয়কটের সামনে পেশ করছিল। এই কারণে 'আকাবা বায়আ'ত-এর সময় রাতের সেই অনুষ্ঠানে ইসলামের সেই প্রাথমিক সাহায্যকারী আনসাররা এই অর্থ ও পরিণতিকে ভালভাবে বুঝে শুনেই নবী করীম (সঃ) হাতে হাত দিয়েছিলেন। 'বায়আত' অনুষ্ঠিত হওয়ার ঠিক মুহূর্তে ইয়াস্‌রাবী লোকদের মধ্য হতে সাআদ ইবনে জুরারাহ্ নামক এক যুবক- যার বয়স প্রতিনিধিদলের মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল- দাড়িয়ে বললঃ

- "থামো হে ইয়াস্‌রাববাসীরা, আমরা তো (রসূলের) নিকট এই কথা মনে করে এসেছি যে, ইনি আল্লাহর রসূল। আর আজ তাকে এখান হতে বের করে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সমগ্র আরবদের সাথে শত্রুতার বীজ বোনা। এর ফলে তোমাদের ভালো লোকেরা নিহত হবে, তোমাদের উপর তরবারি বর্ষিত হবে। কাজেই তোমরা যদি এই আঘাত সহ্য করার মত শক্তি নিজেদের মধ্যে দেখতে পাও, তাহলে তার হাত ধর, তার পুরষ্কার আল্লাহর নিকট হতেই পাবে। আর যদি তোমাদের নিজেদের জীবন-প্রাণই তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে তাহ্‌লে হাত ছেড়ে দাও। আর স্পষ্ট ভাষায় নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ কর, কেননা এখন অক্ষমতা প্রকাশ করলে তা আল্লাহর নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য হতে পারে।" প্রতিনিধিদলের অপর এক ব্যক্তি আব্বাস ইব্‌নে উবাদাহ্‌ ইব্‌নে ফূজলাও বলেন। তার কথা ছিলঃ

- "তোমরা জান, এই ব্যক্তির হাতে তোমরা কিসের 'বায়আত' করছ? (আওয়ায উঠলঃ হ্যাঁ, আমরা জানি) এর হাতে 'বায়আত' করে গোটা দুনিয়ার সাথে লড়াইয়ের কারণ ঘটাচ্ছ। কাজেই তোমরা যদি মনে কর যে, যখন তোমাদের ধন-মাল ধ্বংস ও তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হওয়ার বিপদ ঘনিভূত হবে তখন তোমরা তাকে শত্রুদের হাতে ছেড়ে দেবে, তাহলে আজই ছেড়ে দেওয়া ভাল। কেননা আল্লাহর শপথ, দুনিয়া-আখেরাত সব জায়গায়ই লাঞ্ছনার কারণ হবে। আর যদি তোমাদের ইচ্ছা এই হয়ে থাকে যে, এই লোকটিকে তোমরা যে আহবান দিতেছ এর জন্য তোমরা নিজেদের ধন-মালের ধ্বংস ও নেতৃবৃন্দের ধ্বংস সত্তেও তা রক্ষা করবে তবে নিঃসন্দেহে তোমরা তাঁর হাত ধারণ কর । আল্লাহর শপথ, এটা ইহকাল পরকাল সর্বক্ষেত্রের জন্য একান্তই কল্যাণময়।"

এসব কথা শুনে প্রতিনিধি দলের সকলেই একমত হয়ে বললঃ -"তাঁকে গ্রহণ করে আমরা আমাদের ধন-মালের বিপদ ও নেতৃস্থানীয়দের হত্যার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।"

অতঃপর 'বায়আত' অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে এটাই 'আকাবার দ্বিতীয় বায়আত' নামে খ্যাত। অপরদিকে মক্কীবাসীদের জন্যে এই ব্যাপারটির আকস্মিকতা যে কি অর্থ বহন করে তা কারো অজানা ছিল না। কেননা এই ঘটনার ফলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একটি আশ্রয়-স্থান লাভ করতে ছিলেন- যার অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং অপরিমিত কর্মশক্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে কুরাইশরা ইতিপূর্বেই খুব ভালভাবে ওয়াকিফহাল হয়েছিল। আর তাঁর নেতৃত্বে ইসলাম মান্যকারীরা এক সু-সংগঠিত জনশক্তি হিসেবে দানা বাধবার সুযোগ লাভ করছিল- যাদের দৃঢ়-সংকল্প, সাহস-হিম্মৎ ও আত্মোৎসর্গ ভাবধারাকে কুরাইশরা ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করে দেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনা ছিল আরবের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে কঠিন মৃত্যুর ঘন্টা। এছাড়া মদীনার মত জায়গায় মুসলমানদের এই মিলিত শক্তির একত্র সমাবেশ হওয়া কুরাইশদের পক্ষে ছিল অধিকতর বিপদের কারণ। কেননা ইয়েমন হতে যে বাণিজ্য পথ লোহিত সাগরের বেলাভূমি হয়ে সিরিয়ার দিকে চলে গিয়েছে তার নিরাপত্তার ওপর কুরাইশ ও অপরাপর বড় বড় মুশরিক কবিলার অর্থনৈতিক জীবন একান্তভাবে নির্ভর করে। মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের ফলে এই পথ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। মুসলমানগণ এই রাজপথ দখল করে জাহেলী সমাজ-ব্যবস্থাকে কঠিন ও দূরুহ করে তুলিতে পারে। কেবল এই সড়কের উপর দিয়ে একমাত্র মক্কাবাসীদেরই যে ব্যবসা চলতো, তার বাৎসরিক পরিমাণ আড়াই হাজার আশরাফী পর্যন্ত পৌছিত। তায়েফ ও অন্যান্য স্থানের ব্যবসা এর বাহিরে। কুরাইশগন এই পরিণতির কথা খুব ভালভাবেই বুঝত। যে রাতে 'আকাবার' এই 'বায়আত' অনুষ্ঠিত হয়, সে রাতেই তার ইশারা মক্কা-বাসীদের কানে গিয়ে পৌছেছিল এবং তখনই তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। প্রথমে তাঁরা মদীনাবাসীদের নবী করীম (সঃ) হতে

ভাগিয়ে নিতে চেষ্টা করল। পরে যখন মুসলমানরা একজন দুইজন করে মদীনার দিকে হিজরত করতে শুরু করলো এবং কুরাইশগণ নিশ্চিত বুঝল যে, অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সঃ)ও সেখানে চলে যাবেন, তখন এই আসন্ন বিপদকে ঠেকাবার জন্যে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত হল। হিজরতের কয়েকদিন পূর্বেই কুরাইশদের পরামর্শ সভা বসল। দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, বনী-হাশিমকে বাদ দিয়ে কুরাইশের অপরাপর পরিবার থেকে এক এক ব্যক্তিকে বাছাই করে এক বাহিনী গঠন করতে হবে এবং সকলে মিলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে চিরতরে খতম করে দিতে হবে। যাতে বনী হাশিমের পক্ষে কুরাইশের অপর পরিবার সমূহের সাথে লড়াই করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং তারা প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত না হয়ে রক্ত বিনিময় গ্রহণে বাধ্য হয়। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ, নবী করীমের আল্লাহ-বিশ্বাস ও নিখুঁত ব্যবস্থাপনার ফলে তাদের সকল ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হয়ে গেল। নবী করীম (সঃ) নিরাপদে মদীনায় উপনীত হলেন।

এভাবে কুরাইশরা যখন মুসলমানদের হিজরাতে বাধা দিতে পারল না, তখন তারা মদীনার সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে - যাকে হিজরতের পূর্বে মদীনাবাসীরা নিজেদের বাদশাহ বানাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল এবং নবী করীম (সঃ) এর মদীনাগমণ ও আওস্-খাজরাজ কবীলাদ্বয়ের অধিকাংশ লোকেরা মুসলমান হয়ে যাওয়ায় যার আশা-আকাংখা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল সেই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে চিঠি লিখলঃ "তোমরা আমাদের লোকদের নিজেদের শহরে আশ্রয় দিয়েছ, আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি- হয় তোমরা নিজেরা তার সাথে লড়াই কর, কিংবা তাকে বহিস্কার কর। অন্যথায় আমরা সকলে তোমাদের উপর আক্রমণ করব এবং তোমাদের পুরুষদের হত্যা করব, আর তোমাদের মেয়ে লোকদের দাসী করব। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এই চিঠি পেয়ে দুষ্কৃতিতে মেতে উঠছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে নবী করীম (সঃ) যথাসময়ে এই দুষ্কৃতির প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পন্ন করে নিলেন। পরে মদীনার সরদার সায়াদ ইবনে সুয়াব যখন ওমরা করার জন্যে মক্কা গমন করে তখন হারাম শরীফের দ্বারদেশে আবুজেহেল তাকে ধরে বললঃ - "তোমরা আমাদের ধর্মত্যাগী লোকদের আশ্রয় দাও, আর তাদের সাহায্য-সমর্থন করার মনোভাব পোষণ কর, আর আমরা তোমাদের মক্কায় নিশ্চিন্তে তওয়াফ করতে দেব- ভেবেছ কি? তুমি যদি উমাইয়া ইবনে খালফের অতিথি না হতে তুমি এখান হতে প্রাণ নিয়ে যেতে পারতে না।" তখন সায়াদ জবাব দিলেনঃ "আল্লাহর কসম, তুমি যদি আমাকে তওয়াফ করতে বাধা দাও তাহলে আমি তোমাদের এর থেকেও কঠিন ব্যাপারে বাধাদান করব- অর্থাৎ মদীনার উপর দিয়ে তোমাদের যাতায়াতের পথে।"

প্রকৃতপক্ষে এটা মক্কাবাসীদের পক্ষ হতে এ কথার স্পষ্ট ঘোষণা ছিল যে, মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ঘরের জিয়ারাত করা বন্ধ। আর তার জবাবে মদীনাবাসীদের উক্তি এই ছিল যে, ইসলাম বিরোধীদের জন্য সিরিয়ার বানিজ্য পথ বিপদপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে এই বাণিজ্য পথের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করা ভিন্ন মুসলমানদের আর কোন উপায়ই ছিল না। কেননা এর ফলেই কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রকে এই বাণিজ্য পথের সাথে যাদের স্বার্থ নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ও প্রতিবন্ধকতার নীতি সম্পর্কে পূর্ণ বিবেচনা করতে বাধ্য করার পক্ষে এটাই ছিল একমাত্র কার্যকরী পন্থা। এ কারণে নবী করীম (সঃ) মদীনায় উপনীত হয়েই নবোত্থিত ইসলামী সমাজের প্রাথমিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ও মদীনার আশে-পাশে ইয়াহুদী জনবসতির সহিত সন্ধি-সূত্র স্থাপনের পর সর্বপ্রথম এই বাণিজ্য পথের ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টি দিলেন। এবং এ ব্যাপারে তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনাও গ্রহণ করলেন। একটি এই যে, মদীনা ও লোহিত সাগরের বেলাভূমির মাঝখানে এই বাণিজ্য পথের কাছাকাছি যে

সব গোত্র ও কবীলা অবস্থিত ছিল, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। তাদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন – অন্ততঃ নিরপেক্ষতার চুক্তি করে নেয়াই ছিল এই কথাবার্তা চালাবার লক্ষ্য। এই কথাবার্তায় নবী করীম (সঃ) বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। সর্বপ্রথম জুহানিয়া কবীলার সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুক্তি সম্পর্ক স্থাপিত হল। এটা বেলাভূমির নিকটস্থ পাহাড়ী অঞ্চলের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গোত্র ছিল। হিজরী প্রথম বছরের শেষ ভাগে ইয়ানবু ও যুল-উশাইরা সন্নিহিত অঞ্চলের বনী যুমরা গোত্রের সহিত প্রতিরক্ষা সহযোগিতার (Defensive Alliance) চুক্তি হয়। আর দ্বিতীয় হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে বনী-মুদলাজ গোত্রও এই চুক্তিতে শামিল হয়। কেননা তারা বনী যুমরার প্রতিবেশী ও মিত্র ছিল। এতদ্ব্যতীত দূর্বার ইসলাম প্রচারের ফলে এই সব কবীলার বহু সংখ্যাক লোক ইসলামের সমর্থন ও অনুসারী হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা তিনি এই গ্রহণ করলেন যে, কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলাকে ভীত, সন্ত্রস্ত করে তুলবার জন্যে এই বাণিজ্য পথে ক্রমাগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করতে লাগলেন। কোন কোন ঝটিকা বাহিনীতে তিনি নিজেও শরীক থাকতেন। যুদ্ধ-ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে হামজা বাহিনী, উবাইদা ইবনে হারিস বাহিনী, সায়াদ ইবনে অক্কাস বাহিনী এবং আবওয়া যুদ্ধ বাহিনী নামে চারটি যুদ্ধবাহিনী হিজরীর প্রথম বছরেই প্রেরিত হয়। আর দ্বিতীয় বছরের প্রাথমিক মাসগুলিতে দুটি অতিরিক্ত সাঁড়াশি বাহিনী এই দিকেই প্রেরণ করেন। যুদ্ধ-ইতিহাস লেখক এটাকে বুয়াক যুদ্ধ ও যুল-উশাইরা যুদ্ধ নামে উল্লেখ করেন। এ সমস্ত অভিযানের দুটি বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব অনুধাবনীয়। একটি এই যে, এসব অভিযানের কোন প্রকার রক্তপাত বা লুঠতরাজ হয়নি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, এসব অভিযানের মূলে কুরাইশদেরকে 'বাতাসের গতি' বুঝিয়ে দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ এই যে, এসব অভিযানে নবী করীম (সঃ) মদীনার কোন ব্যক্তিকে শরীক করেননি। বরং মক্কার মুহাজিরদের সমন্বয়েই এসব অভিযাত্রী বাহিনী রচনা করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এই দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া-বিবাদকে কেবলমাত্র কুরাইশ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা। অন্যান্য গোত্রের লোক এতে জড়িত হয়ে পড়লে যুদ্ধের আগুন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত; অথচ এটা রোধ করা আবশ্যক। ওদিকে মক্কাবাসীগণও মদীনার দিকে সাঁড়াশী বাহিনী পাঠাতে থাকে। এদেরই একটি বাহিনী কুরজ ইবনে জাবির আল-ফহরীর নেতৃত্বে মদীনার নিকটবর্তী স্থানে হামলা চালায় এবং মদীনাবাসীদের গৃহপালিত পশু নিয়ে যায়। কুরাইশরা কিন্তু অন্যান্য গোত্র-কবীলাকেও এই দ্বন্দ্ব সংগ্রামে জড়াতে পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা করেছিল। উপরন্তু তারা কেবল ভীতি-প্রদর্শনমূলক তৎপরতা পর্যন্তই ব্যাপারটিকে সীমাবদ্ধ রাখেনি, তারা লুঠ-তরাজ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি।

অবস্থা যখন এইরূপ পর্যায়ে পৌঁছায় তখন ২য় হিজরীর শাবান (৬২৩ খৃঃ- ফেব্রুয়ারী কিংবা মার্চ) মাসে কুরাইশদের একটি বহু বড় বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া হতে মক্কা প্রত্যাবর্তনের সময় মদীনার প্রভাবিত এলাকায় এসে পড়ে। এই কাফেলার সঙ্গে ছিল পঞ্চাশ হাজার আশ্‌রাফির পণ্যদ্রব্য। এর সঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশ জনের বেশী রক্ষী ছিল না। পণ্যদ্রব্য বেশী ছিল, রক্ষী ছিল কম, আর পূর্বের অবস্থা দৃষ্টে মুসলমানদের কোন শক্তিশালী বাহিনী হামলা করতে পারে এই ভয়ও তীব্রভাবে বর্তমান ছিল। এই কারণে কাফেলা সরদার আবুসুফিয়ান এই বিপদসংকুল এলাকায় পৌঁছেই এক ব্যক্তিকে মক্কায় পাঠিয়ে দিল প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠাবার জন্যে। এই ব্যক্তি মক্কায় পৌঁছেই প্রাচীন নিয়ম অনুসারে নিজের উটের কান কাটল, নাক ছিড়ে দিল, বসবার আসন উল্টে রাখল এবং গায়ের জামা পিছন ও সামনের দিক হতে ছিন্ন করে চীৎকার করতে শুরু করল ও বলতে লাগলঃ

-"হে কুরাইশের লোকেরা, তোমাদের বাণিজ্য কাফেলার সংবাদ জানো?--- তোমাদের যে সব ধন-সম্পদ আবু সুফিয়ানের সংগে আছে মুহাম্মদ তার সংগীদের নিয়ে তার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

তোমরা তা ফেরৎ পাবে বলে আমি মনে করি না। কাজেই খুব তাড়াতাড়ি সাহায্য পাঠাও।"

এ খবর শুনে সমস্ত মক্কায় ত্রাসের সৃষ্টি হল। কুরাইশের সমস্ত বড় বড় সরদাররা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। প্রায় এক হাজার যোদ্ধা-বাহিনী পূর্ণ শান-শওকাত সহকারে লড়াই করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তাদের মধ্যে ছয়শ' ছিল লৌহ-বর্মধারী, আর একশ' জন ছিল অশ্বারোহী বল্লম বাহিনী। তারা কেবল নিজেদের বাণিজ্য কাফেলা রক্ষার উদ্দেশ্যেই রওনা হয়নি; বরং নিত্যকার এই বিপদের মূল কারণকে চিরদিনের তরে শেষ করে দেয়া, মদীনার এই নবোত্থিত শক্তির মস্তক চূর্ণ করে দেয়া এবং এতদাঞ্চলের কবীলাসমূহকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিয়ে এই বাণিজ্য পথকে ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণ বিপদ মুক্ত করে দেয়াও তাদের লক্ষ্য।

নবী করীম (সঃ) অবস্থার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছিলেন, সব বিষয়ে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি মনে করলেন চূড়ান্ত ফায়সালার সময় সমু-উপস্থিতি। এটা এমন একটা সময় যে, এই মুহূর্তে কোন বীরত্বসূচক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ইসলামী আন্দোলন চিরদিনের তরে প্রাণহীন নির্জীব হয়ে পড়বে। এমনকি এ আন্দোলনের পক্ষে মাথা তোলার আর কোন সুযোগই হয়ত অবশিষ্ট থাকবে না। হিজরত করে এসে দু'বছরও পূর্ণ হয়নি,মুহাজিরগণ নিতান্ত সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় পড়ে আছে, ওদিকে আনসারদের এখনো পরীক্ষা করা হয়নি. মদীনার ইয়াহুদী গোত্র সমূহ পূর্ব হতেই বিরুদ্ধতার মনোভাব সম্পন্ন, মদীনার মূল কেন্দ্রে মুনাফিক ও মুশরিকদের একটা শক্তিশালী অংশ বর্তমান, আশে-পাশের সব গোত্রই কুরাইশদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত আর ধর্মের দিক দিয়ে তাদের প্রতিই সহানুভূতিশীল এরূপ অবস্থায় কুরাইশ যদি মদীনার উপর আক্রমণ চালায় তাহলে অসম্ভব নয় যে, মুসলমান চিরতরে শেষ হয়ে যাবে। আর যদি তারা আক্রমণ না করে, বরং নিজেদের শক্তির বলে কেবল বাণিজ্য কাফেলাকেই বাঁচিয়ে নিয়ে যায়, আর মুসলমানরা দমে বসে থাকে, তা হলেও মুসলমানদের সুখ্যাতি ও প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যাবে, আরবের প্রতিটি মানুষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহসী হয়ে পড়বে; আর তার পর তাদের জন্যে আর কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না। আশে-পাশের সব গোত্রই কুরাইশদের ইশারায় কাজ করতে শুরু করবে। মদীনার ইয়াহুদী ও মুশরিক লোকেরা প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে থাকবে। তখন এখানে জীবন-ধারণ করাও কঠিন হয়ে পড়বে। মুসলমাদের কেউ সমীহ করবেনা বলে তাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর ওপর হামলা করতেও কেউ ভয় পাবেনা। এই সব চিন্তা করে নবী করীম (সঃ) সংকল্প করলেন, যতখানি শক্তি লাভ করা এখন সম্ভব তার সব কিছু নিয়ে এখন বের হতে হবে এবং বাঁচবার যোগ্যতা কার আছে ও কার নেই, তা ময়দানেই ফয়সালা করতে হবে।

এই সিদ্ধান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের ইচ্ছায় তিনি আনসার ও মুহাজিরদের সভা আহবান করলেন এবং তাদের সামনে সমস্ত অবস্থা বিস্তারিত ভাবে পেশ করলেন। বললেন, একদিকে উত্তরে বাণিজ্য কাফেলা আছে ও অপরদিকে দক্ষিণ থেকে কুরাইশের সৈন্যবাহিনী আসছে। আল্লাহতা'আলার ওয়াদা রয়েছে, এদের মধ্যে কোন একটি তোমরা লাভ করবে। তোমরাই বল, তোমরা কোনটির সহিত মুকাবিলা করার জন্যে যেতে চাও? জবাবে বিপুল সংখ্যক লোক কাফেলার উপর হামলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু নবী করীম (সঃ) অন্য কিছু চিন্তা করছিলেন। এ কারণে তিনি প্রশ্নটি আবার পেশ করলেন। তখন মুহাজিরদের মধ্য হতে মিকদাদ ইবনে আমর উঠে বললেন।

-" হে আল্লাহর রসূল! আপনার রব যেদিকে যেতে আপনাকে আদেশ করেছেন, সেই দিকেই আপনি আমাদের নিয়ে যান। আমরা আপনার সংগেই রয়েছি যেদিকেই আপনি যাবেন। আমরা বনী ইসরাঈলের মতো বলব না- যেমন তারা মূসাকে বলেছিলঃ " তুমি আর তোমার রব যাও, লড়াই কর, আমরা তো এখানে বসে গেলাম। আমরা আপনার সাথে প্রাণ দিয়ে লড়ব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের একটা চোখও দেখতে পাবে।"

কিন্তু লড়াই সম্পর্কে কোন ফয়সালা আনসারদের মতামত না জেনে করা যায় না। কেননা এতদিন পর্যন্ত সামরিক ক্ষেত্রে তাদের কোন সাহায্য লওয়া হয়নি। ইসলামের সমর্থন করার যে ওয়াদা তারা প্রথম দিন করেছিল, তা তারা কতদূর পালন করতে প্রস্তুত, তার পরীক্ষার এটাই প্রথম সুযোগ। এ কারণে সরাসরি তাদের সম্বোধন না করে রসূল করীম (সঃ) প্রশ্নটি আবার পেশ করলেন। তখন সায়াদ ইবনে মুয়ায উঠলেন এবং বললেনঃ "সম্ভবতঃ রসূল (সঃ) আমাদের নিকটই প্রশ্নটি পেশ করেছেন?" তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ' তখন সায়াদ বললেনঃ

– " আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি, , আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তা চিরন্তন সত্য। আপনার কথা শোনা ও মেনে নিতে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আপনার নিকট। অতএব হে আল্লাহর রসূল, আপনি যা কিছু ইচ্ছা করেছেন তা করুন। যে আল্লাহ আপনাকে মহাসত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ, আপনি যদি আমাদের নিয়ে সামনে সমুদ্রের নিকট পৌছান এবং আপনি তাতে ঝাপিয়ে পড়েন, তা হলে আমরাও আপনার সঙ্গে ঝাপিয়ে পড়ব এবং আমাদের একজনও পিছনে পড়ে থাকবে না। আপনি যদি কাল আমাদের নিয়ে দুশমনের মুকাবিলায় যান, তবে তা আমাদের জন্যে মোটেই দুঃসহ হবেনা। যুদ্ধে আমরা দৃঢ় ও অটল থাকব। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমরা সত্যনিষ্ঠা সহকারে প্রাণ উৎসর্গ করব। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ আমাদের দিয়ে আপনার এমন কিছু দেখিয়ে দেবেন, যা দেখতে পেয়ে আপনার চক্ষু খুশীতে শীতল হবে। কাজেই আল্লাহর বরকতের উপর নির্ভর করে আমাদের নিয়ে রওনা হন।"

এই সব ভাষণের পর ঠিক হল যে, বাণিজ্য কাফেলার পরিবর্তে শত্রু সৈন্যবাহিনীরই মুকাবিলা করতে হবে। কিন্তু এটা কোন সাধারণ সিদ্ধান্ত ছিলনা। এই কঠিন মুহূর্তে যারা লড়াই করতে প্রস্তুত হচ্ছিল তাদের সংখ্যা ছিল তিন শতের কিছু বেশী (৮৬ জন মুহাজির, আওস গোত্রের ৬১ জন এবং খাজরাজ গোত্রের ১৭০ জন) । এদের মধ্যে মাত্র দু-তিন জনের নিকট যুদ্ধের ঘোড়া ছিল। আর অবশিষ্ট লোকদের জন্যে ৭০টির বেশী উট ছিল না। ফলে এক একটি উটে তিন-তিন জন চার-চারজন অদল বদল করে সওয়ার হচ্ছিল। যুদ্ধের সরঞ্জামও ছিল একেবারে অকিঞ্চিত। শুধু ৬০ জনের নিকট লৌহ বর্ম ছিল। এই কারণে কয়েকজন প্রাণ উৎসর্গকারী মুজাহিদ ব্যতীত এই মারাত্মক অভিযানে গমনকারীর অধিকাংশ লোক সন্ত্রস্ত বোধ করছিল। তাদের মনে হল, তারা জেনে-বুঝে মৃত্যুর মুখে ঝাপ দিচ্ছে। কিছু সংখ্যাক সুবিধাবাদী লোক যদিও ঈমান এনেছিল কিন্তু জান-মালের ক্ষতি হতে পারে এমন ঈমানে তারা বিশ্বাসী ছিল না। তাদের কেউ কেউ এই অভিযানকে 'পাগলামী' আখ্যা দিতেও ত্রুটি করেনি। তাদের ধারণা ছিল যে, ধর্মীয় মানসিকতা এদের পাগল করে দিয়েছে। কিন্তু নবী এবং সত্যিকার ঈমানদার মুসলমান মনে করতেন, প্রাণ উৎসর্গ করার এটাই উপযুক্ত সময়। এ জন্যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তারা বেরিয়ে পড়ল। তারা সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কুরাইশ সৈন্যদের আগমনের পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। অথচ প্রথমেই বাণিজ্য কাফেলা লুট করার উদ্দেশ্য থাকলে তাদের উত্তর-পশ্চিমে দিকেই অগ্রসর হওয়া উচিৎ ছিল।

১৭ই রমজান বদর নামক স্থানে উভয় পক্ষের মুকাবিলা হয়। যখন উভয় পক্ষ মুখোমুখী দাঁড়াল এবং নবী করীম (সঃ) লক্ষ্য করলেন যে, তিনজন কাফেরের মুকাবিলায় একজন মুসলমান তাও পুরামাত্রায় অস্ত্র সজ্জিত নহে, তখন তিনি আল্লাহর সামনে হাত তুললেন এবং ঐকান্তিক বিনয় ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আরজ করতে শুরু করলেঃ - "হে আল্লাহ, এ দিকে কুরাইশরা নিজেদের অহংকারের যাবতীয় উপকরণ নিয়ে উপস্থিত। এরা তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে এসেছে। হে আল্লাহ!

এখনই আসুক তোমার সেই মদদ, যার ওয়াদা তুমি আমার নিকট করেছিলে। হে আল্লাহ, আজ যদি এই মুষ্টিমেয় লোক ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে ভু-পৃষ্ঠে তোমার ইবাদতের আর কেউ থাকবে না।

এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে মক্কার মুহাজিরগণ। কেননা তাদেরই আপন ভাই বন্ধুরা কাতারবন্দী হয়ে দাড়িয়েছিল এবং নিজ হাতেই নিজের প্রাণের টুকরাকে টুকরা টুকরা করতে হবে। এই মর্মান্তিক পরীক্ষায় কেবল তারাই উত্তীর্ণ হতে পারে, যারা বুঝে শুনে অন্তরের অন্তস্থল হতেই মহান সত্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং যারা বাতিল এর সাথে সমস্ত সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করতে প্রস্তুত হয়েছিল। অপরদিকে আনসারদের পরীক্ষার ও কম কঠিন ছিলনা। এতদিন পর্যন্ত আরবের সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী গোত্র কুরাইশ ও তার গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে নিজেদের জায়গায় আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু এখন তো তারা ইসলামের সাহায্য সমর্থনে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ময়দানে নেমেছে। এর অর্থ এই ছিল যে, একটি ক্ষুদ্র জনপদ যার অধিবাসীদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশী নয়- সমগ্র আরব শক্তির সঙ্গে লড়াই শুরু করেছে। এরূপ দুঃসাহস কেবল তারাই করতে পারে, যারা ঈমানের জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে কিছুমাত্র পরোয়া করে না। শেষ পর্যন্ত তাদের নিষ্ঠা ও সত্যতা আল্লাহর সাহায্য লাভে সক্ষম হয় এবং কোরাইশরা তাদের শক্তির বিপুল দম্ভ সত্ত্বেও সহায়-সম্বলহীন আত্মোৎসর্গীকৃত লোকদের হাতে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। তাদের ৭০ জন মুসলানদের হাতে বন্দী হয় এবং তাদের যাবতীয় যুদ্ধ-সরঞ্জাম গণীমতের মাল হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়। কুরাইশদের যে সব সরদার গোত্রপতি- যাদের গোত্রীয় সম্পদ ও গৌরব ছিল এবং যারা ইসলাম বিরোধী আন্দোলনে প্রবল প্রাণ শক্তির অধিকারী ছিল, তারা সকলেই এই যুদ্ধে শেষ হয়ে গেল। এই চুড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী বিজয়ে সমগ্র আরব দেশে ইসলামকে একটি উল্লেখ্য ও সমীহযোগ্য শক্তিতে পরিণত করল। এই প্রসংগে জনৈক পশ্চিমী লেখক লিখেছেনঃ "বদর যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম ছিল শুধু একটি ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ, আর বদর যুদ্ধের পরে তা রাষ্ট্রীয় ধর্ম বা স্বয়ং রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হল।"

আলোচ্য বিষয়

কুরআন মজীদের বর্তমান সূরায় এই ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার রাজা-বাদশারা যুদ্ধ বিজয়ের পর স্বীয় সৈন্য বাহিনী সম্পর্কে যেভাবে পর্যালোচনা সমালোচনা করে, এই পর্যালোচনা তা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এতে প্রথমতঃ সেই দোষত্রুটি গুলোর প্রতি অংগুলি সংকেত করা হয়েছে নৈতিকতার দিক দিয়ে যা এখনো মুসলমানদের মধ্যে অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল। এই পর্যালোচনায় তাদেরকে আরো অধিক পূর্ণত্ব লাভের জন্যে চেষ্টা করার আহবান জানানো হয়েছে।

পরে এই বিজয়ে আল্লাহর রহমত কতটুকু শামিল ছিল তা চিন্তার আহবান জানানো হয়েছে। নাযিল হয়েছিল। যেন তারা নিজেদের সাহস-হিম্মত ও বাহাদূরীর ফল মনে করে অযথা গৌরবে স্ফীত হয়ে না ওঠে। বরং আল্লাহর উপর যেন অত্যাধিক তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতা করতে শেখে এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করার প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এরপর যে উচ্চতর নৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য মুসলমানদেরকে হক ও বাতিলের এই প্রত্যক্ষ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নামানো হয়েছিল, তার বিশ্লেষণ করা হয়। যে সব নৈতিক গুণের কারণে তারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল, তারও আলোচনা করা হয়। মুশরিক, মুনাফিক ও ইয়াহুদী এবং যে সব লোক বন্দী

হয়ে এসেছিল তাদেরকে সম্বোধন করে শিক্ষা প্রদ পন্থায় ও ধরণে কথা বলা হয়।

যুদ্ধে হস্তগত মাল-সামান সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। এই প্রসংগে মুসলমানদের নসীহত করা হয়েছে যে, ও গুলিকে নিজস্ব মাল মনে করবে না, বরং আল্লাহর বলে মনে করবে। আল্লাহ এতে তাদের জন্য যে অংশ ঠিক করে দিবেন, শুকরিয়া জানিয়ে তা গ্রহণ করবে এবং যা আল্লাহ নিজের কাজের জন্য ও গরীব বান্দাদের সাহায্যার্থে নির্দিষ্ট করবেন, তা মনের সন্তোষ ও আগ্রহ সহকারেই দিয়ে দেবে।

যুদ্ধ ও সন্ধির আইন সংক্রান্ত কতকগুলি নৈতিক হেদায়াত দান করা হয়। ইসলামী আন্দোলনের এই পর্যায়ে প্রবেশ করার পর এই হেদায়াত দান ছিল অত্যন্ত জরুরী। যেন মুসলমানরা যুদ্ধ ও সন্ধির ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের সব নিয়ম-প্রথা পরিহার করে, দুনিয়ায় তাদের নৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থাপিত হয় এবং ইসলাম প্রথম দিন হতেই নৈতিকতার উপর কর্মজীবন প্রতিষ্ঠিত করার যে দাওয়াত দিচ্ছে-বাস্তব কর্মজীবনে তার ব্যাখ্যা ও রূপ কি দাঁড়ায় তা যেন দুনিয়ার মানুষ স্পষ্ট দেখতে পায়। পরে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইনের কতকগুলি ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দারুল ইসলামের অধিবাসী মুসলমানদের আইনগত মর্যাদা তার বাইরের মুসলমানদের হতে পৃথক করে দেওয়া হয়।

آيَاتُهَا ٧٥ (٨) سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ رُكُوعَاتُهَا ١٠

১০ তার রুকু (সংখ্যা) মাদানী আ'নফাল সূরা (৮) ৭৫ তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا

তোমাকে তারা জিজ্ঞাসা করে সম্পর্কে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বল যুদ্ধলব্ধমাল আল্লাহর জন্য ও রসূলের (জন্যে) তোমরা অতএব ভয়কর

اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗۤ

আল্লাহকে ও তোমরা সংশোধনকর অবস্থা তোমাদের মধ্যকার এবং তোমরা আনুগত্যকর আল্লাহর ও তাঁর রসূলের

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝١ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ

যদি তোমরা হও ঈমানদার প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার (তারাই) যারা (এমনযে) যখন স্মরণ করাহয়

اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ

আল্লাহর কেঁপে উঠে তাদের অন্তরগুলো এবং যখন পাঠকরা হয় তাদের নিকট তাঁরআয়াত গুলো তাদের বৃদ্ধিপায়

اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝٢

ঈমান ও উপর তাদের রবের তারা ভরষা করে

১. তোমার নিকট গণীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে[১]? বলঃ "এই গণীমতের মাল তো আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের! অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্কে সঠিক রূপে গড়ে নাও। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক[২]।" ২. প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যাদের দিল আল্লাহর স্মরণের-কালে কেঁপে উঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের আল্লাহর উপর আস্থা এবং নির্ভরতা রাখে।

১.'আনফাল' হচ্ছে নফল'-এর বহুবচন। আরবী ভাষায় আবশ্যিক ও 'হক' এর অতিরিক্ত জিনিসকে নফল বলে। অধীনস্তের পক্ষ থেকে 'নফল' হচ্ছে সেই ঐচ্ছিক খেদমত- যা একজন বান্দা তার প্রভুর জন্য সন্তোষের সংগে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তার নির্ধারিত কর্তব্য অপেক্ষা অতিরিক্ত করে- যথা নামায।.এবং প্রভুর পক্ষে নফল হচ্ছে ঃ যে দান বা পুরস্কার প্রভুর ভক্তকে তার প্রাপ্য 'হক' অপেক্ষা অতিরিক্ত করে। এখানে 'আনফাল' অর্থ সেই যুদ্ধলব্ধ মাল, যা মুসলমানরা বদর যুদ্ধে লাভ করেছিল। "এ মাল তোমাদের উপার্জনের ফল নয়, বরং এ হচ্ছে আল্লাহতা'আলার অতিরিক্ত অনুগ্রহ ও পুরস্কার যা তিনি তোমাদের দান করেছেন"- এ কথা মুসলমানদের অন্তরে ভালভাবে বুঝবার জন্য এ মালকে 'আনফাল' বলা হয়েছে।.২. এ কথা বলার কারণ, এই মাল বন্টন সম্পর্কে কোন হুকুম আসার পূর্বে মুসলমানদের বিভিন্ন গোষ্ঠি তাদের নিজ নিজ অংশের জন্য দাবী উপস্থাপন করতে শুরু করেছিল।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ③

যারা | কায়েম করে | নামাজ | ও | (তা)হতে যা | তাদের আমরা রিযক দিয়েছি | তারা খরচ করে

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

ঐসব(লোক) | তারাই | ঈমানদার | প্রকৃত | তাদেরজন্যে (রয়েছে) | মর্যাদাসমূহ | কাছে | তাদের রবের

وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ④ كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ

ও | ক্ষমা | ও | রিযিক | সম্মানজনক | যেমন | তোমাকে বের করেছিলেন | তোমার রব | থেকে

بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۪ وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ⑤

তোমার ঘর | ন্যায়ভাবে | এবং | নিশ্চয়ই | একদল | মধ্যহতে (ছিল) | মু'মিনদের | অবশ্যই অপছন্দ কারী

يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ

তোমারসাথে তারা বিতর্ক করে | ব্যাপারে | সত্যের | পরেও | তা | সুস্পষ্ট হওয়ার | যেন | তারা চালিত হচ্ছে

اِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُوْنَ ⑥ وَ اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ

দিকে | মৃত্যুর | এ অবস্থা (যেন) | তারা | প্রতক্ষ করছে (মৃত্যু) | এবং | যখন | তোমাদের ওয়াদা দিয়েছিলেন | আল্লাহ

اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ

একটির | দুইদলের (মধ্যে) | তা যে | তোমাদের জন্য (আওতাধীন হবে)

---

৩. তারা নামায কায়েম করে আর যা কিছু আমরা তাদেরকে দিয়েছি তা হতে (আমাদের পথে) খরচ করে। ৪. এই লোকেরাই সত্যিকার মু'মিন। তাদের জন্য তাদের রবের নিকট খুবই উচ্চ মর্যাদা রয়েছে; আছে অপরাধের ক্ষমা ও অতি উত্তম রেযেক। ৫. (এই গণীমতের মালের ব্যাপারে সে রকম অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল তখন, যখন) তোমার আল্লাহ তোমাকে সত্য সহকারে তোমার ঘর হতে বের করে এনেছিলেন এবং মু'মিনদের একটি দলের নিকট এ ছিল খুবই দুঃসহ। ৬. তারা এই সত্যের ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করতেছিল। অথচ তা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছেল। তাদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা যেন দেখে দেখে মৃত্যুর দিকে তাড়িত হতেছিল। ৭. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ তোমার নিকট ওয়াদা করেছিলেন যে দুইটি দলের মধ্যে একটি তোমরা পাবে[৩]।

---

৩. অর্থাৎ কোরেশদের ব্যবসায়ী দল যা সিরিয়ার দিক হতে আসছিল, বা কোরেশদের সেনাবাহিনী যা মক্কা থেকে আসছিল।

وَ تَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَ يُرِيْدُ

অথচ তোমরা চেয়েছিলে যে(ব্যবসায়ী দলটি) নয় অস্ত্রধারী (দলটি) তা হবে (সংঘর্ষশীল) কিন্তু তোমদের জন্যে চান

اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٧

আল্লাহ সত্যে পরিণত করতে সত্যকে তাঁর বাণীসমূহ দিয়ে এবং কাটবেন জড় কাফেরদের

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝٨

সত্যে পরিণত করেন যেন সত্যকে ও বাতিলে পরিণত করেন বাতিলকে এবং যদিও (তা) অপছন্দ করে অপরাধীরা

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ

যখন তোমরা সাহায্য (স্মরণকর) চেয়েছিলে তোমাদের রবের কাছে তিনি তখন ডাকে সাড়াদিলেন তোমাদের (এভাবে)যে আমি তোমাদের সাহায্য করছি

بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝٩ وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ

মধ্যহতে ফেরেশতাদের ধারাবাহিক ভাবে আগত এবং না তা করেছিলেন আল্লাহ

اِلَّا بُشْرٰى وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا

এছাড়া সুসংবাদ হিসেবে এবং প্রশান্ত হয় যেন তা দিয়ে তোমাদের অন্তরসমূহ এবং না সাহায্য (আসে) এছাড়া

مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝١٠

হতে নিকট আল্লাহর নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ

ع ১০ ১৫

তোমরা চেয়েছিলে যে দুর্বল দলটি তোমরা পাবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এই ছিল যে, তিনি তাঁর বাণীসমূহের দিয়ে সত্যকে সত্যরূপে প্রতিভাত করে দেখাবেন, এবং কাফেরদের শিকড় কেটে দিবেন, ৮. যেন সত্য সত্য হয়ে ভেসে উঠে ও বাতিল বাতিল প্রমাণিত হয়; পাপী লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন। ৯. আর সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে। উত্তরে তিনি বললেন যে, আমি তোমাদের সাহায্যে পরপর একহাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি। ১০. এই কথা আল্লাহ তোমাদের কেবল মাত্র এই জন্য বললেন, যেন সুসংবাদ পাও এবং তোমাদের দিল নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত হয়। নতুবা সাহায্য যখনই হয় আল্লাহর নিকট হতেই হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল ক্ষমতাশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ।

রুকু-০২ ১১. আর সেই সময়ের কথাও (স্মরন কর), যখন আল্লাহতা'আলা নিজের তরফ হতে তন্দ্রার আকারে তোমাদের উপর শান্তি ও নিশ্চন্ততার অবস্থা সৃষ্টি করতেছিলেন[৪]। এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছিলেন এই জন্য যে, তিনি তোমাদের পবিত্র করবেন এবং শয়তানের নিক্ষিপ্ত ময়লা ও অপবিত্রতা তোমাদের হতে দূর করবেন; এবং তোমাদের সাহস বৃদ্ধি করবেন। আর এর সাহায্যে তোমাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। ১২. আর সেই সময়ের কথাও, যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের প্রতি ইশারা করে বলতেছিলেনঃ "আমি তোমাদের সংগেই রয়েছি, তোমরা ঈমানদারদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাখ, আমি এখনই এই কাফেরদের দিলে ভীতির উদ্রেক করে দিচ্ছি। অতএব তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত হান এবং জোড়ায় জোড়ায় আঘাত লাগাও[৫]"

৪. ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের এই একই প্রকারের অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, সূরা আল-ইমরানে ৫৪ আয়াতে তা উল্লেখিত হয়েছে। ৫. বদর যুদ্ধের যে ঘটনাগুলিকে এ পর্যন্ত এক এক করে স্মরণ করানো হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে- 'আনফাল' শব্দটির তাৎপর্য পরিস্ফুট করা। প্রথমে এরশাদ করা হয়েছে যে এই যুদ্ধলব্ধ ধনকে নিজেদের প্রাণপাতের ফল মনে করে এর মালিক ও মোখতার হয়ে বসছো কি?- এতো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'আলার অনুগ্রহের দান, এবং দানকারী প্রভু নিজেই এর মালিক ও মোখতার। এখন এর প্রমাণস্বরূপ এই ঘটনাগুলো এক এক করে উল্লেখ করা হয়েছে যে তোমরা নিজেরাই হিসাব করে বোঝ- এই বিজয়ে তোমাদের নিজেদের প্রাণপাত, সাহসিকতা ও বীরত্বের কতটুকু অংশ ছিল এবং আল্লাহতা'আলার অনুগ্রহদানের কতটা অংশ। সুতরাং কিভাবে এখন বন্টন করা হবে তা ঠিক করা তোমাদের কাজ নয়, সে কাজ হচ্ছে আল্লাহতা'আলার।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ۚ وَ مَنْ يُّشَاقِقِ

বিরোধীতা যে এবং তাঁর ও আল্লাহর তারা বিরোধিতা এজন্যে যে এটা
করে রসূলের করেছিল

اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذٰلِكُمْ

তোমাদের দন্ডদানে কঠোর আল্লাহ সেক্ষেত্রে তাঁর ও আল্লাহর
এটাই(শাস্তি) নিশ্চয়ই রসূলের

فَذُوْقُوْهُ وَ اَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾ يٰۤاَيُّهَا

ওহে আগুনের শাস্তি কাফেরদের বাস্তবিকই এবং তার তোমরা এখন
জন্যে(রয়েছে) স্বাদ নাও

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا

(সৈন্য) কুফরী (তাদের) তোমরা যখন ঈমান যারা
বাহিনী হিসেবে করেছে যারা সম্মুখীন হও এনেছ

فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَ مَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ

তাবপৃষ্ঠ সেদিন তাদের দিকে যে এবং পৃষ্ঠসমূহকে তাদেরদিকে তখন
ফিরাবে ফিরাবে না

اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ

সে পরিবেষ্টিত তাহলে অপর সাথে মিলিত হওয়ার অথবা যুদ্ধের জন্যে কৌশল গ্রহণ এছাড়া
হবে নিশ্চয়ই দলের (জন্যে) (হিসেবে) যে

بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾

গন্তব্য কত এবং জাহান্নাম তার আশ্রয়স্থল এবং আল্লাহর পক্ষ গজব
স্থল নিকৃষ্ট (তা) (হবে) হতে দিয়ে

১৩. এটা এজন্যে কর যে, তারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে মুকাবিলা করেছে। আর যারাই আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে মুকাবিলা করবে, আল্লাহ তাদের জন্য বড়ই কঠোর– ১৪. এই[৬] তোমাদের শাস্তি ; এখন এর স্বাদ গ্রহণ কর। তোমাদের জানা উচিত যে মহান সত্যকে অস্বীকার-অমান্যকারীদের জন্য দোযখের আযাব রয়েছে। ১৫. হে ঈমানদার লোকেরা,তোমরা যখন এক সৈন্য-বাহিনীরূপে কাফেরদের মুখোমুখি হও তখন তাদের মোকাবেলা করা হতে কখনো পিছপা হবে না। ১৬. এরূপ অবস্থায় যে লোক পিছে ফেরে- যুদ্ধ কৌশল হিসেবে কিংবা অপর বাহিনীর সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে, তা হলে অন্য কথা– সে নিশ্চয়ই আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হবে। জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা, আর তা বড়ই খারাব গন্তব্যস্থল।

৬. এই বাক্যাংশ কোরেশী কাফেরদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যারা বদরে পরাজিত হয়েছিল।।

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ

আসলে তোমরা হত্যা করনাই তাদেরকে কিন্তু আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন এবং না তুমি নিক্ষেপ করেছিলে(কংকর)

اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ

যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে কিন্তু আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন এবং পরীক্ষার করার জন্যে মু'মিনদেরকে তাহতে

بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۷﴾ ذٰلِكُمْ وَ

পরীক্ষা উত্তম নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন সবকিছু জানেন আর তোমাদের(সাথে) এ(আচারণ)

اَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۸﴾ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا

(কাফেরদের সাথে এরূপ)যে আল্লাহই দুর্বলকারী কৌশল কাফেরদের (হে কাফেররা) যদি তোমরা ফয়সালা চাও

فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَ اِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

তবে নিশ্চয়ই তোমাদের এসেছে ফয়সালা এবং যদি তোমরা বিরতহও তা হবে উত্তম তোমাদের জন্যে

وَ اِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ

এবং যদি তোমরা পুনরাবৃত্তি কর পুনরাবৃত্তি করব আমরা এবং কক্ষণ না কাজে আসেবে তোমাদের জন্যে তোমাদের দল-বল

شَيْـًٔا وَّ لَوْ كَثُرَتْ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۹﴾

কিছুমাত্রই আর যদি অধিকও হয় (তবুও) এবং (জেনেরেখ) যে আল্লাহ সাথে (আছেন) মু'মিনদের

১৭. অতএব সত্য কথা এই যে, তোমরা তাদের হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। আর তুমি নিক্ষেপ করনিঃ বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন[৭]। (আর এই কাজে মু'মিনদের হাত ব্যবহার করা হয়েছে) এই জন্য যে, আল্লাহতা'আলা মু'মিনদেরকে এক সুন্দরতম পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন। ১৮. এ তো তোমাদের সাথের ব্যাপার। কাফেরদের সাথে আচরণ এরূপ যে, আল্লাহ কাফেরদের অপকৌশলসমূহ বলহীন করবেন। ১৯. (এই কাফেরদের বল)ঃ "তোমরা যদি ফয়সালা চাও, তবে গ্রহণ কর; ফয়সালা তোমাদের সামনে এসেছে[৮], আর যদি বিরত হও। এটা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর। অন্যথায় সেই নির্বুদ্ধিতারই পুনরাবৃত্তি করলে আমরাও সেই শাস্তিরই পুনরাবৃত্তি করব। আর তোমাদের বাহিনী যত বেশীই হোকনা কেন, তোমাদের কোন কাজে আসতে পারবে না। আল্লাহ তো ঈমানদার লোকেদের সাথে রয়েছেন।"

৭. বদর যুদ্ধে যখন মুসলমান ও কাফেররা পরস্পরের সম্মুখীন হলো ও সাধারণ ঘাত-প্রত্যাঘাতের সময় এলো তখন নবী করীম (সঃ) এক মুষ্টি বালু হাতে নিয়ে কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করেন এবং সংগে সংগে তাঁর আদেশে মুসলমানরা কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে এই ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ হাত তো ছিল রসুলুল্লাহর কিন্তু আঘাত ছিল আল্লাহর পক্ষথেকে। ৮. মক্কা থেকে যাত্রা করার সময় মুশরেকরা কাবার পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিল- 'আল্লাহ'! দুই দলের মধ্যে উত্তম দলকে তুমি বিজয় দান কর।"

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ

ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও তাঁর রসূলের এবং

لَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَ لَا تَكُوْنُوْا

না তোমরা মুখ ফিরাবে তাহতে যখন তোমরা শ্রবণকরছ এবং না তোমরা হয়ো

كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ هُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢١﴾ اِنَّ شَرَّ

(তাদের)মত যারা বলেছিল আমরা শুনলাম অথচ তারা না শ্রবন করে নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট

الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

জীবগুলোর (মধ্যে) কাছে আল্লাহর (এসব) বধির বোবা যারা না বুদ্ধি কাজে লাগায়

وَ لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَ لَوْ اَسْمَعَهُمْ

এবং যদি জানতেন আল্লাহ তাদের মধ্যে (রয়েছে) কোন কল্যাণ অবশ্যই তাদের শুনাতেন এবং যদি তাদের শুনাতেনও

لَتَوَلَّوْا وَّ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا

তারা অবশ্যই মুখ ফিরাত ও তারা উপেক্ষা করতো ওহে যারা ঈমান এনেছে তোমরা সাড়া দাও

لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَ اعْلَمُوْٓا

আল্লাহর ও রসূলের (ডাকে) যখন তোমাদেরকে তিনি ডাকেন (তাই) যা তোমাদেরকে জীবনদান করবে এবং তোমরা জেনেরাখ

اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهٖ وَ اَنَّهٗٓ اِلَيْهِ

যে আল্লাহ অন্তরায় হয়ে থাকেন মাঝে ব্যক্তি ও তার অন্তরের এবং (এও) যে তাঁরই দিকে

تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

তোমাদের একত্রিত করা হবে

রুকু-০৩ ২০. হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, এবং আদেশ শুনার পর তা অমান্য করোনা। ২১. তাদের মত হয়ো না, যারা বলেছিলঃ আমরা শুনলাম কিন্তু আসলে তারা শোনেনা। ২২. নিশ্চিতই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান– বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। ২৩. আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কোনরূপ কল্যাণ নিহিত আছে, তবে তিনি অবশ্যই তাদেরকে শুনার তওফীক দিতেন (কিন্তু এই কল্যাণ ব্যতীত) তিনি যদি তাদেরকে শুনতে দিতেন, তবে তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চলে যেত। ২৪. হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও। যখন রসূল তোমদেরকে ডাকেন সেই জিনিসের দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ ব্যক্তি ও তার দিলের মাঝখানে অন্তরায় এবং তাঁরই দিকেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

وَ اتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً

ও, তোমরা দূরেথাক, ফিতনা (হতে), (যা) না, (শুধু) পৌছবে, (তাদেরকে) যারা, যুলম করেছে, তোমাদের মধ্যহতে, বিশেষ ভাবে

وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ وَ اذْكُرُوْا اِذْ

এবং, তোমরা জেনেরাখ, যে, আল্লাহ, কঠোর, দন্ডদানে, এবং, তোমরা স্মরণকর, যখন

اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ

তোমরা (ছিলে), স্বল্প (সংখ্যক), দূর্বল মনেকরা হতো, উপর, যমীনের, তোমরা ভয় করতে

اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَ

যে, তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে, লোকেরা, তোমাদেরকে তখন তিনি আশ্রয়দেন, ও, তোমাদের শক্তিশালী করেন, তাঁর সাহায্য দিয়ে, ও

رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

তোমাদেরকে রিযিকদেন, হতে, পবিত্র জিনিস গুলো, তোমরা যাতে, শোকর কর, ওহে, যারা

اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ

ঈমান এনেছ, না, তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গকরো, আল্লাহর, ও, রসূলের, এবং, তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করো (না), তোমাদের আমানতসমূহের

وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

যখন, তোমরা, জান

২৫. এবং দূরে থাক সেই ফেতনা হতে, যার অশুভ পরিণাম বিশেষভাবে কেবল সেই লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তোমাদের মধ্যে যারা গুনাহ করেছে[৯]। আর জেনে রাখ, আল্লাহ বড় কঠোর শাস্তিদানকারী। ২৬. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন তোমরা ছিলে খুবই অল্প সংখ্যক, যমীনে তোমাদেরকে প্রভাব প্রতিপত্তিহীন মনে করা হতো। তোমরা ভয় করছিলে যে, লোকেরা তোমাদের না নিশ্চিহ্ন করে দেয়! পরে আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয়স্থল জোগাড় করে দিলেন, নিজের দেওয়া সাহায্য দিয়ে তোমাদের হাতকে মজবুত করে দিলেন এবং তোমাদেরকে উত্তম রেযেক দান করিলেন, যাতে তোমরা শোকর কর।২৭. হে ঈমানদান লোকেরা, জেনে শুনে তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাস ভংগ করো না। নিজেদের আমানতের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্রয় দিওনা[১০]।

৯. এর অর্থ হচ্ছে- সেই সামগ্রিক ফেতনা যা মহামারীর ন্যায় ব্যাপক ধ্বস নিয়ে আসে যাতে মাত্র পাপী লোকেরা গ্রেফতার হয় না, বরং তারাও মারা পড়ে যারা সেই পাপী সমাজ- পরিবেশে বাস করাকে নিজেদের জন্য সহনীয় করে নেয়। ১০. নিজেদের 'আমানত সমূহ' বলতে সেই সমস্ত দায়িত্ব বুঝাচ্ছে, যা- কারুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে সোপর্দ করা হয় তা- সেগুলি প্রতিজ্ঞা পালনের দায়িত্ব হতে পারে, দলগত প্রতিশ্রুতি হতে পারে বা দলের গুপ্ত ব্যাপার হতে পারে বা ব্যাক্তিগত ও দলগত ধন-সম্পদ, বা কোন পদের দায়িত্বও হতে পারে যা কারো প্রতি আস্থা স্থাপন করে তাকে অর্পন করা হয়।

২৮. আর জেনে রেখো, তোমাদের মাল ও তোমাদের সন্তান প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র। আল্লাহর নিকট প্রতিফল দানের জন্য অনেক কিছুই রয়েছে। **রুকু-০৪** ২৯. হে ঈমানদান লোকেরা তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন কর, তা হলে আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায় অন্যায় পার্থক্যের কষ্টিপাথর দান করবেন[১১], তোমাদের দোষ-ত্রুটি তোমাদের হতে দূর করে দিবেন, আর তোমাদের অপরাধ মাফ করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল। ৩০. সেই সময়ও স্মরণীয়, যখন সত্যের অমান্যকারীরা তোমার বিরুদ্ধে নানা কৌশল চিন্তা করছিল যে, তোমাকে বন্দী করবে কিংবা হত্যা করবে, অথবা দেশ হতে নির্বাসিত করবে[১২]। তারা নিজেদের ষড়যন্ত্রের চাল চেলেছিল, আর আল্লাহ তাঁর নিজের চাল চেলেছিলেন; অবশ্যই আল্লাহর চাল সবচেয়ে বড়।

১১. কষ্টিপাথর সেই জিনিসকে বলে যা খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে। 'ফোরকান' -এর অর্থও তাই। এজন্য আমি 'ফোরকান' এর অনুবাদ করেছি কষ্টিপাথর। আল্লাহতা'আলার এরশাদের তাৎপর্য হচ্ছেঃ যদি তুমি পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে কাজ কর তবে আল্লাহতা'আলা তোমরা মধ্যে সেই পার্থক্য করার বোধ শক্তি সৃষ্টি করে দেবেন যা দিয়ে পদে পদে তুমি নিজেই এটা জানতে ও বুঝতে পারবে যে কোন কাজ সঠিক ও কোনটি ভুল, কোন পথ সত্য ও আল্লাহর দিকে গিয়েছে এবং কোন পথ মিথ্যা এবং শয়তানের সংগে মিলিত হয়েছে। ১২. এখানে সেই সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যখন কোরেশদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে মোহাম্মদ (সঃ)ও এবার মদীনায় চলে যাবেন । সেই সময়ে তারা নিজেদের মধ্যে বালাবলি করতে শুরু করে যে যদি এ ব্যক্তি মক্কা হতে সরে পড়ে তবে বিপদ আমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে। সুতরাং তারা তাঁর সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে একটি বৈঠক আহ্বান করে কিভাবে এই বিপদাশংকা দূর করা যেতে পারে সে বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শ করলো।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ

এবং যখন পাঠকরা হয় তাদের নিকট আমাদের আয়াতগুলো তারা বলে নিশ্চয়ই শুনলাম আমরা যদি ইচ্ছে করি আমরা

لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣١﴾

আমরা অবশ্যই বলতে পারি মত এই (আয়াতগুলোর) নয় এটা এছাড়া উপকথাগুলো পূর্বকালের লোকদের

وَ اِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ

এবং (স্মরণকর) যখন তারা বলেছিল হে আল্লাহ্‌ যদি হয় এটা সেই সত্য হতে তোমার নিকট

فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ

তবে বর্ষণকর আমাদের উপর পাথর হতে আকাশ অথবা আমাদের উপর আন আযাবকে

اَلِيْمٍ ﴿٣٢﴾ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ ؕ وَ

মর্মন্তুদ এবং না হয় (এমন যে) আল্লাহ্‌ তাদেরকে আযাব দিবেন যখন তুমি তাদের মধ্যে (উপস্থিত আছে) এবং

مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ مَا

না হয় (এমনও যে) আল্লাহ্‌ তাদেরকে আযাবদানকারী অথচ তারা ক্ষমা চাচ্ছে এবং (এখন এমন) কি (রয়েছে)

لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَ هُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ

তাদের জন্য যে না তাদের আযাব দিবেন আল্লাহ্‌ আর (যখন তুমি নাই) তারা (পথ) রোধ করছে হতে

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ

মসজিদুল হারাম অথচ না তারা হল তার তত্ত্বাবধায়ক

৩১. তাদেরকে যখন আমাদের আয়াত শোনান হত, তখন তারা বলত, "হ্যাঁ, আমরা শুনেছি। আমরা ইচ্ছা করলে এরূপ কথা আমরাও বলতে পারি; এতো সেই পুরাতন কাহিনী যা পূর্ব হতেই লোকেরা বলে আসছে"। ৩২. তারা যে কথা বলেছিল তাও স্মরণ আছে যে, "হে আমার রব এ যদি বাস্তবিকই সত্য হয়ে থাকে, আর তোমার নিকট হতেই এসে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষাও, কিংবা কোন কঠিন পীড়াদায়ক আযাব আমাদের উপর নিয়ে আস।" ৩৩. তখন তো আল্লাহ্‌ তাদের উপর আযাব নাযিল করতে চাননি, যখন তুমি তাদের মধ্যে বর্তমান ছিলে। আর আল্লাহর এও নিয়ম নয় যে, লোকেরা ক্ষমা চাইবে, আর আল্লাহ্‌ তাদের উপর আযাব দিবেন। ৩৪. কিন্তু এখন তিনি তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না কেন, যখন তারা মসজিদুল হারাম-এর পথ রোধ করছে? অথচ তারা এর বৈধ 'তত্ত্বাবধায়ক' নয়।

إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

(প্রকৃতপক্ষে) না | তার তত্ত্বাবধায়ক | এছাড়া | (যারা) মুত্তাকী | কিন্তু | তাদের অধিকাংশ | না

يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً

জানে | এবং | নয় | তাদের নামাজ | কাছে | (কাবা) ঘরের | এছাড়া | শিস দেওয়া

وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

ও | করতালি বাজান | তোমরা অতএব স্বাদনাও | আযাবের | একারণে যা | তোমরা কুফরী করতেছিলে

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ لِيَصُدُّوا۟ عَن

নিশ্চয়ই | যারা | কুফরী করেছে | তারা খরচ করে | তাদের সম্পদসমূহকে | বাধা দেওয়ার জন্যে | হতে

سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً

পথ | আল্লাহর | তা তারা অতঃপর খরচ করতে থাকবে | এরপর | হবে | তাদের উপর | আফসোস

ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

এরপর | তাদের পড়াভূত করা হবে | এবং | যারা | কুফরী করেছে | দিকে | জাহান্নামের | তাদের একত্রিত করা হবে

لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ

পৃথক করেন যেন | আল্লাহ | অপবিত্রতাকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) | হতে | পবিত্রতা (অর্থাৎ মুমিনদের) | ও | রাখবেন | অপবিত্রতাকে

بَعْضَهُۥ عَلَىٰ بَعْضٍ

তার একে | উপর | অন্যের

তার বৈধ মুতাওয়াল্লী তো কেবল মুত্তাকী লোকেরা হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই কথা জানেনা। ৩৫. আল্লাহর ঘরের নিকট তারা কি বা নামায পড়ে? তারা তো শুধু শিসদেয় ও তালি পিটায়। কাজেই এখন আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর তোমাদের অস্বীকৃতি ও অমান্যের ফল স্বরূপ, যা তোমরা করছিলে। ৩৬. যে সব লোক পরম সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করার কাজে ব্যয় করে, আরো ভবিষ্যতে খরচ করতে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সব চেষ্টাই তাদের পক্ষে দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে। পরে তারা পরাজিতও হবে, আর পরে এই কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে পরিবেষ্টিত করে নিয়ে যাওয়া হবে। ৩৭. বস্তুতঃ আল্লাহ অপবিত্রতা হতে পবিত্রতাকে বেছে নিয়ে আলাদা করবেন, এবং সব রকমের অপবিত্রতাকে মিলিয়ে একত্রিত করবেন।

পরে তাদেরকে জমা করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। মূলতঃ এই লোকেরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। **রুকু-৫** ৩৮. হে নবী, এই কাফেরদের বল, এখনো যদি তারা ফিরে আসে তাহলে পূর্বে যা কিছু হয়েছে তা মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু তারা যদি পূর্বের সেই নীতি অনুসরণ করেই চলতে থাকে, তবে অতীত জাতিসমূহের যে পরিণতি হয়েছে, তা সকলেরই জানা আছে। ৩৯. হে ঈমানদার লোকেরা, এই কাফেরদের সাথে লড়াই কর, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরাপুরিভাবে আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়। পরে তারা যদি ফেতনা হতে বিরত থাকে, তবে তাদের আমল আল্লাহই দেখবেন। ৪০. আর তারা যদি না-ই মানে তবে জেনে রাখ আল্লাহই তোমাদের সর্বোত্তম অভিভাবক; তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ

তার এক পঞ্চমাংশ | আল্লাহর জন্যে | তা নিশ্চয়ই | (যা) কিছু | তোমরা গণীমত পেয়েছ | মূলতঃ | তোমরা জেনে রেখ | আর

وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِی الْقُرْبٰی وَ الْیَتٰمٰی وَ الْمَسٰكِیْنِ وَ

ও | দরিদ্রদের | ও | ইয়াতীমদের | ও | (তার) নিকট আত্মীয়দের | জন্যে | ও | রসূলের জন্যে | এবং

ابْنِ السَّبِیْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰی

উপর | আমরা অবতীর্ণ করেছি | যা | এবং | আল্লাহর উপর | তোমরা ঈমান এনে থাক | যদি | পথিকদের (জন্যে)

عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعٰنِ ؕ وَ اللّٰهُ

আল্লাহ | এবং | দুদলের (বদরের যুদ্ধে) | সাক্ষাতের | (অথাৎ) দিন | ফয়সালার | দিন | আমাদের বান্দার (অর্থাৎ রসূলের)

عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۴۱﴾ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْیَا

নিকটতর | উপত্যকার প্রান্তে | তোমরা (ছিলে) | (স্মরণকর) যখন | ক্ষমতাবান | কিছুরই | সব | উপর

وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰی وَ الرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ؕ

তোমাদের হতে | নিম্নভূমিতে | উষ্ট্রারোহীদল বানিজ্য কাফেলা | এবং | দুরবর্তী | উপত্যকার প্রান্তে | তারা (ছিল) | ও

وَ لَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِی الْمِیْعٰدِ ۙ

(যুদ্ধ) নির্ধারণের | ব্যাপারে | তোমরা অবশ্যই মতভেদ করতে | তোমরা পরস্পরে (যুদ্ধ)নির্ধারণকরতে | যদি | এবং

৪১. আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমরা যে গণীমতের মাল লাভ করেছ [১৩] তার এক-পঞ্চম অংশ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও পথিক-মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট; যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি, আর সেই জিনিসের প্রতি যা ফয়সালার দিন -অর্থাৎ উভয় সৈন্যবাহিনীর সম্মুখ-যুদ্ধের দিন আমরা আমাদের বান্দার প্রতি নাযিল করেছিলাম[১৪] (তাই এই অংশ খুশীর সংগে আদায় কর।) আল্লাহ সব জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। ৪২. স্মরণকর সেই সময়, যখন তোমরা প্রান্তরের এই দিকে ছিলে। আর তারা অপর দিকে শিবির রচনা করেছিল, এবং কাফেলা তোমাদের নিম্নস্থলে তীরের দিকে অবস্থিত ছিল। যদি পূর্ব হতেই তোমাদের ও তাদের মধ্য প্রত্যক্ষ যুদ্ধ অবধারিত হয়ে থাকত, তাহলে এই সময় তোমরা অবশ্যই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে।

---

১৩. এখানে সেই যুদ্ধ-লব্ধ ধন বন্টনের বিধি জানানো হয়েছে। ভাষণের সূচনাতে বলা হয়েছিল যে- এটা আল্লাহতা'আলার অনুগ্রহের দান ও সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার অধিকার হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের। এখন সেই সিদ্ধান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪. অর্থাৎ সেই সহায়তা-সাহায্য যার বদৌলতে তোমরা বিজয় লাভ করতে পেরেছ এবং যার বদৌলতে তোমাদের এই মালে-গণীমত লাভ হয়েছে।

কিন্তু যা কিছু ঘটেছে, তা এ জন্য যে, আল্লাহ যে বিষয়ের ফয়সালা করেছিলেন তা তিনি প্রকাশ করবেন-ই, যেন যাকে ধ্বংস হতে হবে সে যেন স্পষ্ট যুক্তির আলোকে ধ্বংস হয়, আর যাকে জীবিত থাকতে হবে, সেও যেন স্পষ্ট যুক্তির ভিত্তিতে জীবিত থাকে[১৪-ক]। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন। ৪৩. আর স্মরণ কর সেই সময়ের কথা হে নবী, যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে তাদেরকে অল্প সংখ্যক দেখালেন,[১৫] তিনি যদি তোমাকে তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন তা হলে তোমরা অবশ্যই সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে ঝগড়া শুরু করে দিতে। কিন্তু আল্লাহই তা হতে তোমাদের রক্ষা করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি মনের অবস্থা ভালভাবে জানেন।

১৪. ক) অর্থাৎ যে জীবিত থাকল, তার জীবিত থাকারই হক ছিল। আর যে ধ্বংস হল সে ধ্বংস হওয়ারই যোগ্য ছিল। এখানে ইসলাম টিকে থাকা ও জাহেলিয়াত ধ্বংস হওয়ার যথার্থতার কথাই বলা হয়েছে। ১৫. এ হচ্ছে সেই সময়ের কথা, যখন নবী করীম (সঃ) মুসলমানদের সংগে নিয়ে মদীনা থেকে চলে যাচ্ছিলেন বা পথে কোন স্থানে ছিলেন; এবং কাফেরদের সেনা সংখ্যা প্রকৃত কত ছিল তা সঠিক জানা যায়নি। এ সময়ে হুযুর (সঃ) স্বপ্নে এ সৈন্যদলকে দেখেছিলেন এবং যে দৃশ্য তাঁর সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল তা থেকে তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, শত্রু সংখ্যা খুব কিছু বেশী হবে না।

৪৪. আরো স্মরণ কর, যখন সম্মুখ যুদ্ধের সময় আল্লাহতা'আলা তোমাদের দৃষ্টিতে শত্রু সৈন্যকে অল্প সংখ্যক দেখালেন এবং তাদের চোখে তোমাদেরকে কম দেখালেন, যেন যা অবধারিত তা প্রকাশ হতে পারে। আর শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। **রুকু-৬** ৪৫. হে ঈমানদার লোকেরা, কোন বাহিনীর সাথে যখন তোমাদের প্রত্যক্ষ মুকাবিলা হয়, তখন যেন দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাক এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর। আশা আছে যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। ৪৬. আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করোনা। অন্যথায় তোমাদের মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টির হবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে। ধৈর্যের সাথে সব কাজ আনজাম দিবে[১৬]। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সংগে রয়েছেন।

১৬. অর্থাৎ নিজেদের আবেগ ও বাসনা-কামনাকে সংযত করে রাখো। তাড়াহুড়া, বিহবলতা, সন্ত্রস্ততা, নিরাশা, লোভ ও অসমীচীন উদ্দীপনা ও আবেগ থেকে বাঁচো। ঠান্ডা হৃদয়ে ও বিচার-বিবেচনাসহ সিদ্ধান্ত করার শক্তি নিয়ে কাজ কর। আপদ-বিপদ সামনে এলে তোমাদের যেন পদস্খলন না হয়। উত্তেজনার মুহূর্ত সামনে এলে ক্রোধের প্রকোপে কোন অনুচিত কাজ যেন তোমার দিয়ে না ঘটে। দুঃখ-মুসিবতের আক্রমণ হোক, আর অবস্থার অবনতি ঘটুক- অস্থিরতা দিয়ে তোমার বোধ ও অনুভূতি যেন বিক্ষিপ্ত-বিভ্রান্ত না হয়। উদ্দেশ্য সাধন করার উদ্দীপনায় আকুল হয়ে কিংবা কোন অর্ধপক্ক তদবিরকে আপাত দৃষ্টিতে কার্যকরী দেখে তোমার সংকল্প যেন ব্যস্ততার শিকার না হয়। এবং যদি কখনো পার্থিব স্বার্থ লাভ এবং প্রবৃত্তির আস্বাদনের লোভ তোমাকে তার দিকে আকর্ষণ করে তবে তার মোকাবেলায় তোমার মন যেন এত দূর্বল না হয় যে বে-এখতিয়ার তুমি তার দিকে আকর্ষিত হয়ে চলে যাও এ সমস্ত অর্থ ও তাৎপর্য মাত্র একটি শব্দ 'সবর' এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা এসব দিক দিয়ে সাবের (ধৈর্যশীল) আমার সাহায্য তারাই লাভ করবে।

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا

দম্ভভরে তাদের ঘরগুলো থেকে বেরহয়েছিল (তাদের)মত যারা তোমরা হয়ো না এবং

وَّ رِئَآءَ النَّاسِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ

আল্লাহ এবং আল্লাহর পথ হতে তারা বাধাদেয় ও লোকদের দেখানোর (জন্যে) ও

بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿۴۷﴾ وَ اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ

শয়তান তাদের জন্যে চাকচিক্যময় করেছিল যখন এবং পরিবেষ্টন করে আছেন তারা কাজ করছে ঐবিষয়ে যা

اَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ

এবং লোকদের মধ্যকার কেউ আজ তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না বলেছিল এবং তাদের কাজগুলোকে

اِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ

দুগোড়ালীর (অর্থাৎ পিছন দিকে) উপর সে সরে পড়ল দু'দল পরস্পরে সম্মুখিন হল অতঃপর যখন তোমাদের প্রতিবেশী নিশ্চয়ই আমি

وَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ

তোমারা দেখতে পাচ্ছ না যা দেখছি (ফেরেশতাদের) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের থেকে দায়িত্বমুক্ত নিশ্চয়ই আমি বলল এবং

اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۴۸﴾ ع

দন্ডদানে কঠোর আল্লাহ এবং আল্লাহকে ভয়করি নিশ্চয়ই আমি

৪৭. আর সেই লোকদের মত চাল-চলন অবলম্বন করোনা, যারা নিজেদের ঘর হতে গৌরব-অহংকারের সাথে ও অপর লোকদেরকে নিজেদের শান-শওকাত দেখাতে দেখাতে বের হয়, যাদের আচরণই এই হয় যে, তারা আল্লাহর পথ হতে (লোকদের) বিরত রাখে। বস্তুতঃ তারা যা কিছু করে তা আল্লাহর পাকড়াও হতে রক্ষা পেতে পারবে না! ৪৮. মনে কর সেই সময়ের কথা, যখন শয়তান সেই লোকদের কার্যক্রমকে তাদের দৃষ্টিতে খুবই চাকচিক্যময় করে দেখিয়েছিল। এবং তাদেরকে বলেছিল যে আজ তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারেনা, আরও (বলেছিল যে,) আমি তোমাদের সংগে রয়েছি। কিন্তু উভয় বাহিনীর মধ্যে যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হল, তখন সে পিছনের দিকে ফিরে গেল। আর বলতে লাগল যে, তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি তা সবই দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখতে পাওনা। আমি আল্লাহকে ভয় করি, বস্তুতঃ আল্লাহ বড় কঠিন শাস্তি দাতা।

إِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ

ধোকা দিয়েছে রোগ (আছে) তাদের অন্তরসমূহে মধ্যে যাদের ও মোনাফিকরা বলেছিল (স্মরণকর) যখন

هٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ ۗ وَ مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ

আল্লাহই তবে নিশ্চয়ই আল্লাহর উপর ভরষা করে . যে কেউ অথচ তাদের দ্বীন এদেরকে

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَ لَوْ تَرٰى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ

কুফরী করেছে (তাদেরকে) যারা জানকবজ করে যখন দেখতে তুমি যদি এবং মহাবিজ্ঞ পরাক্রমশালী

الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ ۚ وَ ذُوقُوا

তোমরা স্বাদ নাও এবং (বলে) তাদের পৃষ্ঠগুলোতে ও তাদের মুখমন্ডলগুলোতে তারা আঘাত করে ফেরেশতারা

عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ

(এটা সত্য) যে এবং তোমাদের হাতগুলো আগে পাঠিয়েছে একারণে যা এটা দহনের শাস্তির

اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾

বান্দাদের উপর জুলুমকারী নন আল্লাহ

রুকু-৭ ৪৯. যখন মুনাফিক এবং যাদের দিলে রোগ বর্তমান ছিল তারা বলতেছিল যে, এই লোকদেরকে তো এদের দ্বীন ধোকায় নিমজ্জিত করে রেখেছে[১৭], অথচ কেউ যদি আল্লাহর উপর ভরসা করে তা হলে তিনি বড়ই শক্তিমান ও সকল বিষয়ে সূক্ষ্মজ্ঞানী। ৫০. তোমরা যদি সেই অবস্থা দেখতে পেতে যখন ফেরেশতারা নিহত কাফেরদের রূহ কবয্ করছিল! তারা তাদের মুখমন্ডল ও দেহের পশ্চাতে আঘাত মারতেছিল এবং বলতেছিলঃ "লও এখন আগুনে জ্বলার শাস্তি ভোগ কর।" ৫১. এ সেই শাস্তি, যার আয়োজন তোমাদের হাতসমূহ পূর্বাহ্নেই করে রেখেছে, নতুবা আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন।"

১৭. অর্থাৎ মদীনার মোনাফেকরা এবং সেসব লোক যারা দুনিয়া-পরস্থি ও আল্লাহর প্রতি গাফিলতির ব্যাধিতে ভুগছে, যখন দেখালো যে মুসলমানদের সহায়-সম্পদহীন মুষ্টিমেয় কিছু লোকের একটি দল কোরেশদের মত জবরদস্ত শক্তির সংগে টক্কর দিতে চলেছে তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরে বলাবলি করতো যে এরা নিজেদের দ্বীনী উৎসাহ-উদ্দীপনায় পাগল হয়ে গিয়েছে। এই সংঘর্ষে তাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত। কিন্তু এই নবী তাদের উপর এমন কিছু যাদুমন্ত্র ফুঁকে দিয়েছে যে তাদের বুদ্ধি-সুদ্ধি বিকৃত হয়ে গিয়েছে। তারা চোখে দেখেও এই মৃত্যুর মুখে দৌড়ে চলেছে।

৫২. এই ব্যাপারটি তাদের সাথে তেমনিভাবে করা হয়েছে, যেমন করে ফিরাউনের লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তী অন্যান্য লোকদের সাথে ঘটে এসেছে। তা এই যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, আর আল্লাহ তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলা শক্তিশালী এবং কঠিন শাস্তি দাতা। ৫৩. এ আল্লাহতা'আলার নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে যে আল্লাহতা'আলার কোন নিয়ামতকে- যা তিনি কোন লোক-সমষ্টিকে দান করেন- ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি নিজেকে বা নিজেদের কর্মনীতিকে পরিবর্তন করে না দেয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। ৫৪. ফিরাউনের লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সাথে যা কিছু ঘটেছে তা সব এই মূলনীতি অনুযায়ীই ছিল। তারা তাদের রবের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে, তখন আমরা তাদের গুনাহের প্রতিফল হিসাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফিরাউনী বাহিনীকে ডুবিয়ে দিয়েছি। এরা সকলে যালেম লোক ছিল।

৫৫. নিশ্চয়ই আল্লাহতাআলার নিকট যমীনের বুকে বিচরণশীল জন্তু-প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে সেই সব লোক যারা মহাসত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে; পরে তারা কোন প্রকারেই তা কবুল করতে প্রস্তুত হয় নি; ৫৬. (বিশেষ করে) তাদের মধ্যে সেই লোকেরা যাদের সাথে তুমি সন্ধি-চুক্তি করেছ, পরে তারা প্রত্যেকটি সুযোগেই তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহকে এক বিন্দু ভয় করেনা [১৮]। ৫৭. অতএব এই লোকদেরকে যদি তোমরা যুদ্ধের ময়দানে আয়ত্তে পাও, তাহলে তাদের এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে যে, অপর যেসব লোক তাদের মত আচরণ গ্রহণ করবে, তাদের চেতনা জাগ্রত হয়[১৯]। আশা করা যায় যে, ওয়াদা ভঙ্গকারীদের এই পরিণতি দেখে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। ৫৮. আর যদি কখনো কোন জাতির পক্ষ হতে তোমরা ওয়াদা ভংগের ভয় পাও তবে তাদের ওয়াদা চুক্তিকে প্রকাশ্যভাবে তাদের সামনে নিক্ষেপ কর[২০]; আল্লাহ নিশ্চয়ই ওয়াদাভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না।

১৮. এখানে বিশেষ করে ইয়াহুদীদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে নবী করীমে (সঃ) চুক্তি ছিল। কিন্তু তা সত্তেও তারা তার ও মুসলমানদের বিরুদ্ধতায় তৎপর ছিল। বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তারা কোরেশদেরকে উত্তেজিত করতে শুরু করে। ১৯. অর্থাৎ যদি কোন জাতির সঙ্গে আমাদের সন্ধিচুক্তি থাকে এবং তারা যদি নিজেদের চুক্তিমত দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে আমাদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তবে আমরাও চুক্তির নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবো; এবং তাদের সংগে যুদ্ধ করা আমাদের হক হবে। তা ছাড়া যদি কোন কওমের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের সময় আমারা দেখি যে আমাদের সংগে সন্ধি-চুক্তিবদ্ধ কোন কওমের লোকেরাও শত্রু পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেছে তবে আমরা তাদের হত্যা করতে ও তাদের সংগে শত্রুর যোগ্য ব্যবহার করতে কখনো কোন কুণ্ঠা বোধ করবো না। ২০. অর্থাৎ তাদের পরিষ্কাররূপে জানিয়ে দাও যে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি আর বাকী নেই। কেননা তোমরা প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছো।

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿۵۹﴾

অক্ষম করতে পারবে (আল্লাহকে) | না | তারা নিশ্চয়ই | তারা আগে চলেগেছে | অস্বীকার করেছে(যে) | যারা | (যেন) তারা মনেকরে | না | এবং

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ

সাজ-সরঞ্জাম | সব | এবং | শক্তি | সব | তোমরা সমর্থ হও | যা (কিছু) | তাদের জন্যে | তোমরা প্রস্তুত রাখ | এবং

الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ

এবং | তোমাদের শত্রুকে | ও | আল্লাহর | শত্রুকে | তাদিয়ে | তোমরা সন্ত্রস্ত করবে | (যুদ্ধের) ঘোড়ার

اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ

তাদেরকে জানেন | আল্লাহ | তাদেরকে তোমরা জান | না | তাদের ছাড়া | অন্যদেরকে

وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ

তোমাদেরকে | পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে | আল্লাহর | পথে | কোনকিছু | তোমরা খরচকর | যা | এবং

وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۶۰﴾ وَ اِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ

তুমিও তবে ঝুঁকেপড় | সন্ধি ও শান্তির জন্যে | তারাঝুঁকেপড়ে | যদি | এবং | যুলুমকরা হবে | না | তোমাদের (উপর) | এবং

لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۶۱﴾

সবকিছু জানেন | সবকিছু শুনেন | তিনিই | নিশ্চয়ই তিনি | আল্লাহর | উপর | নির্ভরকর | এবং | তার জন্যে

রুকু-০৮ ৫৯. সত্য অমান্যকারী লোকেরা যেন এই ভুল ধারণায় না থাকে যে, তারা ময়দান দখল করে নিয়েছে। তারা নিশ্চয়ই আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। ৬০. আর তোমরা যথাসম্ভব শক্তি ও অশ্ববাহিনী তাদের সংগে মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত করে রাখ[২১]। যেন তার সাহায্যে আল্লাহর এবং নিজেদের দুশমনদের আর অন্যান্য এমন সব শত্রুদের ভীত-শংকিত করতে পার যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পুরোপুরি বদলা তোমাদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদের সাথে কখনই যুলুম করা হবে না। ৬১. আর হে নবী, শত্রু যদি শান্তি ও সন্ধির জন্য আগ্রহী হয় তবে তুমিও তার জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন।

২১. অর্থাৎ তোমাদের কাছে যুদ্ধ-সামগ্রী ও একটি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী সব সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার, যেন প্রয়োজনে অবিলম্বে যুদ্ধ ক্রিয়া শুরু করতে পারো। যেন এরূপ না হয় যে, বিপদ মাথার উপর এসে পড়ার পর তাড়াহুড়া করে স্বেচ্ছাসেবক, হাতিয়ার ও রসদ সামগ্রী সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে লেগে যাও আর ইতিমধ্যে তোমাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই শত্রু তার কাজ শেষ করে চলে যায়।

وَ اِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ

তিনিই আল্লাহ তোমার তবে তোমাকে তারা যে তারাচায় যদি এবং
জন্যে যথেষ্ট নিশ্চয়ই ধোকা দেবে

الَّذِیْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۶۲﴾ وَ اَلَّفَ بَيْنَ

মাঝে মহব্বত স্থাপন এবং মু'মিনদের দিয়ে ও তাঁর সাহায্য তোমাকে যিনি
করেছেন দিয়ে শক্তিশালী করেছেন

قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ

তুমি মহব্বত স্থাপন (তবুও) সব যমীনের মধ্যে যাকিছু তুমি খরচ যদি তাদের
করতে পারতে না কিছুই (আছে) করতে অন্তরগুলোর

بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ

পরাক্রমশালী নিশ্চয়ই তাদের মহব্বত স্থাপন আল্লাহ কিন্তু তাদের মাঝে
তিনি মাঝে করেছেন অন্তরসমূহের

حَكِيْمٌ ﴿۶۳﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

(অর্থাৎ) তোমরা (তাদেরজন্যে) এবং আল্লাহই তোমারজন্যে নবী হে মহাবিজ্ঞ
অনুসরণকরে যারা যথেষ্ট

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۶۴﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ ع ৯

যুদ্ধের জন্যে মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধকর নবী হে মুমিনদের
(জন্যে)

اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَ اِنْ

যদি এবং দু'শতের তারা বিজয়ী ধৈর্যশালী বিশজন তোমাদের হয় যদি
(উপর) হবে মধ্যহতে

يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

কুফরী যারা (তাদের) এক হাজারের তারা বিজয়ী একশত তোমাদের হয়
করেছে হতে (উপর) হবে মধ্যহতে

---

৬২. আর তারা যদি ধোঁকা দেবার নিয়েত রাখে তাহলে আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তো নিজের সাহায্য দিয়ে ও মু'মিনদের দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছেন। ৬৩. এবং মু'মিনদের দিলকে পরস্পরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। তুমি ভূপৃষ্ঠের সমস্ত ধন-দৌলতও যদি ব্যয় করতে, তবুও এই লোকদের মন পরস্পরের সাথে জুড়ে দিতে পারতে না। কিন্তু তিনি আল্লাহই যিনি লোকদের মন জুড়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই শক্তিমান ও সুবিজ্ঞ। ৬৪. হে নবী, তোমার জন্য ও তোমার অনুসরী ঈমানদার লোকদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। রুকু-৯ ৬৫. হে নবী, মু'মিন লোকদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন লোক যদি ধৈর্যশালী হয় তবে তারা দুই শতের উপর জয়ী হবে। আর যদি একশত লোক এরূপ থাকে তাহলে সত্য অমান্যকারীদের এক হাজার লোকের উপর বিজয়ী হতে পারবে।

কেননা তারা এমন লোক যারা জ্ঞান রাখেনা[২২]। ৬৬. এভাবে আল্লাহতা'আলা তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জানতে পেরেছেন যে, এখনো তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যদি একশ লোক ধৈর্যশালী হয়, তবে তারা দুইশতের উপর, আর হাজার লোক এরূপ হলে দুই হাজার লোকের উপর আল্লাহর হুকুমে জয়ী হবে[২৩]। এবং আল্লাহ কেবল সেই লোকদের সংগী হন যারা ধৈর্যধারণকারী। ৬৭. কোন নবীর জন্য এ শোভা পায়না যে তার নিকট বন্দী লোক থাকবে, যতক্ষণ সে যমিনে শত্রুবাহিনীকে খুব ভাল করে মথিত না করবে। তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ চাও, অথচ আল্লাহ চান তোমাদের আখেরাতের কামিয়াবী! আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী।

২২. আধুনিক পরিভাষায় যে জিনিসকে আত্মীক বা নৈতিকশক্তি বলা হয়ে থাকে আল্লাহতাআলা তাকে ফেকাহ ও ফহম বলে অভিহিত করেছেন। যে ব্যক্তি নিজের উদ্দেশ্যের সঠিক চেতনা ও বুঝ রাখে এবং নিরুদ্বিগ্ন হৃদয়ে খুব বুঝে-সুঝে এজন্য সংগ্রাম করছে যে, যে জিনিসের জন্য সে জীবনপাত করতে এসেছে তা তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে অধিকতর মূল্যবান, এবং তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তার জীবনধারণ অর্থহীন, সে ব্যক্তি নিজ অজ্ঞাতেই তার সংগে সংগ্রামরত ব্যক্তির চেয়ে অনেকগুণ অধিক শক্তি ধারণ করে, যদিও দৈহিক শক্তিতে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকে। ২৩. এর অর্থ এ নয় যে- প্রথমে এক ও দশের অনুপাত ছিল। আর এখন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা এসে যাওয়ার জন্য এক ও দুই-এর অনুপাত কায়েম করে দেওয়া হয়েছে। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে নীতিগত ও আদর্শগত দিক দিয়ে তো মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে অনুপাত হচ্ছে এক ও দশেরই অনুপাত। যেহেতু এখন তোমাদের নৈতিক শিক্ষা পরিপূর্ণ হয়নি এবং এখনো পর্যন্ত তোমাদের চেতনা ও তোমাদের বুঝের মান পরিপক্কতা লাভ করেনি এজন্যে আপাততঃ অন্ততঃপক্ষে তোমাদের কাছে এ দাবী করা হচ্ছে যে তোমাদের থেকে দ্বিগুণ শক্তির সংগে টক্কর নিতে তোমাদের কোন দ্বিধা-সংকোচ হওয়া উচিত নয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন — এ হুকুম হচ্ছে দ্বিতীয় হিজরী সনের, যখন মুসলমানদের মধ্যে বহুলোক সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে ও তাদের (তরবিয়ত) চারিত্রিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রাথমিক অবস্থায় ছিল।

৬৮. আল্লাহর লিপি যদি পূর্বেই লিখিত না হত তাহলে তোমরা যা কিছু করেছ তার প্রতিফল হিসেবে তোমাদেরকে বড় কঠিন আযাব দেয়া হত। ৬৯. অতএব তোমরা যা কিছু ধন-মাল লাভ করেছ তা খাও; তা হালাল এবং পাক। এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক[২৪]। নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলা ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল। **রুকু-১০** ৭০. হে নবী, তোমাদের হাতে যে সব বন্দী রয়েছে তাদের বলঃ আল্লাহ যদি জানতে পারেন যে, তোমাদের হৃদয়ে কোন কল্যাণ রয়েছে তা হলে তিনি তোমাদের নিকট হতে যা গ্রহণ করা হয়েছে তা অপেক্ষা অনেক বেশী দিবেন এবং তোমাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। ৭১. কিন্তু তারা যদি তোমার সাথে খিয়ানত করার ইচ্ছা রাখে তবে তারা ইতিপূর্বে আল্লাহর সংগেই করেছে। আর এরই শাস্তি স্বরূপ তিনি তোমাদেরকে তাদের উপর শক্তিশালী করে দিয়েছেন।

২৪. বদর যুদ্ধের পূর্বে সূরা মোহাম্মদে যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রাথমিক হেদায়াত দান করা হয়েছিল। তাতে যুদ্ধ-বন্দীদের কাছ থেকে ফিদ্ইয়া (মুক্তিপন) আদায়ের অনুমতি ছিল; কিন্তু তার সংগে এই শর্ত যুক্ত করা হয়েছিল যে প্রথমে শত্রুদের শক্তিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করে দিতে হবে, তারপরে যুদ্ধবন্দী গ্রহণের কথা। এই আদেশ অনুসারে মুসলমানগণ বদরে যে সমস্ত বন্দী গেরেফতার করেছিল ও তারপর তাদের কাছ থেকে যে ফিদইয়া গ্রহণ করেছিল তা আদেশ অনুযায়ী ছিল বটে, কিন্তু ভুল এই হয়েছিল যে 'শত্রুদের শক্তি চূর্ণ করে দেবার' যে শর্ত অগ্রগণ্য করা হয়েছিল তা পূর্ণ করার পূর্বেই মুসলমানগণ শত্রুদের বন্দী করা ও মালে গণিমত (যুদ্ধে লব্ধ ধন) সংগ্রহ করার কাজে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এ কাজ আল্লাহতা'আলা পছন্দ করেন নি। কেননা যদি এরূপ না করে মুসলমানরা কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করতো তবে সেই সুযোগেই কোরেশদের শক্তি চূর্ণ করে দেওয়া যেতো।

وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا

এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন সবকিছু শুনেন নিশ্চয়ই যারা ঈমানএনেছে ও হিজরত করেছে

وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ

ও জিহাদ করেছে তাদের মালসমূহ দিয়ে এবং তাদের জান সমূহ (দিয়ে) পথে আল্লাহর ও যারা

اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَ

আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে ঐসবলোক তাদের একে বন্ধু অপরের এবং

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ

যারা ঈমান এনেছে কিন্তু তারা হিজরত করেনাই নাই তোমাদের জন্যে তাদের অভিভাবকত্বের দায়-দায়িত্ব

مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَ اِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ

কোন কিছুই যতক্ষণ না তারা হিজরতকরে এবং যদি তোমাদের কাছে তারা সাহায্য চায় ব্যাপারে দ্বীনের

فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ

সেক্ষেত্রে তোমাদের (দায়িত্ব) সাহায্যকরা যদি না সাথে কোন জাতির তোমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে সন্ধিচুক্তি (থাকে)

وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٢﴾

এবং আল্লাহ ঐসম্বন্ধে যা তোমরা কাজ কর খুবভালকরে দেখছেন

আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী। ৭২. যে সব লোক ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছে ও মাল খরচ করেছে, আর যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে তারাই আসলে পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। আর যারা ঈমান তো এনেছে কিন্তু হিজরত করে (দারুল-ইসলাম) আগমন করেনি তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমার উপর নেই- যতক্ষণ না তারা হিজরত করে আসবে[২৫]। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের নিকট সাহায্য চায়, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তাও এমন কোন জাতির বিরুদ্ধে হতে পারবে না যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে[২৬]। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখে থাকেন।

২৫. 'বেলায়ত' শব্দটি আরবী ভাষায় সমর্থন-সহায়তা, সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতা, বন্ধুত্ব, নৈকট্য এবং অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতের পূর্বাপর প্রসংগ অনুসারে সুস্পষ্টরূপে এখানে বেলয়তের অর্থ হবেঃ রাষ্ট্রের সংগে তার নাগরিকদের ও নাগরিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের ও নাগরিকেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। মোটকথা, এ আয়াত আইনী ও রাজনৈতিক 'বেলায়ত' কে ইসলামী রাষ্টের ভৌগোলিক সীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেয়, এবং ঐ সীমা বর্হিভূর্ত মুসলমানদের এই বিশেষ সম্বন্ধ থেকে বর্হির্ভূত গণ্যকরে। এই বেলায়ত-শূন্যতার আইনগত ফল খুব ব্যাপক। এখানে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ

(অপর পাতায় অবশিষ্ট অংশ)

৭৩. যারা সত্য অমান্যকারী তারা একে অপরের সাহায্য করে। তোমরা (ঈমানদার লোকেরা) যদি পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আস তাহলে যমীনে বড়ই ফেতনা ও কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে[২৭]। ৭৪. যারা ঈমান এনেছে, আর যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করেছে এবং চেষ্টা-সাধনা করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে তারাই খাঁটি ও প্রকৃত মু'মিন। তাদের জন্য রয়েছে ভুল-ত্রুটির ক্ষমা ও সর্বোৎকৃষ্ট রেয্ক।

দানের ক্ষেত্র নয়। ২৬. উপরোক্ত বাক্যাংশের 'দারুল ইসলাম' এর বাহিরে অবস্থিত মুসলমানদের রাজনৈতিক 'বেলায়ত'-এর সম্বন্ধ থেকে বর্হিভূত গন্য করা হয়েছিল। এখন এ আয়াত এ ব্যাপারটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেছে যে এই 'বেলায়তের' সম্বন্ধ থেকে বহির্ভূত গণ্য হলেও দ্বীনি ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ থেকে নয়। যদি কোথাও তাদের উপর অত্যাচার হয় ও তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের খাতিরে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও তার অধিবাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদের ফরজ (অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব) হচ্ছে নিজেদের অত্যাচারিত ভাইদের সাহায্য করা। কিন্তু এরপর আরও অধিক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হয়েছে যে- এই 'দ্বীনি ভাইদের' সাহায্যের কর্তব্য এলোপাতাড়ি ভাবে করা যাবে না, বরং আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও নৈতিক সীমার মর্যাদা রক্ষা করে করতে হবে। যদি অত্যাচারী জাতির সঙ্গে ইসলামী রাষ্টের সন্দি চুক্তি থাকে, তবে সে অবস্থায় অত্যাচারিত মুসলমানদেরকে এরূপ কোন সাহায্য করা যাবে না যা চুক্তির নৈতিক দায়িত্বের পরিপন্থী বলে গন্য হবে। ২৭. অর্থাৎ দারুল ইসলামের মুসলমানেরা যদি একে অপরের ওলি না হয়, এবং হিজরত করে যে সব মুসলমান দারুল ইসলামে না এসে দারুল কুফরে বসবাস করছে তাদেরকে যদি দারুল ইসলামের মুসলমানেরা নিজের বেলায়ত থেকে বহির্ভূত গণ্য না করে, এবং বাহিরের অত্যাচারিত মুসলমানেরা সাহায্য প্রার্থনা করলে যদি তাদের সাহায্য না করা হয়, এবং এই একই সঙ্গে যদি এই নীতিও মান্য করা হয় যে, যে জাতির সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধি-চুক্তি আছে তার বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করা হবেনা, এবং যদি মুসলমানেরা কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন না করে, তবে পৃথিবীতে ফেতনা ও বিরাট ফাসাদ সৃষ্টি হবে।

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করে এসেছে এবং তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে চেষ্টা-সাধনায় নিযুক্ত হয়েছে তারাও তোমাদেরই মধ্যে গন্য। কিন্তু আল্লাহর কিতাবে রক্তের আত্মীয়রা পরস্পরের প্রতি অধিক হকদার[২৮]। নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলা সব কিছু জানেন।

২৮. অর্থাৎ উত্তরাধিকার ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নয়, বরং আত্মীয়তার ভিত্তিতে বন্টিত হবে। তবে নবী করীম (সঃ) এ হুকুমের ব্যাখ্যা করে আরও এরশাদ করেছেন যে মাত্র মুসলমান আত্মীয়স্বজন একে অন্যের উত্তরাধিকারী হবে। মুসলমান কোন কাফেরের বা কাফের কোন মুসলমানের উত্তরাধিকারী হবে না।

সূরা আত-তওবা-৯

এই সূরা দুই নামে ও পরিচিত। এক নাম তওবা আর দ্বিতীয় নাম বারা-আত। তওবা নাম এই কারণে যে, এ সূরার এক স্থানে কোন কোন ঈমানদার লোকদের গুনাহ-খাতা মাফ করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর বারা-আত নাম হবার কারণ এই যে, সূরার শুরুতে মুশরিকদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা হয়েছে।

শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ

এ সূরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহির রহমা-নির-রহীম লেখা হয় না। তফসীরকারগণ এর বিভিন্ন কারণের উল্লেখ করেছেন এবং তাদের উল্লেখ করা কারণে গুলি মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও রয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা তা যা ইমাম রাজী লিখেছেন। তা এই যে, নবী করীম (সঃ) নিজেই এর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ লেখেননি। এর কারণে সাহাবায়ে কিরামও লেখেননি, পরবর্তীকালের লোকেরাও এরই অনুসরণ করেছেন। কুরআন মজীদকে নবী করীম (সঃ) এর নিকট হতে যথাযথভাবে গ্রহণ করা এবং অনুরূপভাবে তাকে পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে যে কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, এ তার এক অতিরিক্ত প্রমাণ।

নাযিল হওয়ার সময় ও সূরার বিভিন্ন অংশ

এই সূরাটি তিনটি ভাষণে সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রথম ভাষণ শুরু হতে পঞ্চম রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। এ নাযিল হবার সময়-কাল হচ্ছে নবম হিজরীর যিলকাদ মাস কিংবা তার কাছাকাছি সময়। এই বছর নবী করীম (সঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এই সময়ই এই ভাষণটি নাযিল হয়। আর তখনি নবী করীম (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে তাঁর পিছনে-পিছনে মক্কায় পাঠালেন, যেন হজ্জের সময় সমস্ত আরবের হজ্জযাত্রী -প্রতিনিধিদের সম্মেলনে তা পাঠ করে শুনানো হয় এবং এই অনুসারে যে কর্মনীতি অবলম্বিত হয়েছিল তা যেন সকলকে জানিয়ে দেয়া হয়। দ্বিতীয় ভাষণটি ৬ রুকুর শুরু হতে ৯ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলে। এটা নবম হিজরীর রজব মাসে কিংবা তার কিছু পূর্বে তখন নাযিল হয় যখন নবী করীম (সঃ) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি করছিলেন। এতে ঈমানদার লোকদেরকে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়। আর যারা মুনাফিকী কিংবা ঈমানের দুর্বলতা অথবা অবসাদ ও গাফিলতির কারণে আল্লাহর পথে জান-মাল ক্ষয় করতে প্রস্তুত ছিলনা, তাদেরকে এতে তিরস্কৃত করা হয়। তৃতীয় ভাষণটি ১০ম রুকু হতে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত খতম হয়। এটা তাবুক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন কালে নাযিল হয়েছিল। এতে এমন কতো গুলো অংশও রয়েছে, যা বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। পরে নবী করীম (সঃ) আল্লাহর হেদায়াত অনুসারে এই সব কটিকে একত্রিত করে একই ভাষণের ধারাবাহিকতায় সংযোজিত করে দেন। যেহেতু এসব কটি অংশ-ই একই বিষয় সম্পর্কিত ও একই ঘটনা-ধারাবাহিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট, এ কারণে ভাষণের পরম্পরা বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়নি। এতে মুনাফিকদের 'তাম্বিহ' করা হয়েছে, তাবুক যুদ্ধে যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আর যেসব লোক সত্যিকার ভাবে ঈমানদার থাকা সত্বেও আল্লাহর পথে জেহাদের অংশ গ্রহণ হতে বিরত রয়েছিল, তাদের জন্য ক্ষমার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নাযিল হওয়ার ক্রমিকতার দৃষ্টিতে প্রথম ভাষণটির স্থান সর্বশেষে নির্দিষ্ট হওয়া উচিৎ ছিল; কিন্তু বিষয়-বস্তুর গুরুত্বের দৃষ্টিতে তার স্থান সর্বপ্রথম হওয়ার কারণে নবী করীম (সঃ) সংযোজন কালে এটা প্রথমে রেখেছেন, আর অপর ভাষণ দুটিকে শেষে রেখেছেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্ধারণের পর এই সূরার ঐতিহাসিক পটভূমির উপর দৃষ্টিপাত করতে হবে। ঘটনা পরম্পরার সাথে এই সূরার বিষয়বস্তুর সম্পর্ক- তার সূচনা হয় হুদাইবিয়ার সন্ধি হতে। হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত ছয় বছরের নিরবিচ্ছিন্ন চেষ্টা ও সাধনা সংগ্রামের ফল এই দাড়িয়েছিল যে, আরবের প্রায় এক তৃতীয়াংশ এলাকায় ইসলাম একটি সুসংবদ্ধ সমাজের বিধান ও ব্যবস্থা, এক পরিপূর্ণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যখন হুদাইবিয়ার সন্ধি সংঘটিত হয়, তখন দ্বীন-ইসলাম অপেক্ষাকৃত অধিক শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশে চারদিকে সম্প্রসারিত হয়ে পড়ার বিপুল সুযোগ লাভ করে। (বিস্তারিত বিবরনের জন্য সূরা আল-মায়েদার ভূমিকা দ্রষ্টব্য) অতঃপর ঘটনার গতি দুটি বঁড় পথে চলতে শুরু করে, যার পরিণামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে একটির সম্পর্ক আরব দেশের সাথে, আর অপরটির সম্পর্ক রোমান-সাম্রাজ্যের সাথে।

আরব বিজয়

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আরব দেশে ইসলামী দাওয়াত প্রচারের এবং শক্তি সংগ্রহের জন্য যেসব উপায় ও পন্থা অবলম্বিত হয়, তার দরুন দু-বছরের মধ্যেই ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তার শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তার সাথে মুকাবিলায় এসে প্রাচীন জাহেলী শক্তি পর্যদুস্ত ও নিস্তেজ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত কুরাইশদের অতি উৎসাহী লোকেরা যখন পরাজয় আসন্ন দেখতে পেল, তখন আর তারা তা বরদাস্ত করতে পারল না। উত্তেজনার আতিশয্যে তারা হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে বসল, তারা এই সন্ধির বাধ্য-বাধকতা হতে মুক্তি লাভ করে ইসলামের সাথে সর্বশেষ শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চাচ্ছিল। কিন্তু এই সন্ধি চুক্তি ভংগের পর নবী করীম (সঃ) তাদেরকে পুনরায় সংগঠিত হয়ে ওঠার কোন সুযোগই দিলেন না। তিনি আকস্মিকভাবে মক্কার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে জয় করে নিলেন। (সূরা আন্ফাল এর ৪৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য) অতঃপর প্রাচীন জাহেলী শক্তি হুনাইনের ময়দানে শেষ আত্ম-হত্যায় অবতীর্ণ হয়। এখানে হাওয়াযিন, সাকীফ, নযর, জুশম এবং অন্যান্য জাহেলিয়াত পন্থী গোত্র ও কবীলার লোকেরা নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ সর্বাত্মক ভাবে নিয়োজিত করে। ইসলামের এই বিপ্লবী আন্দোলনকে- যা মক্কা বিজয়ের পর পূর্ণত্ব লাভ করেছিল- প্রতিহত করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য । কিন্তু তাদের এই উদ্যমও ব্যর্থ হয়ে যায়। হুনাইনের ময়দানে পরাজিত হওয়ার পর সমগ্র আরব দেশ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে যে, এখন তা দারুল ইসলাম ইসলামী রাষ্ট্রই হবে, অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এই ঘটনার পর এক বছর কাল অতিবাহিত হবার পূর্বেই আরবের অধিকাংশ এলাকা ইসলামের পদানত হয়। এই সময় জাহেলী জীবন ও সমাজ-ব্যবস্থার মাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উপাসকই বিভিন্ন এলাকায় অবশিষ্ট দেখা যায়। এ যুগে উত্তরাঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তা ইসলামের সম্প্রসারণ ও বিজয়-সংগ্রামের সম্পূর্ণতা বিধানের পক্ষে বহু আনুকুল্য দান করে ও বিপুলভাবে সাহায্য করে। নবী করীম (সঃ) ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে পূর্ণ সাহসিকতা ও বীরত্বের সংগে এখানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু রোমান বাহিনী তাঁর সংগে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আসতে রীতিমত ইতস্ততঃ করেছিল এবং অতিশয় দূর্বলতা দেখিয়েছিল। এতে সমগ্র আরব দেশে নবী করীমের এবং তার প্রচারিত দ্বীন ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি অপরিসীমভাবে বৃদ্ধি পায়। এর আকস্মিক ফল এই দেখা গেল যে, তাবুক হতে প্রত্যাবর্তনের সংগে সংগে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রতিনিধি দল আগমনের এক ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে গেল এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করতে ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য গ্রহণ করতে লাগল। (মুহাদ্দেসগণ এই পর্যায়ে যে সব গোত্র- কবিলা এবং আমীর-

বাদশাদের প্রতিনিধি দলের উল্লেখ করেছেন, তাদের মোট সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত পৌঁছেছে। এরা আরবের উত্তর, দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল হতে এসেছিল।) কুরআন মজীদে এই অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে-

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

-"যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় এল এবং তুমি দেখতে পেলে যে লোকেরা দলে দলে ইসলামে দাখেল হচ্ছে।"

তাবুক যুদ্ধ

রোমান সাম্রাজ্যের সংগে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ মক্কা বিজয়ের পূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। নবী করীম (সঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলামের দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিলেন, তার মধ্যে একটি দল উত্তর দিকে সিরিয়া সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত গোত্রসমূহের নিকট গিয়েছিল। এদের অধিকাংশই ছিল খৃষ্টান এবং রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন। তারা জা-তুত তালাহ নামক জায়গায় প্রতিনিধি দলের ১৫জন লোককে হত্যা করে। কেবলমাত্র প্রতিনিধি দলের নেতা কাআব ইবনে উমাইর গাফারী কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। এই সময় নবী করীম (সঃ) বসরা অধিপতি শুরাহ্ বিল ইবনে আমর এর নামেও ইসলামের দাওয়াত-পত্র প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু সে নবীর পত্র বাহক হারেস ইবনে উমাইরকে হত্যা করে। এই বসরা প্রধানও ছিল খৃষ্টান এবং সরাসরি রোম-সম্রাট কাইজারের শাসনাধীন। এসব কারণে নবী করীম (সঃ) অষ্টম হিজরীর জমাদিউল-আউয়াল মাসে তিন হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী সিরিয়া সীমান্তে পাঠিয়েছিলেন, যেন ভবিষ্যতে এই অঞ্চলটি মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তাপূর্ণ থাকে এবং এই এলাকার লোকেরা মুসলমানদের দূর্বল মনে করে তাদের উপর বাড়াবাড়ি করার দুঃসাহস না করে। এই বাহিনী মায়ান নামক স্থানে পৌঁছুলে জানা গেল যে, শুরাহ বিল ইবনে আমর এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে প্রত্যক্ষ মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে। ওদিকে স্বয়ং রোমের কাইজার হিসচ নামক স্থানে উপস্থিত এবং সে তার ভাই থিওডোর এর নেতৃত্বে আরও এক লক্ষ সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই সব ভয়াবহ খবরাদি সত্ত্বেও তিন সহস্র প্রাণ উৎসর্গকারী এই সংক্ষিপ্ত বাহিনী সম্মুখেই অগ্রসর হতে থাকে এবং মুতা নামক স্থানে শুরাহ বিলের এক লক্ষ সৈন্যের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই দুঃসাহসের পরিণাম তো এ হওয়া উচিৎ ছিল যে, ইসলামের মুজাহিদগণ সম্পূর্ণ রূপে নির্মূল হয়ে যাবে; কিন্তু এক ও তেত্রিশ এর পার্থক্য সমন্বিত এই সংঘর্ষেও কাফেররা মুসলমানদের উপর জয়ী হতে পারেনি দেখে সমগ্র আরব ও নিকট-প্রাচ্যের লোকরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। ঠিক এই ব্যাপারটিই সিরিয়া ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের অর্ধ-স্বাধীন আরব গোত্র এবং ইরাকের নিকটবর্তী নজদী গোত্রগুলোকে- যারা ইরান সম্রাটের প্রভাবাধীন ছিল- ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করল এবং তারা হাজার সংখ্যায় মুসলমান হয়ে গেল। বনী সুলাইমা-যার সরদার ছিলেন আব্বাস ইবনে মিরদাস- এবং আশজা গাতখান জুদিয়ান ও ফাজারার লোকজন এই সময়ই ইসলামে প্রবেশ করে। আর এই সময়ই রোমান সাম্রাজ্যের আরব সৈন্য বাহিনীর ফরওয়া ইবনে আমর আলজু জামী নামক সেনাপতি ইসলাম কবুল করে। এই লোকটি নিজের ঈমানের এমন এক বাস্তব প্রমাণ উপস্থিত করে, যার ফলে চারিদিকে সমস্ত পরিবেশটিই স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। ফরওয়ার ইসলাম কবুল করার সংবাদ যখন কাইজারের নিকট পৌঁছিল তখন সে তাকে গ্রেফতার করে নিজের দরবারে উপস্থি করল এবং তাকে বলল যে, তুমি দুটি জিনিসের যে কোন একটিকে গ্রহণ কর। হয় ইসলাম ত্যাগ কর; ফলে তোমাকে শুধু মুক্তিই দান করা হবেনা,

তোমাকে তোমার পদে পুর্ণবহাল করা হবে অথবা ইসলামকেই ধরে থাকবে, তাহলে তোমাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। ফরওয়া ধীর-স্থিরভাবে ইসলামকে গ্রহণ করে থাকারই সিদ্ধান্ত করেন এবং এর ফলে আল্লাহর পথেই জীবন দান করতে বাধ্য হন। আরবের বুক হতে উত্থিত এই শক্তির প্রকৃত বিপদ যে কতখানি তা এই সব ঘটনা হতেই কাইজার খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিল।

পরবর্তী বছরই কাইজার মুসলমানদেরকে 'মুতা নামক স্থানে সমুচিত শিক্ষ (?) দেওয়ার জন্য সিরিয়া সীমান্তে সামরিক তৎপরতা শুরু করে। সেই অনুসারে গাস্সানী ও অপরাপর আরব গোত্রপতিরা সৈন্য সংগ্রহে লেগে যায়। নবী করীম (সঃ) এ সম্পর্কে কিছুমাত্র বে-খবর ছিলেন না। ইসলামী আন্দোলনের উপর অনুকুল বা প্রতিকুল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এমন প্রত্যেকটি ছোট বড় ব্যাপার সম্পর্কেও নবী করিম (সঃ) পূর্ণমাত্রায় অবহিত ছিলেন। তিনি এসব প্রস্তুতির তাৎপর্য বুঝতে পারলেন এবং কোন প্রকার ভয় বা দ্বিধা ব্যতিরেকেই কাইজারের বিরাট শক্তির সাথে সংঘর্ষে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হলেন। বস্তুতঃ এ সময় একবিন্দু দুর্বলতাও যদি দেখান হত তাহলে ইসলামের সদ্যরচিত প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। তা হলে একদিকে আরবের ক্ষয়িষ্ণু জাহেলিয়াত হুনাইনে যার উপর চূড়ান্ত আঘাত হানা হয়েছিল- পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। অপর দিকে মদীনার মুনাফিকরা যারা আবু আমের পাদ্রীর মাধ্যমে গাসসান এর খৃষ্টান বাদশাহ এবং স্বয়ং কাইজারের সংগে গোপন যোগসাজশ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, আর যারা নিজেদের কুটিল ষড়যন্ত্রকে দ্বীনদারীর আবরণ দিয়ে ঢাকবার উদ্দেশ্যে মদীনার উপকণ্ঠে মসজিদের দিরার প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারা অবশ্য ভিতরে থেকে বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে কসুর করত না। পারসিকদের পরাজিত করার পর যে কাইজার নিকট ও দূববর্তী এলাকার উপর অপ্রতিদ্বন্দী পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিল, সে সম্মুখের দিক হতে এসে আক্রমণ করে বসত। পরিণামে এই তিনটি শক্তির সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইসলামের অর্জিত বিজয় সহসাই পরাজয়ে পরিণত হওয়ার আশংকা ছিল। এই কারণে যদিও ইসলামী রাষ্ট্রে তখন চরম দুর্ভিক্ষ চলছিল, দুঃসহ গ্রীষ্মকালের উত্তাপ ছিল তীব্র, ফসল পাকার ও কাটার সময় নিকটবর্তী হয়েছিল, যানবাহন ও সাজ-সরঞ্জামের ভয়ানক অভাব বর্তমান ছিল, মুলধনের ছিল স্বল্পতা, আর ছিল সম-সাময়িক দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দুটি শক্তির একটির সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ-তা সত্বেও আল্লাহর নবী ইসলামী দাওয়াতের এই জীবন-মরণ সংকটের কঠিন মুহূর্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের সাধারণ ঘোষণা করে দিলেন। পূর্বের যুদ্ধ-বিগ্রহের কোথায় যাচ্ছেন, কার সংগে মুকাবিলা হবে তা শেষ পর্যন্ত কাউকেও না জানানোই ছিল নবী করীমের রীতি। অনেক সময় তিনি মদীনা হতে বের হয়েও লক্ষ্য স্থলের দিকে সোজা পথে অগ্রসর না হয়ে বাকা পথে অগ্রসর হতেন। কিন্তু এবারে তিনি এই ব্যাপারে কোন গোপণীয়তাই রাখলেন না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় সকলকে জানিয়ে দিলেন যে, রোমান শক্তির সাথে যুদ্ধ হবে এবং সিরিয়ার দিকে যেতে হবে।

এই অবস্থার নাজুকতা আরবের সকল লোকই অনুভব করছিল, প্রাচীন জাহেলিয়াতের অন্ধ প্রেমিক যারা তখনো জীবিত ছিল তাদের সামনে এ ছিল সর্বশেষ আশার আলো। রোমান শক্তি ও ইসলামের এই সংঘর্ষের ফলাফলের প্রতি তারা অধির আগ্রহে তাকিয়ে ছিল। কেননা তারা নিজেরাও জানত যে, আশার এক বিন্দু ঝলকও কোথাও দেখা যাবে না। মুনাফিকরাও নিজেদের সর্বশেষ শক্তি এরই পক্ষে নিয়োজিত করেছিল। তারা 'মসজিদে দিরার' রচনা করে এই আশায় অপেক্ষা করছিল যে, সিরিয়ার যুদ্ধে ইসলামের ভাগ্য বিপর্যস্ত হলেই তারা ভিতর হতে নিজেদের ফেত্নার পতাকা উড্ডীন করতে পারে। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের এই অভিযানকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য সম্ভব্য সকল চেষ্টা করে। এদিকে সত্যিকার নিষ্ঠবান মুসলমানরাও অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, যে দাওয়াত ও আন্দোলনের জন্য বিগত বাইশটি বছর ধরে তারা প্রাণ-পন হয়ে রয়েছেন, এখন তারই ভাগ্য চুড়ান্তভাবে নির্ধারণের মুহূর্তে এসে পৌছেছে। এই সময় সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যাবার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এ হবে যে, সমগ্র দুনিয়ায় এই দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ার জন্য দ্বার উম্মুক্ত হবে। আর এই সময় দুর্বলতা দেখাবার অর্থ হচ্ছে মূল আরব ভুখন্ডেও এই দাওয়াত তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলবে। এই ভাবধারা নিয়ে

প্রকৃত নিষ্ঠবান মুসলমানেরা পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে আত্ম নিয়োগ করলেন। সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের ব্যাপারে প্রত্যেকেই অপরের তুলনায় বেশী অংশ গ্রহণে তৎপর হলেন। হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ(রাঃ) বিপুল পরিমাণ অর্থ-দান করলেন। হযরত উমর নিজের সমগ্র জীবনের উপার্জনের অর্ধেক এনে পেশ করলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের সমস্ত সম্পদ উৎসর্গ করলেন। দরিদ্র সাহাবীরা মেহনত- মজুরী করে যা কিছু পেরেছিলেন, তা সবই এনে দিলেন। মেয়েরা নিজেদের গহনা খুলে দিলেন। প্রাণ-উৎসর্গকারী স্বেচ্ছাসেবীদের বাহিনী চার দিক হতে এসে জমায়েত হতে লাগল। তারা দাবী করল, অস্ত্র ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা হলে আমরা আমাদরে প্রাণ কোরবান করতে প্রস্তুত। যাঁরা যানবাহন পায় নি, তাঁরা কান্নাকাটি করতে লাগলেন এবং এমনভাবে নিজেদের প্রাণের কাতরতা প্রকাশ করতে লাগলেন, যা দেখে রসূলে করীমের (সঃ) প্রাণে ব্যাথা অনুভুতহল। বস্তুতঃ ঈমান ও মুনাফেকীর পার্থক্য সূচিত হওয়ার জন্য এ সময়টি একটি নির্ভূল মানদন্ড হয়ে দাঁড়াল। এ সময় কারো যুদ্ধ ময়দান হতে দূরে পড়ে থাকার অর্থই হচ্ছে ইসলামের সাথে তার মনের সম্পর্ক সন্দেহ-পূর্ণ। এ কারণে তাবুকের দিকে যাবার সময় সফরকালে যে যে ব্যক্তিই পিছনে পড়ে যেত, সাহাবা কিরাম তাঁর সম্পর্কে রসূলে করীম (সঃ) কে জানিয়ে দিতেন। এবং নবী করীম (সঃ) সংগে সংগেই জবাবে বলতেন।

-"ছাড়ো, তার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকলে আল্লাহ আবশ্যই তাকে এনে তোমাদের সাথে একত্রিত করবেন। আর তা না হলে শোকর কর যে, আল্লাহ তাকে তোমাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন এবং তার মিথ্যা সাহচর্যের বন্ধন হতে তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন।"

নবম হিজরীর রজব মাসে নবী (সঃ) ৩০ হাজার মুজাহিদ সংগে নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওনা হলেন। এই বাহিনীতে ছিল দশ হাজার উষ্ট্রারোহী যোদ্ধা। উটের সংখ্যা ছিল এতই কম যে, এক একটি উটের পিঠে একাধিক লোক সওয়ার হচ্ছিল। তার উপর গ্রীষ্মের প্রচন্ড গরম ও পানির অভাব। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও প্রকৃত মুসলমানেরা এই সংকট সময়ে যে অসীম সাহসিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাবুকে পৌছে যাওয়ার পরই তার নগদ ফল তারা লাভ করেছিলেন। সেখানে পৌছে তাঁরা জানতে পারলেন যে, কাইজার ও তার অধীন লোকেরা প্রত্যাক্ষ মুক্বাবিলায় আসার পরিবর্তে সীমান্ত হতে নিজেদের সৈন্য-সামন্ত প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। এবং সম্মুখ যুদ্ধ করার মত কোন সৈন্যই অবশিষ্ট নেই । ইতিহাস লেখক এই ঘটনাকে এমনভাবে লিখেছেন যে তাতে মনে হয়, নবী করীম (সঃ) রোমান সৈন্য সমাবেশ সম্পর্কে যে খবর পেয়েছিলেন, মূলতঃ তাই ছিল মিথ্যা। কিন্তু তা আসল ব্যাপার নয়। প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে, কাইজার সৈন্য-সমাবেশ শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু তার পূর্ণ প্রস্তুতির পূর্বেই যখন নবী করীম (সঃ) প্রত্যাক্ষ সংগ্রামে উপস্থিত হলেন, তখন সে সীমান্ত হতে সৈন্য প্রত্যাহার করা ছাড়া আর কোন উপায়ই দেখতে পেল না। মূতা যুদ্ধে ৩ হাজার ও এক লক্ষ সৈন্যের যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সে দেখতে পেয়েছিল, সেখানে স্বয়ং নবী করীমের (সঃ) নেতৃত্বে আগত ৩০ হাজার সৈন্যের মুকাবিলা করার জন্য এক-দু'লক্ষ সৈন্য নিয়েও ময়দানে আসতে কিছুমাত্র সাহস পেল না।

কাইজারের এভাবে পালিয়ে যাওয়ার কারণে ইসলামী শক্তির যে নৈতিক বিজয় সূচিত হল, এ অবস্থায় নবী করীম (সঃ) এটাকে যথেষ্ট মনে করলেন। এ জন্য তাবুক অতিক্রম করে সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশে করার পরিবর্তে এ 'নৈতিক বিজয়' -এর সাহায্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার রাজনৈতিক ও সামরিক সুবিধা লাভকেই অগ্রাধিকার দান করলেন। এ কারণে তিনি তাবুকে ২০ দিন অবস্থান করে রোমান সাম্রাজ্য ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী ও প্রধানতঃ রোমান সাম্রাজ্য প্রভাবাধীন ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে সামরিক প্রভাব খাটিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত করদ রাজ্যে পরিণত করতে সক্ষম হলেন। 'দাওমাতুল জান্দাল'-এর খৃষ্টান গোত্রপতি আকিদার ইবনে আব্দুল মালেক কিন্দী, আয়লার খৃষ্টান গোত্রপতি ইউহানা ইবনে দূবা, এই ভাবে মাক্না, জারবা ও আজরাহ নামক জায়গার খৃষ্টান

দলপতিরাও জিযিয়া আদায়ের বিনিময়ে মদীনা সরকারের তাবেদারী গ্রহণ করল। এর ফল এই হল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা সরাসরিভাবে রোমন সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হল। আর যে সব আরব গোত্রকে রোমান সম্রাটরা আরব শক্তির বিরুদ্ধে এতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করে এসেছে, তাদের অধিকাংশই এখন রোমানদের বিরোধী ও মুসলমানদের সমর্থক ও সাহায্যকারী হয়ে গেল। এছাড়া সবচেয়ে বড় ফায়দা এই হল যে, রোমন সাম্রাজ্যের সাথে দীর্ঘ মেয়াদী কোন দ্বন্দ্বে জড়িত হবার পূর্বেই ইসলাম আরবের বুকে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার অপূর্ব সুযোগ লাভ করল। অপরক দিকে যে সব লোক এত দিন প্রাচীন জাহেলীয়াতের পূনঃ প্রতিষ্ঠার আশায় দিন গুণছিল, তাদের মেরুদন্ড একেবারে চূর্ণ হয়ে গেল। তাদের মধ্যে অনেক ছিল প্রকাশ্য মুশরিক আর অনেক ছিল ইসলামের আবরণে মুনাফেক। তাদের অনেকেরই অবস্থা এতদূর চরমে পৌছেছিল যে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়া ভিন্ন তাদের আর কোন উপায় থাকল না। নিজেরা ঈমানের অমূল্য সম্পদে ধন্য হতে পারুক আর-না-পারুক, অন্ততঃ তাদের ভবিষ্যত বংশধরেরা ইসলাম কবুল করার সুযোগ পেল। এরপর যে অল্প সংখ্যক লোক শেরক্, ও জাহেলীয়াতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকল, তারা বড়ই অসহায় হতে পড়ে। আর আল্লাহতা'আলা যে সংশোধনমূলক বিপ্লবের উদ্দেশ্য রসূল পাঠিয়েছিলেন তার অগ্রগতির পথে তারা কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারল না।

এই সূরায় আলোচিত বিষয়াদি

এই পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়কার ঘনীভূত বড় বড় সমস্যা এবং সূরা 'তওবায়' আলোচিত বিষয়াদি আমরা সহজেই আয়ত্ত করতে পারি।

১. এই সময় পর্যন্ত আরব দেশের শাসন-শৃংখলার কর্তৃত্ব যেহেতু ঈমানদার লোকদের হাতে এসে গিয়েছিল এবং সকল বিরোধী শক্তিই প্রতিহত ও পর্যুদস্ত হয়েছিল, এ কারণে সমগ্র আরব দেশকে দারুল-ইসলামের পরিণত করার জন্য অপরিহার্য নীতিসমূহ সম্মুখে প্রতিভাত হওয়া একান্তই জরুরী ছিল। আমরা দেখছি তা নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশিত হলঃ

(ক) সমগ্র দেশ হতে শেরক্-কে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল ও উৎখাত করতে হবে। প্রাচীন মুশরেকী সমাজ-ব্যবস্থার মূল উৎপাটন করতে হবে, যেন ইসলামের কেন্দ্রস্থল চিরদিনের তরে সত্যিকার ইসলামের কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে এবং কোন শক্তি তার ইসলামী প্রকৃতিতে না কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে আর না কোন বিপদের সময় আভ্যন্তরীন বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। এ কারণেই মুশরেকদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং তাদের সাথে পূর্বের সব চুক্তি ভংগ করার ঘোষণা দান করা হল।

(খ) কাবা ঘরের ব্যবস্থাপনা ঈমানদার লোকদের হাতে ন্যস্ত হবার পর আল্লাহর খালেস বন্দেগী উদযাপনের জন্য নির্মিত ও উৎসর্গীকৃত এই ঘরে এখনো পূর্বানুরূপ শেরক্ ও বুতপরস্তি চলতে থাকা কিছুতেই শোভা পায়না। সেই ঘরের পরিচালনা ক্ষমতাও মুশরিকদের হাতে থাকতে পারে না। এই কারণে নির্দেশ দেয়া হল যে কাবা ঘরের পরিচালনার- ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব ভবিষ্যতে তওহীদ বিশ্বাসীদের হাতেই থাকতে হবে। উপরন্তু আল্লাহর সীমা-সরহদের মধ্যে শেরক ও জাহেলীয়াতের সমস্ত রসম-রেওয়াজ শক্তিপ্রয়োগে বন্ধ করতে হবে। শুধু তাই নয়, অতঃপর মুশরিকরা আল্লাহর ঘরের নিকটও আসতে পারবে না। এমন ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়; যেন ইবরাহিম নবীর (আঃ) প্রতিষ্ঠিত এই মহান প্রতিষ্ঠান শেরক্-এর পংকিলতায় মলীন হবার কোন আশংকাই অতঃপর না থাকে।

(গ) আরবে তামাদ্দুনিক জীবনে জাহেলীয়াতের যেসব রসম-রেওয়াজের এখন পর্যন্ত প্রচলন ছিল আধুনিক ইসলামী যুগেরও তা চলতে দেওয়া কিছুতেই উচিত হতে পারে না। এ কারণে তারও মুলোৎপাটনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হল। নাসী (হারাম মাসকে হালাল ও হালাল মাসকে হারাম নির্দিষ্ট করা)-র রেওয়াজ ছিল এই সব বদ্-রসমের মধ্যে অন্যতম ও প্রধান। এই জন্য তার উপর

সোজাসুজি আক্রমণ চালানো হয় এবং এই আক্রমণ দ্বারা মুসলমানদের জানিয়ে দেয়া হল যে, অবশিষ্ট জাহেলীয়াতের চিহ্ন ও নিদর্শগুলির সাথেও এরূপ ব্যবহারই করতে হবে।

২. আরবে ইসলামের ভূমিকা পূর্ণত্ব লাভ করার পর দ্বিতীয় একটি পর্যায় সম্মুখে উপস্থিত হয়। তা হল আরবের বাইরে দ্বীন ইসলামের প্রভাব বিস্তার করা বা ইসলাম প্রভাবিত এলাকার সম্প্রসারণ। এ ব্যাপারে রোমান সাম্রাজ্য ও পারস্যের রাষ্ট্রীয় শক্তি সর্বাধিক ভাবে পর্বত সমান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এ জন্য আরবদেশ-সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন হবার পর পরই এই শক্তিগুলোর সাথে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়াও ছিল একান্ত অনিবার্য। অবশ্য পরে অপরাপর অমুসলিম রাষ্ট্র ও তামাদ্দুনিক শক্তির সাথেও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়াও ছিল অবশ্যম্ভাবী। এ কারণে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, আরবের বাইরে যে সব লোক দ্বীন ইসলামের অনুসারী ও অনুগত নয়, তাদের স্বাধীন সার্বভৌমত্বকে শক্তির জোরে খতম করতে হবে, যতক্ষণ-না তারা ইসলামী প্রাধান্যকে স্বীকার করে তার অধীনতা কবুল করতে প্রস্তুত হয়। অবশ্য দ্বীন ইসলামের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ রূপে তাদের ইচ্ছাধীন। কিন্তু তাই বলে আল্লাহর যমীনে নিজের আইন-বিধান চালাবার এবং মানব সমাজের কর্তৃত্ব নিজেদের করায়ত্ব করে নিজেদের সমস্ত গোমরাহীকে মানব সাধারনের উপর ও তাদের বংশধরদের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার কোন অধিকারই তাদের থাকতে পারেনা। খুব বেশীর পক্ষে যতখানি আযাদী ও ইখতিয়ার তাদের দেয়া যেতে পারে তা শুধু এতটুকুই যে, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়ে থাকতে চাইলে থাকতে পারে কিন্তু সেজন্য শর্ত এই যে, জিযিয়া দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে।

৩. তৃতীয় পর্যায়ে কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছিল মুনাফিক সমস্যা। এ পর্যন্ত সাময়িক সুবিধাবাদের দৃষ্টিতে তাদের ব্যাপরটিকে খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। কিন্তু যখন বৈদেশিক বিপদের চাপ হ্রাস পেয়েছিল- একেবারে ছিলই না বলা চলে, তখন ভবিষ্যতে তাদের সাথে কোন রূপ নম্র আচরণ করতে নিষেধ করা হয়। বরং ইসলামের প্রকাশ্য দুশমনণদের প্রতি নিয়োজিত কঠোর নীতি এই প্রচ্ছন্ন দুশমণদের সাথেও অবলম্বন করতে হবে বলে তাগিদ করা হয়। এই নীতির কারণেই নবী করীম (সঃ) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে সুয়াইলিমের ঘরে অগ্নিসংযোগ করে দিলেন। কেননা তথায় বহু সংখ্যাক মুনফিক মুসলমানদেরকে যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছিল। আর নীতি অনুযায়ীই তাবুক হতে প্রত্যাবর্তন করার সংগে সংগে সর্বপ্রথম যে কাজটি নবী করীম (সঃ) করলেন, তা হচ্ছে 'মসজিদে যিরার'কে ধ্বংস করা ও অগ্নিসংযোগে ভস্ম করে দেবার নির্দেশ দান।

৪. সত্যিকার মুমিনদের মধ্যে এই সময় পর্যন্তও যে সংকল্পের দুর্বলতা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল তার সংশোধন ছিল একান্ত অপরিহার্য। কেননা ইসলাম এখন এক আন্তর্জাতিক শক্তি হিসেবে গন্য হতে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পদার্পণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। এই সময় একটি মাত্র মুসলিম রাষ্ট্রীকে সমগ্র অমুসলিম দুনিয়ার সাথে সংঘর্ষে নামতে হচ্ছিল বলে মুসলমানদের অভ্যন্তরে সংকল্প দৌর্বল্যের মত মারাত্মক বিপদ আর কিছু হতে পারে না। এই কারণে তাবুক যাত্রা কালে যে সব লোক দূর্বলতা ও অবসাদ-অবহেলা বা সুযোগ সন্ধানের বাতুলতা প্রদর্শন করেছে তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়। কোন যুক্তি-সংগত কারণ বা ওযর ছাড়াই এই ধরনের সংকট মুহূর্তে পিছনে পড়ে থাকা মুলতঃই এক মুনাফিকী ভূমিকা এবং সঠিক ঈমানদার না হওয়ার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গন্য করলেন। অতঃপর ভবিষ্যতের জন্য স্পষ্ট ভাষায় একথা ঘোষণা করে দেয়া হয়ে যে, আল্লাহর দ্বীন প্রচারের চেষ্টা ও সাধনা এবং কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্ব হচ্ছে এমন এক মানদন্ড, যার ভিত্তিতে মুমিন লোকের ঈমানের দাবী পরীক্ষা করা হবে, এই সংঘর্ষে যে লোক ইসলামের জন্য জান-মাল সময়-শ্রম উৎর্সগ করতে পশ্চাদপদ হবে, তার ঈমান-ঈমান বলে গন্যই হবে না। আর এই ক্ষেত্রের কোনরকম ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা অপর কোন ধর্মীয় কাজ দ্বারা পূর্ণ হতেও পারবে না।

এসব মৌলিক বিষয় সামনে রেখে সূরা তওবা অধ্যয়ন করা হলে এর আলোচিত বিষয়াদি সঠিকরূপে বুঝতে পারা সহজ হবে।

اٰيَاتُهَا ١٢٩ (٩) سُوْرَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ١٦

১২৯ তার আয়াত(সংখ্যা) ৯ সূরা তওবা মাদানী ষোল তার রুকূ (সংখ্যা)

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ

সম্পর্কচ্ছেদ (ঘোষণা) পক্ষহতে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের প্রতি তাদের (যাদেরসাথে) তোমরা চুক্তি করেছিলে মধ্য হতে

الْمُشْرِكِيْنَ ۝١ فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ اعْلَمُوْٓا

মুশরিকদের অতএব তোমরা চলাফেরা কর মধ্যে দেশের চার মাস (পর্যন্ত) ও তোমরা জেনেরাখ

اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ۝٢

যে তোমরা নও অক্ষমকারী আল্লাহকে ও নিশ্চয়ই আল্লাহ লাঞ্ছনাকারী কাফেরদেরকে

وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ

এবং সাধারণ ঘোষণা পক্ষহতে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের প্রতি জন-সাধারণের দিনে

الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ

হজ্জের বড় যে আল্লাহ সম্পর্কহীন থেকে মুশরিকদের

১. সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা[১]; করা হল আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের তরফ হতে, যে সব মুশরিকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে[২]-যাদের সাথে। ২. অতএব তোমরা দেশে চারটি মাস আরো চলাফেরা করে লও। এবং জেনে রাখ যে তোমরা আল্লাহকে দুর্বল করতে পারবে না। আরো এই যে, আল্লাহ সত্য অমান্যকারীদের লাঞ্ছিত করবেন। ৩. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ হতে সাধারণ ঘোষণা (সমস্ত মানুষের প্রতি) হজ্জের বড় দিনে[৩] এই যে, আল্লাহ মুশরিকেদের সাথে সম্পর্কহীন

১. নবী করীম (সঃ) যখন হযরত আবুবকর (রাঃ) কে হজ্জের জন্য প্রেরণ করেছিলেন সেই সময়ে ৯ম হিজরীতে এই আয়াত (৫ম রুকুর শেষ পর্যন্ত) অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত আবুবকরের হজ্জে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর যখন এই আয়াত নাযিল হলো তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) হাজীদের সাধারণ সম্মেলনে এই আয়াত শুনিয়ে দেবার জন্য ও সেই সঙ্গে নিম্নে চারটি বিষয় ঘোষণা করার জন্য হযরত আলী (রাঃ) কে প্রেরণ করলেনঃ (১) দ্বীন ইসলামকে কবুল করতে অস্বীকারকারী কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না (২) এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জের জন্য যেন না আসে। (৩) উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ নিষিদ্ধ। (৪) যাদের সঙ্গে রসূলুল্লাহর (সঃ) চুক্তি বজায় আছে অর্থাৎ যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি তাদের সঙ্গে চুক্তির মীয়াদ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হবে। নবী করীমের (সঃ) নির্দেশ অনুসারে হযরত আলী (রাঃ) ১০ই যিলহজ্জ তারিখে এ ঘোষণা করেন। ২. 'সূরা আনফাল' -এর ৫৮নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে যদি কোন জাতির কাছ থেকে তোমাদের বিশ্বাস-ভঙ্গের (চুক্তি-ভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতা) আশংকা হয় তবে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে যাদের চুক্তি তাদের দিকে নিক্ষেপ কর (অর্থাৎ চুক্তি প্রত্যাহার কর) এবং তাদের জানিয়ে দাও যে, এখন তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চুক্তি বজায় নেই। এই নৈতিক নিয়মানুযায়ী যে সমস্ত গোত্র চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও ইসলামের বিরুদ্ধে সব সময় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো এবং সুযোগ পেলেই সন্ধি-চুক্তির মর্যাদাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শত্রুতায় রত হতো সেই সমস্ত গোত্রের বিরুদ্ধে চুক্তি বাতিল করণেরই সাধারণ ঘোষণা করা হলো। এই ঘোষণার পর আরবের মোশরেকদের পক্ষে এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না যে হয় তারা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হবে ও ইসলামী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে ধ্বংস-প্রাপ্ত হবে বা দেশ ত্যাগ করে চলে যাবে, অথবা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে ও নিজেদের এলাকাকে সেই শৃঙ্খলা-ব্যবস্থার অধীনস্থ করে দেবে যা পূর্বেই দেশের অধিকাংশ অংশকে ইসলামী শাসনের আওতায় নিয়ে এসেছে। ৩. 'হজ্জে আকবর'(বড় হজ্জ) শব্দ 'হজ্জে আসগর' (ছোট হজ্জ)-এর মোকাবেলায় ব্যবহৃত হয়েছে। আরববাসীরা ওমরাহকে 'ছোট হজ্জ' বলতো। এর মোকাবেলায় যে হজ্জ যিলহজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখ গুলোতে করা হয় তাকে 'হজ্জে আকবর' বলা হয়েছে।

وَ رَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ

এবং তাঁর রসূলও (দায়িত্বমুক্ত) অতএব যদি তোমরা তওবাকর তবে তা উত্তম তোমাদের জন্য আর যদি তোমরা ফিরেযাও

فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ

তোমরা তবে জেনেরাখ যে তোমরা নও অক্ষমকারী আল্লাহকে এবং সুসংবাদ দাও (তাদেরকে) যারা

كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ﴿۳﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ

কুফরী করেছে আযাবের অতিকষ্টদায়ক তবে যাদের (সাথে) তোমরা চুক্তি করেছ মধ্যহতে

الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ

মুশরিকদের এরপর তোমাদের সাথে ত্রুটি করেনাই (চুক্তি রক্ষায়) কিছুমাত্র ও তারা সাহায্য করেনাই তোমাদের বিরুদ্ধে

اَحَدًا فَاَتِمُّوْۤا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

কাউকে তোমরা তাহলে পূর্ণকর তাদের সাথে চুক্তি তাদের পর্যন্ত তাদের মেয়াদ নিশ্চয়ই আল্লাহ

يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۴﴾ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا

ভালবাসেন মুত্তাকীদেরকে অতঃপর যখন অতিবাহিত হয় মাসসমূহ হারাম তোমরা তখন হত্যাকর

الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْ

মুশরিকদেরকে যেখানে তোমরাপাও তাদেরকে ও তোমরাধর তাদেরকে ও তোমরা ঘেরাও কর

هُمْ وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ

তাদেরকে এবং তোমরা বস তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাটিতে

এবং তার রসূলও। এখন যদি তোমরা তওবা কর, তহলে তা তোমাদের জন্যই ভাল। আর যারা বিমুখ হও, তারা খুবভাল করে বুঝেনাওঃ তোমরা আল্লাহকে দূর্বল করতে অক্ষম। আর হে নবী, অমান্যকারীদের কঠিন আযাবের সুসংবাদ শুনাও। ৪. সেসব মুশরিক ছাড়া, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ, পরে তারা সে চুক্তি রক্ষা করার ব্যাপারে তোমাদের সাথে একবিন্দু ত্রুটি করেনি। আর না তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেছে। এই ধরনের লোকদের সাথে তোমরা চুক্তির-মীয়াদ পর্যন্ত চুক্তি রক্ষা করে যাও। কেননা আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন। ৫. অতএব হারাম মাস[৪] যখন অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদের পাও; এবং তাদের ধর, ঘেরাও কর এবং প্রতিটি ঘাটিতে তাদের খবরাখবর নেয়ার জন্য শক্ত হয়ে বস।

৪. এখানে 'হারাম মাস' বলতে সেই চার মাসকে বুঝাচ্ছে মোশরেকদের যার অবকাশ দেয়া হয়েছিল। এই অবকাশের সময়-কালের মধ্যে মোশরেকদের উপর আক্রমণ করা মুসলমানদের পক্ষে বৈধ ছিলনা। এজন্য এই মাসগুলিকে হারাম মাস বলা হয়েছে।

فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا

অতঃপর যদি | তারা তওবাকরে | ও | তারা প্রতিষ্ঠাকরে | নামাজ | ও | তারা দেয় | যাকাত | তোমরা তবে ছেড়েদাও

سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَ إِنْ أَحَدٌ مِّنَ

তাদের রাস্তা | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | ক্ষমাশীল | মেহেরবান | এবং | যদি | কেউ | মধ্যহতে

الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ

মুশরিকদের | তোমার আশ্রয় চায় | তাকে তবে আশ্রয় দাও | যতক্ষণ না | সে শুনে | বাণী | আল্লাহর | এরপর

أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۝ كَيْفَ

তাকেপৌছাও | তার নিরাপদস্থানে | এটা | এজন্যে যে তারা | (এমন) লোক | না | তারা জানে | কেমনকরে

يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ

(বহাল) থাকবে | মুশরিকদের জন্যে | চুক্তি | কাছে | আল্লাহর | ও | কাছে | তাঁর রসূলের

إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا

এছাড়া | যাদের (সাথে) | তোমরা চুক্তিকরেছ | কাছে | মসজিদে | হারামের | তাই যতক্ষণ

اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

তারা সোজাথাকে | তোমাদের জন্যে | তোমরাও অতঃপর সোজাথাক | তাদের জন্যে | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | ভালবাসেন | মুত্তাকীদের

অতঃপর তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদেরকে তাদের পথ ছেড়ে দাও[৫]। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। ৬. আর মুশরিকদের মধ্যহতে কোন ব্যক্তি যদি আশ্রয় চেয়ে তোমাদের নিকট আসতে চায় (আল্লাহর কালাম শুনার উদ্দেশ্যে) তবে তাকে আশ্রয় দান কর, যেন সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে। পরে তাকে তার আশ্রয়স্থলে পৌছে দাও। এটা এ জন্যে করা উচিৎ যে এই লোকেরা প্রকৃত ব্যাপার কিছুই জানেনা। রুকু-০২ ৭. এই মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট কোন চুক্তি কি করে হতে পারে- সেই লোকদের ছাড়া, যাদের সাথে তোমরা মসজিদে হারামের নিকট সন্ধিচুক্তি করেছিলে[৬]? অতএব যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে সঠিক ব্যবহার করবে, তোমরাও ততক্ষণ তাদের ব্যাপারে সটিক পথে থাকবে, কেননা আল্লাহতা'আলা মুত্তাকী লোকদের পছন্দ করেন।

৫. অর্থাৎ কেবলমাত্র কুফর ও শেরক থেকে তওবা করে নিলেই ব্যাপারটি শেষ হয়ে যাবে না বরং তাদের নামায প্রতিষ্ঠা করতে ও যাকাত দান করতে হবে। নচেৎ তারা যে কুফর ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে এ কথা মেনে নেয়া যাবে না। ৬. অর্থাৎ বনী-কেনানাহ, বনী-খোযাআহ্ এবং বনী-যামরাহ।

كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝ اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

৮. কিন্তু তাদের ছাড়া অপরাপর মুশরিকদের সাথে কোন চুক্তি কিরূপে হতে পারে, যখন তাদের অবস্থা এই যে, তারা তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তখন তারা না তোমাদের ব্যাপারে কোন নিকটাত্মীয়তার খেয়াল রাখে আর না - কোন প্রতিশ্রুতির দায়িত্বের কথা মনে করে? তারা নিজেদের মুখদিয়ে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের দিল তা অস্বীকার করে; আর তাদের অধিকাংশই ফাসেক। ৯. তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্যই গ্রহণ করেছে, তার পর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে; খুব খারাব কাজই এরা করে আসছে। ১০. কোন ঈমানদার ব্যক্তির ব্যাপারে এরা না নিকটাত্মীয়তার কোন খেয়াল করে আর না কোন চুক্তির দায়িত্ব পালন করে। অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি সব সময় তাদের পক্ষ হতেই হয়েছে। ১১. অতএব এখন যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়,তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই[৭]। জ্ঞান-সম্পন্ন লোকদের জন্য আমরা আইন-কানুন স্পষ্ট করে বলেদিতেছি।

৭. অর্থাৎ নামায ও যাকাত ছাড়া শুধু তওবা করে নিলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই বলে গন্য হবে না। অবশ্যই যদি তারা এ শর্ত পূর্ণ করে, তবে তার ফল মাত্র এই হবে না যে তোমাদের পক্ষে তাদের প্রতি কোন আঘাত করা বা তাদের ধন-প্রাণের কোন ক্ষতি-সাধান করা হারাম হবে অধিকন্তু এর ফল এও হবে যে ইসলামী সমাজে তারা সম-অধিকার লাভ করবে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আইন গত দিক দিয়ে তারা অন্যান্য সকল মুসলমানদের সমান বলে গণ্য হবে, কোন পার্থক্য ও বৈষম্য তাদের উন্নতির পথে বাধা হবে না।

وَ اِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوْا

আর যদি | তারা ভঙ্গকরে | তাদের শপথ | পরেও | তাদের চুক্তির | ও | কটাক্ষ করে

فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ

প্রশ্নে | তোমাদের দ্বীনের | তোমরা তখন লড়াই কর | নেতৃবৃন্দের (বিরুদ্ধে) | কুফরের | তারা নিশ্চয়ই (এমনযে) | নাই | শপথের (বিশ্বাস)

لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿١٢﴾ اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ

তাদের | তারা সম্ভবত | বিরতহবে (এরূপ আচারণে) | কি না | তোমরা যুদ্ধ করবে | লোকদের (বিরুদ্ধে) | (যারা) ভঙ্গ করেছে | তাদের শপথ

وَ هَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَ هُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ

এবং | সংকল্প করেছিল | বহিষ্কার করার | রসূলকে | ও | তারা | তোমাদের সাথে সূচনা করেছিল(বাড়াবাড়ী) | প্রথম

مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ

বারেই | তাদেরকে তোমরা ভয়কর কি | অথচ আল্লাহই | অধিক হকদার | যে | তাঁকে তোমরা ভয়কর | যদি | হয়েথাক

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَ يُخْزِهِمْ

তোমরা ঈমানদার | তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর | তাদেরকে আযাব দিবেন | আল্লাহ | তোমাদের হাতদিয়ে | এবং | তাদেরকে লাঞ্ছিত কর[illegible]

وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾

এবং | তোমাদেরকে সাহায্য করবেন | তাদের বিরুদ্ধে | ও | আরোগ্য করবেন | অন্তরসমূহকে | লোকদের | (যারা) ঈমানদার

১২. আর যদি প্রতিশ্রুতি দানের পর তারা নিজেদের শপথকে ভংগ করে এবং তোমাদের দ্বীনের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে, তাহলে কুফরের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লড়াই কর। কেননা তাদের কসমের কোন বিশ্বাস নেই। সম্ভবতঃ (আবার তরবারীর আঘাতের ভয়েই) তারা বিরত হবে[৮]। ১৩. তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, যারা নিজেদের অংগীকার ভংগ করতেই থাকে এবং যারা রসূলকে (সঃ) দেশ হতে বহিষ্কৃত করার সংকল্প করেছিল, আর বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল? তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? তোমরা মুমিন হলে আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিৎ। ১৪.. তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদেরকে শাস্তি দান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন, আর তাদের বিরুদ্ধে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। এবং বহুসংখ্যক মু'মিনের দিলকে ঠান্ডা ও শীতল করবেন।

৮. এখানে অঙ্গীকার করা ও শপথ করার অর্থ হচ্ছে মুসলমান হবার অঙ্গীকার করা ও ইসলামের আনুগত্যের শপথ করা। অর্থাৎ যদি তারা মুসলমান হবার পর পুনরায় কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করে তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে। এই আদেশ অনুযায়ীই হযরত আবু বকর (রা) মোরতাদদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ

এবং | দূর করবেন তিনি | ক্ষোভ (জ্বালা) | তাদের অন্তরসমূহের | ও | ক্ষমা পরায়ণ হবেন | আল্লাহ | (তাদের) প্রতি

مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن

যাদেরকে | তিনি ইচ্ছেকরবেন | এবং | আল্লাহ | সর্বজ্ঞ | সুবিজ্ঞ | কি? | তোমরা মনেকরেছ | যে

تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَ

তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে | অথচ | দেখেন নাই (এখন পর্যন্ত) | আল্লাহ | (তাদেরকে) কারা | প্রানান্তকর চেষ্টা করে(তারপথে) | তোমাদের মধ্যে | ও

لَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ

তারা গ্রহণকরেনি (অন্যকাউকে) | ব্যতীত | আল্লাহ | ও | না | তাঁর রসূল | ও | না | ঈমানদার - দেরকে

وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ مَا كَانَ

বন্ধু হিসেবে | এবং | আল্লাহ | খুব জানেন | ঐবিষয়ে যা | তোমরা কাজকরছ | না | হতে পারে (এমন)

ع ١٠

لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ

মুশরিকদের জন্যে | যে | রক্ষণাবেক্ষণ করবে তারা | মসদিজ সমূহের | আল্লাহর | (কারণ) তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে | উপর

أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي

তাদের নিজেদের | কুফরীর | ঐসব লোকের | নষ্ট হয়েছে | তাদের আমল | এবং | মধ্যে

النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

জাহান্নামের | তারা | চিরস্থায়ী হবে

১৫. তাদের দিলের জ্বালা নিভিয়ে দিবেন এবং যাকে চাইবেন তার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হবেন[৯]। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ। ১৬. তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, এমনিই তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত দেখেননি যে, তোমাদের মধ্যে কোন্ লোকেরা (তাঁর পথে) প্রাণান্তকর চেষ্টা ও সাধনা করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিন লোকদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। তোমরা যাকিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত রয়েছেন। রুকু-৩ ১৭. মুশরিকদের কাজ এ নয় যে, তারা আল্লাহর মসজিদ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবক হবে এমতাবস্থায় যে, তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের সব আমলই তো বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গিয়েছে। আর জাহান্নামে তাদের চিরকালই থাকতে হবে।

৯. মুসলমানরা ভয় করছিল যে, এ ঘোষণা হলেই আরবের সকল দিক থেকে আগুণ জ্বলে উঠবে, এবং আমরা মস্ত বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ব। আল্লাহতা'আলা এই আয়াত দিয়ে সান্তনা দান করেছেন যে তোমাদের এ অনুমান ভুল–ফল এর বিপরীতই হবে।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ

দিবসের ও আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে (সেই) যে আল্লাহর মসজিদ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করবে মূলতঃ

الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ لَمْ يَخْشَ

ভয়করে (অন্যকাউকে) না ও যাকাত আদায় করে ও নামাজ প্রতিষ্ঠা করে ও আখেরাতের

اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ١٨

সঠিক পথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত তারাই হবে ঐসব লোক আশাকরা যায় আল্লাহ ব্যতীত

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ

তার সমান যে হারামের মসজিদে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও হাজ্বীদের পানি পান করান তোমরা মনে করেছ কি

اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ جٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط

আল্লাহর পথে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে ও আখেরাতের দিবসের ও আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে

لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ

লোকদের সঠিক পথ দেখান না আল্লাহ এবং আল্লাহর নিকট তারা সমান নয়

الظّٰلِمِيْنَ ١٩ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا

প্রানান্তকর চেষ্টা করেছে ও হিজরত করেছে ও ঈমান এনেছে যারা (যারা) যালেম

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ لا

তাদের জানসমূহ (দিয়ে) ও তাদের মালদিয়ে আল্লাহর পথে

---

১৮. আল্লাহর মসজিদের আবাদকারী (সংরক্ষক ও খাদিম) তো সেই লোকেরাই হতে পারে, যারা আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। তাদের সম্পর্কেই এই আশা করা যায় যে, তারা সঠিক-সোজা পথে চলবে। ১৯. তোমরা কি হাজ্বীদের পানি পান করানো এবং 'মসজিদে হারাম'-এর সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাকে সেই ব্যক্তির কাজের সমান মনে করে নিয়েছ, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং যে প্রাণান্ত করল আল্লাহরই পথে[১০]? আল্লাহর নিকট তো এই দুই শ্রেণীর লোক এক ও সামন নয়। আর আল্লাহ যালেমদের কখনই পথ দেখান না। ২০. যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জেহাদ করেছে,

---

১০. এই নির্দেশ দিয়ে এই ফায়সালা দান করা হয়েছে যে, এখন থেকে বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধান মুশরিকাদের হাতে আর থাকতে পারে না। মুশরিক কোরাইশরা খেদমত করে আসার অধিকারে বায়তুল্লাহর মোতাওয়ালী থাকার হকদার হতে পারে না।

তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে; আর তারাই সফলকাম ২১. তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত ও সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী সুবিন্যাস্ত রয়েছে। ২২. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তাদের কাজের বিরাট পুরস্কার রয়েছে। ২৩. হে ঈমানদার লোকেরা, নিজেদের পিতা ও ভাইকেও নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালবাসে। তোমাদের যে লোকেই এই ধরণের লোকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সেই যালেম হবে। ২৪. হে নবী, বলে দাও যে, যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীরা ও তোমাদের আত্মীয়-স্বজন তোমাদের সেই ধন-মাল যা তোমরা উপর্জন করেছ,

সেই ব্যবসায় যার মন্দা হওয়াকে তোমরা ভয় কর, আর তোমাদের সেই ঘর যাকে তোমরা খুবই পছন্দ কর- তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং আল্লাহর পথে চেষ্টা সাধনা করা অপেক্ষা প্রিয় হয়, তা হলে তোমরা অপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন। আর আল্লাহ তো ফাসেক লোকদের কখনই হেদায়াত করেন না। রুকু-০৪ ২৫. আল্লাহ ইতিপূর্বে বহু ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন। এই সেদিন হুনায়ন যুদ্ধের দিন (আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য ও হস্ত ধারণের ব্যাপারটি তোমরা দেখতে পেয়েছ[১১])। সেদিন তোমাদের সংখ্যা-বিপুলতা তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজেই আসেনি। যমীন তার অসীম বিশালতা সত্ত্বেও তোমাদের পক্ষে সংকীর্ণই হয়ে গিয়েছিল, আর তোমরা পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে গেলে।

---

১১. এই আয়াত নাযিল হওয়ার মাত্র ১২/১৩ মাস পূর্বে ৮ম হিজরীর শওয়াল মাসে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী হুনায়ন উপত্যকায় হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে মুসলমান পক্ষে ফৌজ ছিল ১২,০০০। কিন্তু অপরপক্ষে কাফেরদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাওয়াযিন গোত্রের তীরন্দাযেরা মুসলমানদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছিল। ইসলামের সৈন্যদল শোচণীয় ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছু হটেছিল। সে সময় মাত্র নবী করীম (সঃ) ও কয়েকজন মুষ্টিমেয় সাহাবার কদম আপন আপন জায়গায় অটল ছিল। এবং তাদেরই অবিচলতার ফলেই সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা দ্বিতীয়বার স্থাপিত হতে পেরেছিল এবং শেষে বিজয় মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। অন্যথায় মক্কা বিজয়ে যা কিছু লাভ করা গিয়েছিল হুনায়নে তার থেকে অনেক বেশী হারাতে হত।

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

এরপর অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ তাঁর প্রশান্তি উপর তাঁর রসূলের ও উপর ঈমানদারদের

وَ اَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ

ও অবতীর্ণ করলেন (এমন) বাহিনী তা তোমরা দেখতে পাওনি ও আযাব দিলেন (তাদেরকে) যারা কুফরী করেছিল

وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۶﴾ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ

ও এটা (ছিল) কর্মফল কাফেরদের অতঃপর ক্ষমাপরায়ণ হলেন আল্লাহ পরেও

ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۷﴾ يٰۤاَيُّهَا

এর (তার) প্রতি যাকে তিনি ইচ্ছে করেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল মেহেরবান ওহে

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ

যারা ঈমান এনেছ মূলতঃ মুশরিকরা নাপাক অতএব না তারা নিকটবর্তী হবে মসজিদে

الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَ اِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ

হারামের পরে তাদের বছরের এই এবং যদি তোমরা ভয়কর দারিদ্রের শীঘ্রই তবে

يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۸﴾

তোমাদের অভাব মুক্ত করবেন আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে যদি তিনি ইচ্ছে করেন নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ মহাবিজ্ঞ

২৬. অতঃপর আল্লাহ তাঁর শান্তির অমিয়ধারা তাঁর রসূল ও ঈমানদার লোকদের উপর বর্ষণ করলেন, আর সেই বাহিনীও পাঠালেন যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর সত্যের অস্বীকার কারীদের তিনি শাস্তি দান করলেন, কেননা, সত্যের বিরোধীদের এই হচ্ছে প্রতিফল। ২৭. তার পর (তোমরা এও দেখতে পেয়েছ যে এই ভাবে শাস্তিদানের পর) আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হবেন।[১২] আর আল্লাহই বড় ক্ষমাশীল এবং করুণাময়। ২৮. হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ, মুশরিক লোকেরা নাপাক। অতএব এই বছরের পরে তারা যেন মসজিদে হারামের নিকটেও না আসতে পারে[১৩]। তোমাদের যদি অভাব-অনটনের ভয় হয়, তাহলে এ অসম্ভব নয় যে আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী করে দেবেন। আল্লাহ বস্তুতঃই সর্বজ্ঞ ও অতুলনীয় জ্ঞানী।

১২. এখানে এই বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যে হুনায়নের যুদ্ধে যে কাফেররা পরাজিত হয়েছিল তারা সকলে পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ১৩. অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য তাদের হজ্জ ও তাদের যিয়ারতই মাত্র বন্ধ থাকবে না বরং মসজিদে হারামের সীমার মধ্যে তাদের প্রবেশও নিষিদ্ধ হবে।

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

তোমরা যুদ্ধকর (তাদেরবিরুদ্ধে) যারা না ঈমান আনে আল্লাহর উপর এবং না দিনের উপর আখেরাতের

وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ

এবং না নিষিদ্ধকরে যাকিছু নিষিদ্ধ করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং না দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে

دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ

দ্বীনে হককে মধ্যহতে যাদেরকে দেয়া হয়েছে কিতাব যতক্ষণ না দেয় জিযিয়া

عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ

দিয়ে (নিজেদের) হাত ও তারা ছোট (হয়ে থাকে) আর বলে ইয়াহুদীরা উজাইর

ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

পুত্র আল্লাহর আর বলে নাসারা (খৃষ্টানরা) মসীহ (ইসা (আঃ)) পুত্র আল্লাহর

ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا

এটা তাদের কথা তাদের মুখের তারা দেখা-দেখি বলে কথা (তাদের) যারা কুফরী করেছে

مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

পূর্বেও তাদের ধ্বংস করুন আল্লাহ কোথায় তাদের ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে

২৯. যুদ্ধ কর আহলি-কিতাবের সেই লোকদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ এবং পরকালের দিনের প্রতি ঈমান আনেনা। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তাকে হারাম করেনা, এবং সত্য দ্বীন ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না। (তাদের সাথে লড়াই করতে থাক) যতক্ষণ না তারা নিজেদের হাতে জিযিয়া দিতে ও ছোট হয়ে থাকতে প্রস্তুত হয়[১৪]। রুকু-৫ ৩০. ইয়াহুদীরা বলে যে, উজাইর আল্লাহর পুত্র। আর ঈসায়ীরা বলে যে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। এ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অমূলক কথা যা তারা নিজেদের মুখে উচ্চারণ করে সেই লোকদের দেখা দেখি, যারা তাদের পূর্বে কুফরীতে নিমজ্জিত হয়েছিল। আল্লাহর মার হোক এদের উপর, এদের কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে!

১৪. অর্থাৎ যুদ্ধের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তারা ঈমান আনবে ও সত্য-দ্বীনের অনুসারী হয়ে যাবে বরং তাদের শাসন-কতৃত্ব লুপ্ত করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। তারা যেন যমীনের উপর শাসন ও আদেশদাতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত না থাকে বরং পৃথিবীর জীবন-ব্যবস্থার রশি এবং কতৃত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষমতা দ্বীনে-হকের অনুসারীদের হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং আহলি-কিতাবগণ তাদের অনুগত ও অধিনস্ত হয়ে অবস্থান করবে। এর পর যার ইচ্ছা হবে সে স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করবে; নতুবা জিযিয়া দিতে থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্রে জিম্মীদের যে নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ দান করা হয় জিযিয়া হচ্ছে তার বিনিময়। এ ছাড়া জিযিয়া তাদের ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকৃতির নিদর্শনও বটে।

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ

তারা গ্রহণ করেছে | তাদের আলেমদেরকে | ও | তাদের দরবেশদেরকে | রব হিসেবে (অর্থাৎ হুকুম দেওয়ার মালিক) | ব্যতীত

اللّٰهِ وَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا

আল্লাহকে | ও | মসীহকে | পুত্র | মরিয়মের | অথচ | না | নির্দেশ দেয়া হয়েছে | এছাড়া

لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا

তারা এবাদত করুক | ইলাহর | একই (অর্থাৎ আল্লাহর) | নাই | কোন এলাহ | ছাড়া | তিনি | তিনি পবিত্র | তাহতে যা

يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ

তারা শিরক করেছে | তারা চায় | ফুৎকারে নিভাতে | আলো | আল্লাহর | তাদের মুখদিয়ে | কিন্তু

يَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾

প্রত্যাখ্যান করেন | আল্লাহ (সে ইচ্ছা) | এব্যতীত | যে | তিনি পূর্ণ করবেন | তাঁর আলো | এবং | যদিও | অপছন্দ করে | কাফেররা

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ

তিনি (আল্লাহই) | যিনি | পাঠিয়েছেন | তাঁর রসূলকে | হেদায়াত দিয়ে | ও | দ্বীনে | হক (সহ)

لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

তা বিজয়ী করতে | উপর | দ্বীনের | অপর সব | এবং | যদিও | অপছন্দ করে | মুশরিকরা

৩১. তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছে[১৫]। আর এই ভাবে মরিয়ম পুত্র ঈসাকেও। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। সেই আল্লাহ যার ছাড়া অপর কেউ বন্দেগী পাবার অধিকারী নন। তিনি পাক-পবিত্র এসব মুশরেকী কথাবার্তা হতে, যা তারা বলে। ৩২. এই লোকেরা চায় যে, আল্লাহর আলো-কে তারা নিজেদের ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিবে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলো-কে পূর্ণতা দান না করে কিছুতেই ছাড়বেন না, কাফের লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন! ৩৩. তিনি আল্লাহই, যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াতের বিধান ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে অপর সব দ্বীনের উপরই জয়ী করে দেন[১৬] মুশরিকদের পক্ষে তা যতই অসহ্য ব্যাপারই হোক না কেন।

১৫. হাদীসে উল্লেখিত হয়েছেঃ আদি-বিন হাতিম যিনি প্রথমে খৃষ্টান ছিলেন, যখন রসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, এই আয়াতে নিজেদের আলেম ও দরবেশদের রব বানিয়ে নেয়ার যে দোষারোপ আমাদের প্রতি করা হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্য কি? উত্তরে নবী করীম (সঃ) বলেন এটা কি সত্য নয় যে- যা কিছু তারা হারাম বলে, তোমরা সেগুলোকে হারাম বলে মেনে নাও, ও যা কিছু তারা হালাল বলে সেগুলোকেও তোমরা হালাল বলে গন্য কর। তিনি নিবেদন করলেন, হ্যাঁ- এরূপ তো অবশ্য আমরা করে থাকি। নবী (সঃ) এরশাদ করলেন- বাস্ এরই অর্থ তাদেরকে রব বলে মান্য করা। তারা প্রকৃত পক্ষে স্বকল্পনার রুবুবিয়াতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়, এবং যারা তাদের এই শরীয়ত-রচনার অধিকারকে স্বীকৃতি দান করে তারা তাদেরকে নিজেদের রব বানায়।

(অপর পাতায় দেখুন)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ
ওহে যারা ঈমান এনেছ নিশ্চয়ই অধিকাংশ মধ্যহতে (আহলে কিতাব) আলেমদের ও দরবেশদের (অবস্থা এই যে)

لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ
অবশ্যই তারা খায় ধনমাল জনগণের বাতিল পন্থায় ও তারা বাধাদেয় হতে পথ

اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا
আল্লাহর এবং যারা জমাকরে রাখে সোনা ও রূপা এবং না তা তারা খরচ করে

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى
পথে আল্লাহর তাদেরকে তাই সুসংবাদ দাও আযাবের অতি কষ্টদায়ক একদিন (অবশ্যই আসবে) (যখন) গরম করা হবে

عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ
তারউপর মধ্যে আগুনের জাহান্নামের অতঃপর দাগ দেয়া হবে তা দিয়ে তাদের কপালে ও তাদের পার্শ্ব-সমূহে

وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا
ও তাদের পৃষ্ঠদেশে (বলা হবে) এই যা তোমরা জমা করতে তোমাদের নিজেদের জন্যে তোমরা এখন স্বাদ নাও

مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾
যা তোমরা জমা করেতেছিলে

৩৪. হে ঈমানদার লোকেরা, এই আহলি-কিতাবের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশদের অবস্থা এই যে, তারা জনগণের ধন-মাল বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখে। অতি পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও সেই লোকেদের, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করেনা। ৩৫. একদিন অবশ্যই হবে, যখন এই স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত করা হবে এবং পরে তা দিয়ে সেই লোকদের কপাল, পার্শ্বদেশ এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে- এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চিত করেছিলে। নাও এখন তোমাদের সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ গ্রহণ কর।

১৬. আরবী ভাষায় দ্বীন বলা হয়- সেই জীবন-ব্যবস্থা বা জীবন-পদ্ধতিকে যার প্রতিষ্ঠাকারীকে সনদ বা আনুগত্যের হকদার হিসেবে কার্যতঃ মান্য করা হয়। মোট কথা, এই আয়াতে রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে- তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও 'দ্বীনে-হক' নিয়ে এসেছেন তাকে দ্বীনের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পন্ন সকল প্রকার ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উপর জয়ী করতে হবে। রসূলের উত্থান কখনো এই উদ্দেশ্যে হতে পারে না যে, তাঁর আনীত জীবন-ব্যবস্থা অপর কোন জীবন-ব্যবস্থার অনুগত ও তার অধিনস্থ হয়ে বা তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহ-সুবিধা বা অবকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা সংকুচিত হয়ে থাকবে; বরং তা যমীন ও আসমানের বাদশাহর প্রতিনিধি হয়ে আসে এবং স্বীয় বাদশাহর 'সত্য-ব্যবস্থাকে বিজয়ী রূপে দেখতে চায়।যদি অন্যকোন জীবন-ব্যবস্থা পৃথিবীতে থাকে বা, তবে তাকে খোদায়ী ব্যবস্থায়' প্রদত্ত অবকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে অবস্থান করতে হবে- যেমন জিযিয়া দেওয়ার বিনিময়ে জিম্মীদের জীবন-ব্যবস্থা থাকে। এ হতে পারেনা যে কাফেররা আধিপত্যশীল থাকবে ও সত্য-কর্মের অনুসারীরা 'জিম্মী'রূপে অবস্থান করবে।

৩৬. প্রকৃত কথা এই যে, যখন হতে আল্লাহতা'আলা আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন তখন হতেই মাসগুলির সংখ্যা মাত্র বারো। তার মধ্যে চারটি মাস হারাম [১৭]। এটাই নির্ভুল ব্যবস্থা, অতএব এই চার মাসে নিজেদের উপর যুলুম করোনা। আর মুশরিকদের সাথে - সকলে মিলে লড়াই কর, যেমন করে তারা সকলে মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করছে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের সংগেই রয়েছেন[১৮]। ৩৭. 'নাসী' (হারাম মাসকে হালাল ও হালাল মাসকে হারাম করণ) তো কুফরীর উপর আর একটি অতিরিক্ত কুফরীর কাজ, যাদিয়ে এই কাফের লোকদেরকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করা হয়। এক বৎসর একটি মাসকে হালাল করে নেয়, আবার কোন বছর তাকে হারাম বানিয়ে দেয়; যেন এভাবে আল্লাহর হারাম করা মাসগুলির সংখ্যাও পুরা হয়, আর আল্লাহর হারাম করা (মাস)) হালালও হয়ে যায়[১৯]।

১৭. চার 'হারাম' মাস বলতে বুঝায়ঃ হজ্জের জন্য যিলকা'দ, যিলহজ্জ, মহররম এবং ওমরার জন্য রজব। ১৮. অর্থাৎ মোশরেকেরা যদি এই মাসগুলিতেও লড়াই থেকে বিরত না হয়, তবে যেভাবে তারা একতাবদ্ধ হয়ে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমরাও সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। সূরা বাকারার ১৯৪ নং আয়াত এই আয়াতের ব্যাখ্যা দান করে। ১৯. আরবের 'নাসী' দুই প্রকারের ছিল- এক প্রকার হচ্ছে যুদ্ধ বিগ্রহ, (অপর পাতায় দেখুন)

আসলে তাদের খারাব কাজগুলিকে তাদের জন্যে খুবই চাকচিক্যময় করে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ সত্য অমান্যকারীদের কখনও হেদায়াত দান করেন না। ৩৮. হে[২০] ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের কি হয়েছে, তোমাদেরকে যখন আল্লাহর পথে বের হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন তোমরা যমীনের উপর বোঝায় নুয়ে পড়ছ? তোমরা কি পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করে নিয়েছ? এই যদি হয়ে থাকে, তা হলে তোমাদের জেনে রাখা উচিৎ যে, দুনিয়ার জীবনের এসব সাজ-সরঞ্জাম পরকালে খুব সামান্যই বোধ হবে। ৩৯. তোমরা যদি যুদ্ধ-যাত্রা না কর, তাহলে তোমাদের পীড়াদায়ক শাস্তি দান করা হবে এবং তোমাদের স্থলে অপর কোন লোকসমষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে, তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তির আধার।

ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কোন 'হারাম' মাসকে 'হালাল' গন্য করা হতো এবং তার পরিবর্তে কোন 'হালাল' মাসকে হারাম করে নিয়ে মাসের সংখ্যা পূর্ণ করে দেওয়া হতো। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছেঃ চান্দ্র বছরকে সৌর বছরের অনুযায়ী করার জন্য তার মধ্যে তারা 'কাবীসা' নামে এক মাস বৃদ্ধি করতো যেন হজ্জ সকল সময় একই মৌসুমে পড়ে ও চান্দ্র বছর অনুযায়ী হজ্জের সকল মৌসুমে আবর্তিত হতে থাকলে যে অসুবিধা ও কাঠিন্য ভোগ করতে হয় তা থেকে বাঁচতে পারা যায়। এভাবে ৩৩ বছর যাবৎ হজ্জ তার সঠিক সময় অনুষ্ঠিত না হয়ে বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত হতে থাকতো এবং মাত্র ৩৪তম বছরে একবার হজ্জ তার যথা নির্দিষ্ট সময় যিলহজ্জ মাসে অনুষ্ঠিত হতো। নবী করীম (সঃ) যে বছর বিদায় হজ্জ আদায় করেছিলেন সে বছর হজ্জ ঠিক তার যথা নির্দিষ্ট তারিখে পড়েছিল এবং সেই সময় থেকেই তা জারী আছে। ২০ এই আয়াত (৯রুকুর শেষ পর্যন্ত) তাবুকের যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল।

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

যদি না | তাকে তোমরা সাহায্যকর (পরোয়া নেই) | নিশ্চয়ই | আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন | যখন | তাকে বহিষ্কার করেছিল | যারা | কুফরী করেছে

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ

(সে ছিল) দ্বিতীয় | দুজনের | যখন | তারা দুজনে (ছিল) | মধ্যে | গুহার | তখন | সে বলেছিল | তার সাথীকে

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ

না বিষণ্ন হয়ো তুমি | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | আমাদের সাথে(আছেন) | তখন নাযিল করলেন | আল্লাহ | তাঁর প্রশান্তি | তাঁর উপর | ও তাকে সাহায্য দিলেন

بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ

(এমন সব) সৈন্য দিয়ে | তোমরা দেখতে পাওনি | যাদেরকে | ও | করলেন | কথাকে | (তাদের) যারা | কুফরী করেছিল | নীচু

وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

ও (করলেন) | কথা | আল্লাহর | তা | সমুন্নত | ও | আল্লাহ | মহাপরাক্রমশালী | মহাবিজ্ঞ

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ

তোমরা বের হও | হালকা অবস্থায় (থাক) | কিংবা | ভারী অবস্থায় | এবং | তোমরা জিহাদ কর | তোমাদের ধন-মাল দিয়ে | ও | তোমাদের জান-প্রাণ(দিয়ে)

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

পথে | আল্লাহর | সেটাই তোমাদের | উত্তম | তোমাদের জন্যে | যদি | তোমরা | জানতে

৪০. তোমরা যদি নবীকে সাহায্য না কর, তাহলে সেজন্য কোনই পরোয়া নেই। আল্লাহ সেই সময় তার সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল, যখন সে মাত্র দু'জনের দ্বিতীয় ছিল। যখন তারা দু'জন গুহায় অবস্থিত ছিল তখন সে তার সংগীকে বলেছিলঃ চিন্তা-ভাবনা করোনা, আল্লাহ আমাদের সংগে রয়েছেন[২১]। তখন আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় গভীর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে সাহায্যে করলেন এমন সব সৈন্যবাহিনী দিয়ে, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হত না, এবং কাফেরদের কথাকে নীচু করে দিলেন। আর আল্লাহর কথা তো সর্বোচ্চই। আল্লাহ হলেন বড় শক্তিমান ও সুবিজ্ঞ বিবেচক। ৪১. তোমরা বের হয়ে পড়— হালকাভাবে কিংবা ভারী-ভারাক্রান্ত হয়ে। আর জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সামান ও নিজেদের জান-প্রাণ সংগে নিয়ে; এ তোমাদের জন্য কল্যাণময়- যদি তোমরা জান।

২১. এখানে সেই ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যখন মক্কার কাফেররা নবী করীম (সঃ) কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং হত্যার জন্যে যে রাতটি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ঠিক সেই রাতেই মক্কা থেকে বহির্গত হয়ে সওর গুহার তিন দিন পর্যন্ত লুকিয়ে থাকার পর মদীনার দিকে হিজরত করেছিলেন। সেই সময় গুহায় মাত্র একা হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর সংগে ছিলেন।

৪২. হে নবী, ফায়দা যদি সহজলভ্য হত ও বিদেশ-যাত্রা হত সুগম-স্বচ্ছন্দ তবে তারা অবশ্যই তোমার পিছনে চলতে প্রস্তুত হত। কিন্তু তাদের পক্ষে এই পথতো বড়ই কঠিন ও দুর্গম হয়ে পড়েছে[২২]। এখন তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবেঃ আমরা যদি চলতেই পারতাম, তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে যেতাম। আসলে তারা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছে। আল্লাহ খুব ভালভাবেই জানেন যে তারা মিথ্যাবাদী। রুকু-৭ ৪৩. হে নবী আল্লাহ তোমাকে মাফ করেদেন, তুমি কেন এই লোকদের অবসর দিলে? (তোমার নিজের পক্ষ হতে অবসর না-দেওয়াই উচিৎ ছিল) তা হলে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যেত যে কোন লোকেরা সত্যবাদী; আর মিথ্যাবাদীদেরকেও তুমি জানতে পারতে। ৪৪. যারা আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমানদার, তারা তো কখনই তোমার নিকট আবেদন করবে না যে, জান-মালসহ জেহাদ করার দায়িত্ব হতে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেয়া হোক। আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের ভাল করেই জানেন।

২২. মোকাবিলা ছিল রোমের মত প্রধান শক্তির সংগে, 'সময় ছিল প্রচন্ড গ্রীষ্মের', দেশ ছিল দুর্ভিক্ষের কবলে, ও নতুন বাৎসরিক ফসল কাটার সময় ছিল আসন্ন- আর এই ফসলের আশা নিয়ে তারা দিন গুণছিল- এই অবস্থায় তাবুক যাত্রা তাদের পক্ষে বড়ই কঠিন বোধ হচ্ছিল।

৪৫. এরূপে কোন আবেদন কেবল তারাই করে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমানদার নয়, যাদের মনে সন্দেহ রয়েছে, আর তারা নিজেদের সন্দেহের মধ্যে পড়ে ইতস্ততঃ করছে। ৪৬.তাদের বের হবার ইচ্ছা যদি সত্যই থাকত, তবে তারা সেজন্য কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই গ্রহণ করত। কিন্তু তাদের সংকল্পবদ্ধ হওয়াই আল্লাহর পছন্দ ছিলনা। এজন্য আল্লাহ তাদেরকে বিরত রাখলেন। এবং বলা হল যে, বসে থাক বসে-থাকা অন্যান্য লোকদের সাথে। ৪৭. তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হত, তাহলে তোমাদের মধ্যে দোষ-ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিত না; তারা তোমাদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির জন্য পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করত। আর তোমাদের লোকদের অবস্থা এই যে, তাদের কথা বিশেষ লক্ষ্য সহকারে শুনার মত অনেক লোকই তোমাদের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ এই যালেমদের খুব ভাল করে জানেন।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى

নিশ্চয়ই তার চেয়েছিল ফেতনা (সৃষ্টিকরতে) পূর্বেও এবং তোমার জন্যে উল্টাপাল্টা করেছে কাজ-কর্ম যতক্ষণ না

جَآءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ هُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾

এসেছে হক ও বিজয়ী হয়েছে নির্দেশ আল্লাহর এবং তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَ لَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي

এবং তাদের মধ্যে (এমনও আছে) যারা বলে আমাকে অব্যাহতি দিন এবং না আমাকে ফেতনায় ফেলবেন সাবধান (শুনে রাখ) মধ্যে

الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

ফেতনার তারা পড়েছে এবং নিশ্চয়ই জাহান্নাম অবশ্যই ঘিরে রেখেছে কাফেরদেরকে

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَ اِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ

যদি তোমার পৌছে কোন কল্যাণ তাদের খারাপ লাগে এবং যদি তোমরা পৌছে কোন মুসিবত

يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا

তারা বলে আমরা (সামলে) নিয়েছি আমাদের কাজ পূর্বেই ও তারা ফিরে যায়

وَّ هُمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾

এ অবস্থায় তারা খুশী হয়ে যায়

৪৮. এর পূর্বেও এরা ফেতনা সৃষ্টির জন্য বহু চেষ্টা করেছে। এবং তোমাকে ব্যর্থ করার জন্য এরা সকল রকমের চেষ্টা-যত্ন বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করেছে। এ সত্ত্বেও তাদের মর্যীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে সত্য আসলো আর আল্লাহর কাজ সম্পন্ন হল। ৪৯. তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা বলেঃ "আমাকে অবসর দিন এবং আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না।" শুনে রাখ, এরা তো ফেতনার মধ্যেই পড়ে রয়েছে। আর জাহান্নাম এই কাফেরদেরকে ঘিরে রেখেছে। ৫০. তোমাদের ভালো হলে তাদের দুঃখ হয়, আর তোমাদের উপর কোন বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসলে এরা মুখ ফিরিয়ে খুশীর সাথে প্রত্যাবর্তন করে। আর বলতে থাকে ভালোই হল, আমরা আগেই আমাদের ব্যাপারটি ঠিকঠাক করে নিয়েছিলাম।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ
বল | কক্ষণ না | আমাদের পৌছুবে | এছাড়া | যা | নির্ধারিত করেছেন | আল্লাহ | আমাদের জন্যে | তিনিই

مَوْلٰنَا ۚ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾ قُلْ
আমাদের মনীব | এবং | উপর | আল্লাহরই | ভরষা করা উচিৎ | মু'মিনদের | বল

هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَ نَحْنُ
কি | তোমরা অপেক্ষা করছ | আমাদের জন্যে | এছাড়া | একটি | দুই কল্যাণের (অর্থাৎ শাহাদত বা বিজয়) | এবং | আমরা

نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ
অপেক্ষা করছি | তোমাদের জন্য | যে | তোমাদের পৌছাবেন | আল্লাহ | আযাব | হতে | তার নিজের নিকট

اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۫ۖ فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾
অথবা | আমাদের হাতদিয়ে (শাস্তি দিবেন) | তোমরা তাই অপেক্ষা কর | নিশ্চয়ইআমরা | তোমাদের সাথে | অপেক্ষাকারী

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ
বল | তোমরা খরচ কর | ইচ্ছায় | অথবা | অনিচ্ছায় | কক্ষণ না | কবুল করা হবে (তা) | তোমাদের হতে | নিশ্চয়ই তোমরা

كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾
হলে | সম্প্রদায় | ফাসেক

৫১. তাদেরকে বলঃ "(ভালো কিংবা মন্দ) কিছুই আমাদের হয় না, হয় শুধু তাই যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। আল্লাহই আমাদের মনীব ও মুরব্বী এবং আশ্রয়। আর ঈমানদার লোকদের তাঁরই উপর ভরসা করা উচিৎ"। ৫২. তাদেরকে বলঃ "তোমরা আমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষা করছ, তা দুইটি ভালোর মধ্যে একটি ছাড়া আর কি[২৩]! আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় রয়েছি, তা এই যে, আল্লাহ নিজেই তোমাদের শাস্তি দেবেন নাকি আমাদেরই হাতে শাস্তি দিবেন? যাই হোক, এখন তোমারাও অপেক্ষা কর, আর আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান রইলাম।" ৫৩. তাদের বলঃ তোমরা নিজেদের ধন-মাল মনের ইচ্ছা ও আগ্রহের সাথে খরচ কর, কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে, যাই হোক- তা কবুল করা হবে না। কেননা তোমরা হচ্ছ ফাসেক লোক।

২৩. অর্থাৎ আল্লাহর পথে শাহাদত অথবা ইসলামের বিজয়।

৫৪. তাদের দেওয়া ধন-মাল কবুল না হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি কুফীর করেছে। তারা নামাযের জন্য আসে বটে কিন্তু আসে অবসাদগ্রস্থ অবস্থায়; আর আল্লাহর পথে তারা ধন-মাল ব্যয় করে বটে কিন্তু করে অসন্তোষ ও অনিচ্ছায়। ৫৫. তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সংখ্যার বিপুলতা দেখে তোমরা ধোঁকায় পড়োনা, আল্লাহ তো এসব জিনিসের সাহায্যে তাদেরকে এই দুনিয়ার জীবনের আযাবে নিমজ্জিত করতে চান।এরা যদি জানও কোরবান করে, তবে তা করবে সত্যকে অস্বীকার করা অবস্থায়। ৫৬. তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যেঃ আমরা তো তোমাদেরই মধ্যের লোক। অথচ তারা কক্ষণই তোমাদের মধ্যের লোক নয়। আসলে তারা তোমাদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত লোক।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ

যদি তারা পেত আশ্রয়স্থল অথবা গুহা অথবা ঢুকে বসার জায়গা অবশ্যই ফিরে যেত সেদিকে

وَ هُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ

এ অবস্থায় তারা দ্রুত ছুটে যেত এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাকে দোষারোপ করে ব্যাপারে সদকা (বন্টনের)

فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَ اِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا

কিন্তু যদি তাদের দেয়া হয় তা থেকে (কিছু) তারা খুশী হয় আর যদি না তাদের দেয়াহয় তা হতে (কিছুই) তখন

هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿٥٨﴾ وَ لَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَ

তারা অসন্তোষ হয়েযায় এবং যদি তারা খুশীহত যা তাদের দিয়েছেন আল্লাহ এবং

رَسُوْلُهٗ ۙ وَ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ

তাঁর রসূল এবং (উত্তম হতো যদি) তারা বলত আমাদের জন্যে যথেষ্ট আল্লাহই আমাদের দেবেন শীঘ্রই আল্লাহ হতে

فَضْلِهٖ وَ رَسُوْلُهٗۤ ۙ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿٥٩﴾ اِنَّمَا

তাঁর অনুগ্রহ ও তাঁর রসূল নিশ্চয়ই আমরা প্রতি আল্লাহরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি প্রকৃত পক্ষে

ع ١٤ ١٣

الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ

সদকা ফকীরদের জন্য ও মিসকীনদের ও কর্মচারীদের (জন্যে) তার উপর ও আকৃষ্ট করতে (দ্বিনের প্রতি) তাদের অন্তর

৫৭. তারা আশ্রয় নেবার মত কোন স্থান যদি পায়, কিংবা কোন গুহা অথবা ঢুকে বসার মত কোন জায়গা, তাহলে তারা সেখানে দ্রুদ ছুটে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। ৫৮. হে নবী, এদের কোন কোন লোক সদকা [২৪] বন্টনের ব্যাপারে তোমার প্রতি নানা প্রশ্ন করে, আপত্তি জানায়। এ মাল-সম্পদ হতে তাদেরকে কিছু দেয়া হলে তারা খুবই খুশী হয়ে যায়, আর দেয়া না হলে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। ৫৯. কতই না ভাল হত, যদি আল্লাহ ও রসূল তাদেরকে যা কিছু দিয়েছিলেন তা পেয়েই তারা খুশী থাকত এবং বলতঃ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে আরো অনেক কিছু দিবেন এবং তাঁর রসূলও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন; আমরা আল্লাহর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রয়েছি। **রুকু-৮** ৬০. এই সদকা সমূহ মূলতঃ ফকীর ও মিসকীনদের[২৫] জন্য আর তাদের জন্য যারা সদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা হল উদ্দেশ্য[২৬]।

২৪. অর্থাৎ যাকাতের মাল। ২৫. 'ফকীর' অর্থ যে ব্যক্তি নিজের জীবিকার জন্য অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী; মিসকীন অর্থ সেই সব লোক যারা সাধারণ অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিদের তুলনায় অধিকতর দূরবস্থা সম্পন্ন। ২৬. 'তালিফে কুলুব'-এর অর্থ অন্তর আকর্ষণ করা। এ হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ যারা ইসলামের বিরোধিতায় তৎপর যদি অর্থ দিয়ে তাদের শত্রুতাপূর্ণ উদ্দীপনা স্তিমিত করা যায়, কিংবা যদি কাফেরদের দলে এরূপ লোক থাকে যাদের অর্থ দান করলে তারা কাফেরদের থেকে বিছিন্ন হয়ে মুসলমানদের সাহায্যকারী হতে পরে কিম্বা যারা নতুন নতুন মুসলমান হয়েছে ও তাদের দূর্বলতা দেখে আশঙ্কা হয়,

. অপর পাতায় দেখুন

وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ

এবং গলদেশের মুক্তিদানের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ দাস মুক্তির) ও ঋণগ্রস্থদের (সাহায্যে) ও পথে আল্লাহর (অর্থাৎ জিহাদে) ও

ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

(জন্যে) পথিকের (পথে বিপদগ্রস্থ হলে) নির্ধারিত হতে আল্লাহর এবং আল্লাহ সবকিছুই জানেন মহাবিজ্ঞ

وَ مِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ

এবং তাদের মধ্যে যারা কষ্টদেয় নবীকে এবং তারা বলে সে কান (কথা শুনে) বল

اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

কান (কথা শুনা) উত্তম তোমাদের জন্যে সে ঈমান রাখে আল্লাহর উপর ও বিশ্বাস করে মু'মিনদেরকে

وَ رَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ

ও রহমত (তাদের) জন্যে যারা ঈমান এনেছে তোমাদের মধ্যে এবং যারা কষ্টদেয়

رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

রসূলকে আল্লাহর তাদের জন্যে (রয়েছে) আযাব যন্ত্রণাদায়ক

সেই সংগে গলদেশের মুক্তিদানে[২৭] ও ঋণ ভারাক্রান্তদের সাহায্যে, আল্লাহর পথে[২৮] ও পথিক-মুসাফিদের কল্যাণে[২৯] ব্যায় করার জন্য; এ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ। ৬১. এদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা নিজেদের কথা বার্তা দিয়ে নবীকে কষ্টদেয় এবং বলে যে এই ব্যক্তি বড় কান-কথা শুনে। বলঃ তিনি তো তোমাদেরই ভালোর জন্য এরূপ করেন। আল্লাহর প্রতি তিনি ঈমান রাখেন এবং ঈমানদার লোকদের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তিনি তাদের জন্য রহমতের পূর্ণ প্রতীক যারা তোমাদের মধ্যে ঈমানদার। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য অতি পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।

যদি অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করা না হয় তবে আবার তারা কুফরীতে ফিরে যাবে- এরূপ লোকদের স্থায়ী বৃত্তি বা সাময়িক দান ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে ইসলামের সমর্থক ও সহায়ক বা অনুগত বা কমপক্ষে তাদের থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকে এরূপ নিষ্ক্রিয় শত্রুতে পরিণত করা। ২৭. গরদান মুক্ত করা অর্থাৎ দাসকে মুক্ত করা। ২৮. 'আল্লাহর পথে: কথাটি ব্যাপক। এর দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এরূপ সকল প্রকার কাজকেই বুঝায়। আলেমদের একটি দল এই মত প্রকাশ করেছেন যে এই নির্দেশ অনুযায়ী যাকাতের মাল প্রত্যেক প্রকার সৎকাজে ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু বিপুল সংখ্যাধিক্যের অভিমত হচ্ছে- এখানে 'আল্লাহর পথ'-এর অর্থ আল্লাহর জন্য জেহাদের পথে- অর্থাৎ সেই সাধ্য-সাধনা ও চেষ্টা সংগ্রামের পথে যার উদ্দেশ্য কুফরী সমাজ-ব্যবস্থকে ধ্বংস করে তার স্থলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। এই চেষ্টা-সংগ্রামে যারা রত তাদের সফর খরচ, যানবাহন ও অস্ত্র-শস্ত্র, আসবাবপত্র সংগ্রহরে জন্য যাকাত থেকে সাহায্য করা যেতে পারে। তারা নিজেরা সচ্ছল অবস্থাপন্ন ও নিজেদের প্রয়োজনের জন্য তাদের সাহায্যের আবশ্যক না হলেও। ২৯. মোসাফির নিজ গৃহে ধনী হলেও সফরের অবস্থায় যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তবে যাকাতের অংশ থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ
কসমখায় তারা আল্লাহর (নামে) তোমাদের জন্য তোমাদেরকে খুশী করতে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী হকদার

اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ
যে তাকে সন্তুষ্ট করবে তারা যদি তারা হয় মু'মিন না কি তারা জানে যে

مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ
যে ব্যক্তি মোকাবিলা করে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের (সাথে) অতঃপর নিশ্চয়ই তার জন্যে (রয়েছে) আগুন জাহান্নামের

خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ
সে চিরস্থায়ী হবে তার মধ্যে এটা লাঞ্চনা চরম ভয় করে মুনাফিকরা

اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ
যে নাযিল হবে তাদের সম্পর্কে কোন সূরা তাদেরকে ব্যক্ত করে দেবে ঐ বিষয় যা মধ্যে আছে তাদের অন্তরে বল

اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَ لَئِنْ
তোমরা হাসি তামাশা করছ নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রকাশকারী যা তোমরা ভয় করছ এবং অবশ্য যদি

سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَ نَلْعَبُ ؕ قُلْ
তাদের প্রশ্ন কর তারা বলবেই প্রকৃত পক্ষে বিতর্ক করতেছিলাম আমরা ও আমরা কৌতুক করতেছিলাম বল

اَبِاللّٰهِ وَ اٰيٰتِهٖ وَ رَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾
আল্লাহর সাথে কি ও তাঁর আয়াতের (সাথে) ও তাঁর রসূলের (সাথে) তোমরা হাসি তামশা করতেছিলে

৬২. তারা তোমাদের সামনে শপথ করে, যেন তোমাদেরকে খুশী করতে পারে। অথচ তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সঃ) এ জন্যে বেশী অধিকারী যে, তারা তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা-ভাবনা করবে। ৬৩. তারা কি জানেনা যে, যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে মুকাবিলা করে তার জন্য দোযখের আগুন রয়েছে। যাতে তারা চিরদিন থাকবে? আর এ বড়ই লাঞ্চনার ব্যাপার। ৬৪. এই মুনাফিকরা ভয় পায় যে তাদের সম্পর্কে এমন কোন সূরা যেন নাযিল না হয়, - যা তাহাদের মনের গোপন কথা প্রকাশ করে দেবে। হে নবী! তাদেরকে বলঃ "আচ্ছা খুব করে ঠাট্টা-বিদ্রুপ কর। আল্লাহ অবশ্যই তা প্রকাশ করে দেবেন যার প্রকাশ হওয়াকে তোমরা ভয়কর। ৬৫. তাদের যদি জিজ্ঞাসা কর যে, "তোমরা কি ধরণের কথা বার্তা বলতেছিলে" তবে তারা সংগে সংগে বলে দেবে যেঃ আমরা তো হাসি-তামাসা ও মন মাতানোর কাজ করতেছিলাম মাত্র[৩০]। তাদেরকে বলঃ তোমাদের হাসি-তামাসা ও মন-মাতানো কথা-বার্তা কি আল্লাহ তাঁর আয়াত এবং তার রসূলের ব্যাপারেই ছিল?

৩০. তাবুক যুদ্ধের সময় মোনাফেকরা প্রায়ই নিজেদের মজলিসসমূহে বসে নবী করীম (সঃ) ও মুসলমানদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতো, এবং যাদেরকে সরল মনে জেহাদের উদ্যোগী দেখতে পেতো নিজেদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ দিয়ে তাদের সাহসকে নিরুৎসাহ ও দমিত করতে চাইতো। বর্ণনাসমূহে ঐ সব (অপর পাতায় দেখুন)

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن

না — তোমরা ওজর পেশ করো — নিশ্চয়ই — তোমরা কুফরী করেছ — পরেও — তোমাদের ঈমান আনার — যদিও

نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ

মাফ করি আমরা — হতে — একদল (তার অপরাধ) — তোমাদের মধ্যকার — আমরা (তবে) আযাব দিব — (অপর) এক দলকে — কারণ — তারা

كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ

হল — অপরাধ প্রবণলোক — মুনাফেক পুরুষ — ও — মুনাফেক নারী — তারা একে — অপরের (অনুরূপ)

يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ

তারা নির্দেশ দেয় — অন্যায় কাজের — ও — তারা নিষেধ করে — হতে — ন্যায় কাজ — ও — তারা বন্দ রাখে

أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ

তাদের হাত (ভাল কাজ হতে) — তারা ভুলে গেছে — আল্লাহকে — তাই তাদেরকে তিনি ভুলে গেলেন — নিশ্চয়ই — মুনাফিকরা — তারাই

الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَ

ফাসেক — ওয়াদা করেছেন — আল্লাহ — মুনাফিক পুরুষদের (জন্যে) — ও — মুনাফিক নারীদের (জন্যে) — ও

الْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ

কাফেরদের (জন্যে) — আগুন — জাহান্নামের — তারা চিরস্থায়ী হবে — তার মধ্যে — তা — তাদের জন্যে যথেষ্ট

وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

ও — তাদের উপর লানত করেছেন — আল্লাহ — ও — তাদের জন্যে রয়েছে — আযাব — স্থায়ী

৬৬. এখন টাল-বাহানা করো না। তোমরা ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করেছ। আমরা যদি তোমাদের মধ্যে হতে একশ্রেণীর লোকদের ক্ষমা করে দিই তাহলে অন্যান্যদের তো আমরা অবশ্যই শাস্তি দান করব, কেননা তারা তো অপরাধী। **রুকু-৯** ৬৭. মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা সকলেই পরস্পরের অনুরূপ ভাবাপন্ন, তারা অন্যায় কাজের প্ররোচনা দেয় এবং ভাল ও ন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজ হতে নিজেদের হাত ফিরিয়ে রাখে। এরা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গিয়েছেন। এই মুনাফিকরাই নিঃসন্দেহে ফাসেক। ৬৮. এই মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহতা'আলা দোযখের আগুনের ওয়াদা করেছেন, যাতে তারা চিরদিন থাকবে; তাই তাদের উপযুক্ত। তাদের উপর আল্লাহর অভিশম্পাত এবং তাদের জন্য স্থিতিশীল আযাব রয়েছে।

মোনাফেকদের বহু উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। উদাহরণ সরূপ- কয়েকজন মোনাফিক এক জায়গায় জোট বেঁধে বসে গালগল্পে আড্ডা দিচ্ছিল। একজন বললো, রোমকদের কি তোমরা আরবদের মত ভেবে রেখেছ? এই যে সব বীরপুরুষ যারা লড়তে হাযির হয়েছেন কালই দেখে নিও এরা সব রজ্জু দিয়ে বদ্ধ হয়ে আছে! দ্বিতীয়জন বললো, মজা হয় যদি উপর থেকে একশ করে বেত্রাঘাতের হুকুম হয়। অন্য এক মোনাফিক নবী করীমকে (সঃ) যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বড় তৎপর দেখে নিজের বন্ধু বান্ধাবদের কাছে মন্তব্য করলো, "দেখ হে, তিনি রোম ও সিরিয়া জয় করতে চলেছেন।"

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّ اَكْثَرَ

(তাদের) মত যারা | তোমাদের পূর্বে (ছিল) | তারা ছিল | প্রবলতর | তোমাদের চেয়ে | শক্তিতে | ও | অধিক

اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ

ধনমালে | ও | সন্তান-সন্ততিতে | তারা অতঃপর ফায়দা লুটেছে | তাদের অংশের | তোমরা এখন ফায়দা লুটছ | তোমাদের অংশের

كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِىْ

যেমন | ফায়দা লুটেছে | যারা | তোমাদের পূর্বে (ছিল) | তাদের অংশের | ও | তোমরা বিতর্ক করেছ | যেমনটি

خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ

তারা বিতর্ক করেছে | ঐসব লোকের | নষ্ট হয়েছে | তাদের আমল | মধ্যে | দুনিয়ার | এবং

الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾ اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ

আখেরাতেও | এবং | ঐসব লোক | তারাই | ক্ষতিগ্রস্ত | তাদেরকাছে আসে নাই কি | খবর

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۙ۬ وَ

(তাদের) যারা | তাদের পূর্বে (ছিল) | (যেমন) জাতি | নূহের | ও | আদের | ও | সামুদের | ও

قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ

জাতি | ইব্রাহীমের | ও | অধিবাসী | মাদয়ানের | ও | উল্টা করে দেয়া জন-বসতির | তাদেরকাছে এসেছিল

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ

তাদের রসূলরা | সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ | অতঃপর নন | আল্লাহ (এমন যে) | তাদের উপর যুলুম করবেন | কিন্তু

كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٠﴾

তারা ছিল | তাদের নিজেদের উপর | যুলুম করত

৬৯. তোমাদের হাব-ভাব তাই যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ছিল। তারা বরং তোমাদের অপেক্ষাও পরাক্রমশালী ও অধিক মাল-সন্তানের অধিকারী ছিল। এই কারণে তারা দুনিয়ায় নিজেদের অংশের মজা লুটে নিয়েছে, তোমরাও নিজেদের ভাগের স্বাদ এমনিভাবেই লুটে নিয়েছ- যেমন তারা লুটেছিল। আর সেই ধরণের তর্ক-বিতর্কে তোমরাও লিপ্ত হয়েছ যে ধরনের বিতর্কে তারা লিপ্ত হয়েছিল। অতএব তাদের পরিণাম এই হল যে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেল এবং তারাই এখন ক্ষতিগ্রস্ত। ৭০. তাদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস কি এদের নিকট পৌছেনি? নূহের লোকজন, 'আদ, সামুদ', ইব্রাহীমের সময়কার লোক, মাদইয়ানবাসী আর সেই সব বস্তি-জনপদ যা উল্টে ফেলা হয়েছে[৩১], তাদের রসূল তাদের নিকট স্পষ্ট-প্রকট নিদর্শন-সমূহ নিয়ে এসেছে, এ তো আল্লাহরই কাজ ছিলনা যে, তিনি তাদের উপর যুলম করবেন; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুমকারী হয়েছিল।

৩১. অর্থাৎ লূতের কওমের বস্তিগুলি যা উল্টে দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ م

অপরের বন্ধু তারা একে ঈমানদার ও ঈমানদার এবং
নারী পুরুষ

يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ

প্রতিষ্ঠিত ও অন্যায় হতে তারা নিষেধ ও ন্যায় কাজের তারা নির্দেশ
করে কাজ করে দেয়

الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ط

তাঁর রসূলের ও আল্লাহর তারা আনুগত্য ও জাকাত তারা ও নামাজ
করে দেয়

اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

মহাবিজ্ঞ মহাপরাক্রম আল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের উপর শীঘ্রই ঐসবলোক
শালী অনুগ্রহ করবেন

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ

হতে প্রবাহিত বাগ-বাগিচা ঈমানদার ও ঈমানদার আল্লাহ ওয়াদা
হয় নারীদের (জন্যে) পুরুষদের জন্যে করেছেন

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً

পবিত্র (ওয়াদা) ও তার মধ্যে তারা চিরস্থায়ী ঝর্ণা-ধারা তার
বসবাসস্থানের হবে নীম্নদেশ

فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط ذٰلِكَ

এটাই সবচেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও চিরস্থায়ী জান্নাতের মধ্যে
বড়

هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

বিরাট সাফল্য সেই

ع ১৫

৭১. মুমিন পুরুষ ও মুমিন মেয়েলোক এরা পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপকাজ হতে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী। ৭২. এই মু'মিন পুরুষ ও নারীদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা এই যে, তাদেরকে এমন বাগ-বাগীচা দান করবেন যারা নিম্ন-দেশে ঝর্ণা-ধারা প্রবহমান এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এই চিরস্থায়ী জান্নাতে তাদের জন্য পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করবে- এই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ

হে নবী চূড়ান্ত চেষ্টা কর কাফেরদের বিরুদ্ধে ও মুনাফেকদের (বিরুদ্ধে) ও কঠোর হও

عَلَيْهِمْ ؕ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٧٣ يَحْلِفُوْنَ

তাদের উপর এবং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম ও (তা) অতি নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থান তারা শপথ করে (বলে)

بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَ لَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوْا

আল্লাহর (নামে) না তারা বলেছে অথচ নিশ্চয়ই তারা বলেছে কথা কুফরীর এবং তারা কুফরী করেছে

بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَ هَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَ مَا نَقَمُوْۤا

পরেও তাদের ইসলাম গ্রহণের ও তারা ইচ্ছা করেছিল যা এমনকিছু তাদের হাতে পৌঁছে নাই এবং না তারা বদলা নিচ্ছে

اِلَّاۤ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ

এছাড়া (অন্যকিছুর) যে তাদের ধনী করেছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রসূল দিয়ে তাঁর অনুগ্রহ অতএব যদি

يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَ اِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ

তারা তওবা করে হবে উত্তম তাদের জন্যে এবং যদি তারা ফিরে যায় তাদেরকে আযাব দিবেন আল্লাহ

عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ مَا لَهُمْ

আযাব অতি কষ্টদায়ক মধ্যে দুনিয়ার ও আখেরাতে এবং না তাদের জন্যে (আছে)

فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ۝٧٤

মধ্যে পৃথিবীর কোন বন্ধু আর না কোন সাহায্যকারী

রুকু-১০ ৭৩. হে নবী, [৩২] কাফের ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জেহাদ কর এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন কর। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম; আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। ৭৪. এই লোকেরা আল্লার নামে শপথ করে বলে যে তারা সেই কথা বলে নি, অথচ তারা নিশ্চয়ই সে কাফেরী কথা বলেছে[৩৩]। তারা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবলম্বন করেছে, আর তারা সে সব কাজ করার ইচ্ছা করেছিল যা তারা করতে পারেনি[৩৪]। তাদের এই সকল ক্রোধ কেবল এই কারণেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল ও ধনশালী করে দিয়েছেন। এখন যদি তারা নিজেদের এই আচারণ হতে ফিরে আসে, তবে তাদের পক্ষেই ভাল; অন্যথায় আল্লাহ্ তাদেরকে অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তি দান করবেন - দুনিয়া এবং আখেরাতেও, আর পৃথিবীতে এরা নিজেদের কোন সমর্থক ও সাহায্যকারী পাবেনা।

৩৩. এখানে যে কথার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে সে বিষয়টি যে কি সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার মত কোন তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছেনি। অবশ্য বর্ণনায় এরূপ কতকগুলি কুফরীমূলক কথার উল্লেখ আছে যা মোনাফেকরা যে সময়ে বলেছিল। যথা একজন মোনাফেক এক মুসলিম তরুনের সাথে কথাবার্তা প্রসঙ্গে বলেছিল, এক ব্যক্তি (অর্থাৎ নবী করীম (সঃ) যা কিছু পেশ করছে তা যদি সত্য হয় তবে আমরা গাধার থেকেও অধম। আর একটি বর্ণনায় আছেঃ তাবুকের সফরে এক জায়গায় নবী করী(সঃ) এর উটনী হারিয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে মুনাফেকদের একটি দল নিজেদের মজলিসে বসে খুব ব্যঙ্গ বিদ্রুপসহ নিজেদের মধ্যে বলা বলি করছিল যে হযরত আসমানের খবর তো খুব শোনান, কিন্তু নিজের উটনীরই খবর জানেন না সে এখন কোথায় ৩৪. তাবুক যুদ্ধের সময় মোনাফেকরা যে ষড়যন্ত্র করেছিল এখানে তারই প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এক সময় তারা পরিকল্পনা করেছিল যে, রাত্রে সফরের সময় তারা নবীকে একটি খাদের মধ্যে ফেলে দেবে।

৭৫. এদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর নিকট ওয়াদা করেছিল যে, "তিনি যদি তাঁর অনুগ্রহদানে আমাদেরকে ধন্য করেন তবে আমরা দান-খয়রাত করব ও নেক লোক হয়ে থাকব।" ৭৬. কিন্তু আল্লাহ যখন নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে ধনশালী বানিয়ে দিলেন, তখন তারা কার্পণ্য করতে শুরু করল এবং নিজেদের ওয়াদা পালন হতে এমন ভাবে বিমুখ হল যে, তাদের এজন্য একটু ভয়ও হল না। ৭৭. ফল এই হল যে, তাদের এই ওয়াদা-ভংগের কারণে- যা তারা আল্লাহর সাথে করেছিল- এবং এই মিথ্যার কারণে, যা তারা বলতে অভ্যস্ত ছিল- আল্লাহ তাদের দিলে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন। এটা তাঁর দরবারে উপস্থিত হবার দিন পর্যন্ত কখনও তাদের ছেড়ে যাবে না। ৭৮. এরা কি জানেনা যে, আল্লাহ তাদের গোপন তথ্য এবং তাদের কান-পরামর্শ পর্যন্ত সবকিছু জানেন এবং তিনি সকল অদৃশ্য বিষয়গুলি সম্পর্কেও পূর্ণ অবহিত।

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ

যারা | বিদ্রুপ করে | স্বতঃস্ফূর্ত দানকারীদেরকে | মধ্যহতে | ঈমানদারদের | ব্যাপারে | দানের | (স্বল্প)

وَ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ

এবং | (তাদেরকেও) যারা | না | পায় (কোন কিছু দান করতে) | এছাড়া | শ্রম | তাদের | তারা ঠাট্টা করে তাই

مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ز وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

তাদেরকে | ঠাট্টা করেন | আল্লাহ | তাদেরকে (বিদ্রুপকারীদেকে) | এবং | তাদের জন্যে রয়েছে | আযাব | অতি যন্ত্রনাদায়ক

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ

ক্ষমা প্রার্থনা কর তুমি | তাদের জন্যে | অথবা | না | ক্ষমা প্রার্থনা কর | তাদের জন্যে (একই কথা) | (এমনকি) যদি | ক্ষমাপ্রার্থনা কর তুমি

لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

তাদের জন্যে | সত্তর | বারও | কক্ষণ না | মাফ করবেন | আল্লাহ | তাদেরকে | এটা | এজন্যে যে তারা

كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ

অস্বীকার করেছে | আল্লাহকে | ও | তাঁর রসূলকে | এবং | আল্লাহ | না | সঠিক পথ দেখান | (এমন) লোকদের

الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ع

(যারা) সত্যত্যাগী | খুশী হয়েছে | পিছনে থাকা লোকেরা | তাদের বসে থাকায় | পিছনে | রসূলের | আল্লাহর

৭৯. (তিনি সেই কৃপণ ধনশালী লোকদের খুব ভাল করেই জানেন) যারা আন্তরিক সন্তোষ ও আগ্রহের সাথে দানকারী ঈমানদার লোকদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক কথা বলে এবং তাদের ঠাট্টা করে, যাদের নিকট (আল্লাহর পথে দান করার জন্য) কেবল তা আছে- যা তারা নিজেদের অপরিসীম কষ্ট সহ্য করেই দান করে। তাদের প্রতি বিদ্রুপকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বিদ্রুপ করেন এবং তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে। ৮০. হে নবী, তুমি এই লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর নাই কর- তুমি যদি সত্তর বারও তাদেরকে ক্ষমাকরে দেয়ার জন্য আবেদন কর, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না। কেননা, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে আর আল্লাহ ফাসেক লোকদের কখনো নাযাতের পথ দেখান না। **রুকু-১১** ৮১. যাদেরকে পিছনে থেকে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তারা আল্লাহর রসূলের সংগে না যাওয়ার ও ঘরে বসে থাকতে পারার দরুন খুব খুশী হয়।

এবং আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ নিয়োগ করে জেহাদ করা তাদের কাছে অপছন্দ হল। তারা লোকদেরকে বলল, "এই কঠিন গরমে বাইরে যেও না।" তাদেরকে বল যে, জাহান্নামের আগুন তো এ অপেক্ষাও অধিক গরম। হায়, এদের যদি এতটুকুও চেতনা হত। ৮২. এখন তাদের উচিত কম হাসা ও বেশী বেশী কাঁদা, কেননা তারা যে পাপ উপার্জন করছিল তার প্রতিফল স্বরূপ (তারা বেশী কাঁদবে)। ৮৩. আল্লাহ্ যদি এদের মধ্যে তোমাকে ফিরিয়ে আনেন এবং ভবিষ্যতে এদের কোন লোক-সমষ্টি যদি জেহাদের জন্য বের হবার তোমরা নিকট অনুমতি চায়, তবে পরিষ্কার বলে দেবেঃ "এখন তোমরা আমার সাথে কিছুতেই যেতে পারবে না, না আমার সাথে মিলে শত্রুর বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করতে পারবে। পূর্বে তোমরা বসে থাকাকেই পছন্দ করে নিয়েছিলে, এখন ঘরে উপবেশনকারীদের সাথেই বসে থাক।"

وَ لَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّ لَا تَقُمْ

এবং না তুমি জানাজা পড়বে জন্যে কারও তাদের মধ্যকার মরে গেলে কখনও এবং না দাঁড়াবে তুমি

عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ مَاتُوْا

পার্শ্বে তার কবরের নিশ্চয়ই তারা অস্বীকার করেছে আল্লাহকে ও তাঁর রসূলকে এবং তারা মরে গেছে

وَ هُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۸۴﴾ وَ لَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَ اَوْلَادُهُمْ ؕ

এ অবস্থায় যে তারা (ছিল) ফাসেক এবং না তোমাকে বিস্মিতকরে (যেন) তাদের ধন মাল ও তাদের সন্তান-সন্তুতি

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ

প্রকৃত পক্ষে চান আল্লাহ যে তাদের আযাব দিবেন তা দিয়ে মধ্যে দুনিয়ার ও চলে যাবে

اَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۸۵﴾ وَ اِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ

তাদের জান এ অবস্থায় যে তারা কাফের (থাকবে) এবং যখন নাযিল হয় কোন সূরা যে

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ جَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ

তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর ও জিহাদ কর সাথে তাঁর রসূলের তোমার কাছে অব্যহতি চায় শক্তি-সামর্থবান (লোকেরা)

مِنْهُمْ وَ قَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿۸۶﴾

তাদের মধ্যকার ও তারা বলে আমাদের ছেড়ে দিন আমরা থাকব সাথে বসে থাকা লোকদের

৮৪. আর ভবিষ্যতে তাদের কোন লোক মরে গেলে তার জানাযাও তুমি কখনো পড়বেনা, তার কবরের পাশে কখনো দাড়াবে না। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর তারা মরেছে এমন অবস্থায় যে, তারা ফাসেক ছিল। ৮৫. তাদের ধন-মালের প্রাচুর্য ও সন্তান-সংখ্যার আধিক্য যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। আল্লাহ তো ইচ্ছাই করেছেন যে এই মাল ও সন্তান দিয়ে তাদেরকে এই দুনিয়াতেই শাস্তি দান করবেন। আর তাদের প্রাণ এমনভাবে বের হবে যে, তারা হবে কাফের। ৮৬. আল্লাহকে মেনে চল এবং তাঁর রসূলের সাথে মিলে যুদ্ধ কর- যখনই এই কথা নিয়ে কোন আয়াত নাযিল হয়েছে, তোমরা দেখেছ যে তাদের মধ্যে যারা সামর্থবান তারাই তোমাদের নিকট দরখাস্ত পেশ করতে শুরু করেছে যে, "জেহাদে শরীক হওয়ার দায়িত্ব হতে তাদেরকে নিষ্কৃতি দান করা হোক।" আর তারা বলেছে যে, আমাদের ছেড়ে দিন, আমরা উপবেশনকারীদের সাথেই থাকব।

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ طُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

তারা পছন্দ করেছে | যে | তারা থাকবে | সাথে | পিছনে পড়ে থাকা লোকদের | ও | মোহর করা হয়েছে | উপর | তাদের অন্তরসমূহের

فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾ لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

অতএব তারা | না | চিন্তা ভাবনা করে | কিন্তু | রসূল | ও | যারা | ঈমান এনেছে | তার সাথে

جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ؗ

চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করেছে | তাদের মাল সম্পদ দিয়ে | ও | তাদের জান-প্রাণ (দিয়ে) | ও | ঐসব লোক | তাদের জন্যে রয়েছে | কল্যাণ

وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ

ও | ঐসব লোক | তারাই | সফলকাম | প্রস্তুত করে রেখেছেন | আল্লাহ | তাদের জন্যে | উদ্যান | প্রবাহিত হয়

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ

তার নীম্ন দেশে | ঝর্ণা-ধারা | তারা চিরস্থায়ী হবে | তার মধ্যে | এটা | সাফল্য

الْعَظِيْمُ ﴿٨٩﴾ وَ جَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ

বিরাট | এবং | আসলো | ওজর পেশকারীরা | মধ্যে হতে | বেদুঈনদের | অব্যহতি নিতে

لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ

তাদের জন্যে | এবং (এভাবে) | বসে থাকল | (এসব লোক) যারা | মিথ্যা বলেছিল (ঈমানের ওয়াদায়) | আল্লাহকে | ও | তাঁর রসূলকে

سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٠﴾

পৌঁছবে শীঘ্রই | (তাদের) যারা | অস্বীকার করেছিল | তাদের মধ্যহতে | আযাব | অতি কষ্টদায়ক

৮৭. তারা ঘরে বসে থাকা লোকদের মধ্যে শামিল হওয়াকেই পছন্দ করেছে; তাদের দিলের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, এই জন্য এখন তাদের বুদ্ধিতে কিছু আসে না। ৮৮. পক্ষান্তরে রসূল এবং তার প্রতি ঈমানদার লোকেরা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে। এখন তো সমস্ত রকমের কল্যাণই কেবল তাদেরই জন্য। আর তারাই কল্যাণ লাভে সফল হবে। ৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যান রচনা করে রেখেছেন যার নিম্নদেশ হতে নদ-নদী সতত প্রবহমান। এখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর এ বস্তুতঃই বিরাট সাফল্য। **রুকু-১২** ৯০. বেদুঈন আরবদের মধ্যেও অনেক লোকই এসে ওযর প্রকাশ করল, যেন তাদেরকেও পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। এভাবে বসে থাকলো সে সব লোক, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নিকট ঈমানের মিথ্যা ওয়াদা করেছিল। এই বেদুঈনদের মধ্যে যে যে লোক কুফরের নীতি গ্রহণ করেছে, অতি শীঘ্রই তারা মর্মান্তিক আযাবে নিমজ্জিত হবে।

৯১. দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোক, যারা জেহাদে শরীক হওয়ার সম্বল পায়না তারা যদি পিছনে থেকে যায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই- যদি তারা খালিস দিলে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অনুগত ও বিশ্বাসী হয়[৩৫]। এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে কোন রূপ অভিযোগ করার অবকাশ নেই । আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। ৯২. অনুরূপভাবে তাদের সম্পর্কেও আপত্তি করার কিছু নেই- যারা নিজেরা এসে তোমার নিকট যান-বাহনের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য আবেদন করেছিল, আর তুমি বলেছিল যে আমি তোমাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারিনা, তার ফলে তারা বাধ্য হয়ে ফিরে গেল। আর অবস্থা এই ছিল যে, তাদের চোখ হতে অশ্রু প্রবাহিত হতেছিল, তাদের বড় মনোকষ্ট ছিল এই কারণে যে, নিজেরদের যান-বাহনে জেহাদে শরীক হওয়ার সামর্থ তাদের নেই।

৩৫. এর থেকে জানা গেল- যারা স্পষ্টতঃ নিরূপায় তাদের পক্ষেও শুধু মাত্র অক্ষমতা ও রোগ বা নিছক উপায়হীনতা মাফ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ নয়। বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যশীল হলে তবেই মাত্র (নিরূপায় অবস্থায়) ক্ষমা পাওয়ার যথেষ্ট কারণ বলে গণ্য হবে। অন্যথায় যদি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা না থাকে তবে কোন ব্যক্তি এই জন্যে ক্ষমা পেতে পারে না যে, সে ফরয পালনের সময়ে রোগগ্রস্থ অথবা নিরূপায় ছিল।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ

প্রকৃতপক্ষে (অভিযোগের) পথ (তাদের) উপর যারা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় এ অবস্থায় যে তারা

أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَ

ধনী লোক তারা পছন্দ করেছে যে তারা থাকবে (বসে) সাথে পেছনে অবস্থান-কারীদের ও

طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

মোহর করে দিয়েছেন আল্লাহ উপর তাদের অন্তরের তারা তাই না জানতে পারে (কিছুই)

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَا

তারা ওজর পেশ করবে তোমাদের কাছে যখন তোমরা ফিরে যাবে তাদের নিকট তুমি বলবে না

تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ

তোমরা ওজর পেশ করো না কক্ষণ বিশ্বাস করব আমরা তোমাদের নিশ্চয় আমাদের অবহিত করেছেন আল্লাহ হতে

أَخْبَارِكُمْ ۚ وَ سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ

তোমাদের খবরাখবর এবং শীঘ্রই দেখবেন আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম ও তাঁর রসূল এরপর প্রত্যাবর্তিত হবে তোমরা

إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

(তাঁর) দিকে (যিনি) খুব অবহিত গোপন বিষয়ের ও প্রকাশ্য বিষয়ের তোমাদের তখন অবহিত করবেন ঐ বিষয়ে যা তোমরা

تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

কাজ করতেছিলে

৯৩. অবশ্য অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে, যারা ধন-সম্পদের অধিকারী- তা সত্ত্বেও তোমার নিকট জেহাদের শরীক হওয়ার কর্তব্য হতে অব্যহতি চায়, তারা ঘরে উপবেশনকারীদের মধ্যে শামিল হওয়াকে পছন্দ করে নিল। আর আল্লাহ তাদের দিলের উপর মোহর অংকিত করে দিয়েছেন, এই জন্যে এখন তারা কিছু জানেনা। ৯৪. তোমরা যখন ফিরে এসে তাদের নিকট পৌছবে তখন এরা নানা ওযর পেশ করবে। কিন্তু তোমরা যেন স্পষ্ট বলে দাও যে, 'ওযরের বাহানা করোনা, আমরা তোমাদের কোন কথাই বিশ্বাস করিনা। আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের অবস্থা বলে দিয়েছেন। এখন আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তোমাদের কর্মনীতি দেখবেন। পরে তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন তোমরা কি কি করছিলে।'

৯৫. তোমরা ফিরে আসলে এরা তোমাদের নিকট এসে কসম করবে, যেন তোমরা তাদের দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে লও। তাহলে তোমরা অবশ্যই তাদের দিক হতে দৃষ্টি ফিরে নিবে। কেননা এ একটি কদর্য জিনিস, আর তাদের আসল স্থান হচ্ছে জাহান্নাম, যা তাদের উপার্জনের বদলে তাদের ভাগ্যে জুটবে। ৯৬. এরা তোমাদের সামনে কসম খাবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক। অথচ তোমরা তাদের প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ তো কিছুতেই ফাসেকদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। ৯৭. এই বেদুঈন আরবরা কুফর ও মুনাফেকীতে অত্যন্ত শক্ত। তারা এরই বেশী উপযুক্ত যে, তারা সেই দ্বীনের সীমাসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাবে যা আল্লাহতা'আলা তাঁর রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন[৩৬]। আল্লাহ তো সবকিছুই জানেন, তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক।

৩৬. 'বেদুইন আরব' বলতে গ্রাম্য ও মরুস্থলবাসী আরবদের বুঝানো হয়েছে। যারা মদীনার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকাতে বাস করতো। মদীনায় যথবূত ও সুসংগঠিত শক্তির অভ্যুত্থান দেখে এরা প্রথমতঃ ভীত হয়ে পড়েছিল। পরে তারা ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্বের সময় দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সুযোগ সন্ধানী ও সুবিধাবাদীর ভূমিকা অবলম্বন করে চলতে থাকে। পরে যখন ইসলামী রাষ্ট্রের আধিপত্য হেজায ও নজদের এক বৃহৎ অংশের উপর বিস্তৃত হলো এবং বিরোধী গোত্রসমূহের শক্তি তার মোকাবেলায় ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলো, তখন তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হওয়াকেই তাদের স্বার্থ সুবিধার অনুকূল ও সময়োপযোগী বিজ্ঞতা বলে মনে করলো। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এরূপ ছিল যারা এ দ্বীনের সত্যতা যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করে আন্তরিকতাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও অকপট নিষ্ঠার সাথে এ দ্বীনের দাবী ও দায়িত্বগুলি পালনে প্রস্তুত ছিল। তাদের এই অবস্থাকে এখানে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যেঃ শহরবাসীদের তুলনায় এ গ্রাম্য ও মরুবাসী লোকরা অধিকতর কপটভাবাপন্ন হয়ে থাকে। সত্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা তাদের মধ্য অধিকতর ভাবে দেখা যায়। এর কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে শহরের অধিবাসীরা বিদ্বান ও সত্যপন্থীদের সঙ্গলাভের কারণে দ্বীন ও তার সীমাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ তো করতে পারে, কিন্তু এ বেদুঈনরা সারাটি জীবন নিছক এক খাদ্যান্বেষী পশুর ন্যায় দিনরাত জীবিকার অন্বেষণেই কাল কাটায় এবং পশুসুলভ জৈবিকজীবনের প্রয়োজনসমূহ থেকে উর্দ্ধতর কোন জিনিসের প্রতি মনোযোগ দেবার কোন অবকাশই তাদের মেলে না। এজন্যে দ্বীন ও তার সীমাসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার সম্ভাবনা তাদের পক্ষে অনেক বেশী। পরবর্তী ১২২ নং আয়াতে তাদের এই রোগের আরোগ্যের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে।

وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّ يَتَرَبَّصُ

অপেক্ষা করে | ও | জরিমানা স্বরূপ | খরচ করে (আল্লাহর পথে) | যা | ধরে নেয় | কেউ | বেদুঈনদের | মধ্যে | এবং

بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ

সবকিছু শুনেন | আল্লাহ | এবং | খারাপ | কালের আবর্তন | তাদের উপর (আসছে) | কালের আবর্তনের (অর্থাৎ অমঙ্গলের) | তোমাদের জন্যে

عَلِيْمٌ ﴿۹۸﴾ وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

আখেরাতের | দিনে | এবং | আল্লাহর উপর | বিশ্বাস করে | কেউ | বেদুঈনদের | মধ্য হতে | এবং | সবকিছু জানেন

وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ

রসূলের | দোয়ার (মাধ্যম হিসেবে) | ও | আল্লাহর | কাছে | নৈকট্যের মাধ্যম স্বরূপ | খরচ করে (আল্লাহর পথে) | যা | ধরে নেয় | ও

اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ

তাঁর রহমতে | মধ্যে | আল্লাহ | তাদের প্রবেশ করাবেন | শ্রীঘ্রই | তাদের জন্যে | নৈকট্যের মাধ্যম | নিশ্চয়ই তা | জেনেরাখ

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹۹﴾ وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ ع

মুহাজেরদের | মধ্যে হতে | প্রথম দিকে | অগ্রগামী | ও | মেহেরবান | ক্ষমাশীল | আল্লাহ | নিশ্চয়ই

وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

তাদের উপর | আল্লাহ | সন্তুষ্ট হয়েছেন | সততার সাথে | তাদের অনুসরণ করেছে | যারা | ও | আনসারদের | ও

وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ

ঝর্ণাধারা | তার নিম্নদেশে | প্রবাহিত হয় | জান্নাত | তাদের জন্যে | প্রস্তুত করে রেখেছেন | ও | তাঁর উপর | তারা খুশী হয়েছে | ও

خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۰۰﴾

বিরাট | সফলতা | এটাই | চিরকাল | তার মধ্যে | তারা বসবাস করবে

---

৯৮. এই বেদুঈনদের মধ্যে এমন এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে তাকে নিজেদের উপর জোরপূর্বক চাপানো জরিমানার মত মনে করে। আর তোমাদের ব্যাপারে কালের আবর্তণ অপেক্ষা করছে (যে তোমরা কোন বিপদে পড়লে তারা এই শাসন-শৃংখলার রশি তাদের গলদেশ হতে খুলে ফেলবে, যা দিয়ে তাদেরকে এখন বেঁধে রাখা হচ্ছে) অথচ কালের আবর্তন তাদের নিজেদেরই উপর চেপে রয়েছে। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন। ৯৯. এই মরুচারী বেদুঈনদের মধ্যে এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহ এবং পরকালের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, আর যা কিছু খরচ করে তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের এবং রসূলের দিক হতে রহমতের দোয়া লাভের মাধ্যম বানায়। জেনেরাখ তা অবশ্যই তাদের জন্য নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে নিজের রহমতে দাখিল করাবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাদানকারী ও করুণাময়। **রুকু-১৩** ১০০. সেই সব মুহাজির ও আনসার যারা সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত কবুল করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল তারা ও যারা পরে নিতান্ত সততার সাথে তাদের পিছনে পিছনে এসেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী ও সন্তুষ্ট হলেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি রাযী ও খুশী হল। আল্লাহ তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণা-ধারা সতত প্রবহমান; আর তারা চিরদিন সেখানে থাকবে। বস্তুতঃ এটাই বিরাট সাফল্য।

وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ؕۛ وَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِیْنَةِ ۛؔ

এবং তাদের মধ্যে যারা তোমাদের চারপার্শ্বে(আছে) বেদুঈনদের মধ্যহতে (অনেকেই) মুনাফেক এবং মধ্যেও মদিনা বাসীদের

مَرَدُوْا عَلَی النِّفَاقِ ۫ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ

তারা সিদ্ধহস্ত ক্ষেত্রে মুনাফেকীর না জান তুমি তাদের আমরা জানি তাদের শীঘ্রই আমরা সাজাদেব তাদের

مَّرَّتَیْنِ ثُمَّ یُرَدُّوْنَ اِلٰی عَذَابٍ عَظِیْمٍ ﴿۱۰۱﴾ وَ اٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا

দুবার এরপর তাদের ফিরিয়ে নেয়াহবে দিকে আযাবের কঠোর এবং আরো কিছু লোক (আছে) তারা স্বীকার করেছে

بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اٰخَرَ سَیِّئًا ؕ عَسَی اللّٰهُ

তাদের গোনাহ তারা মিশ্রণ করেছে (কিছু) কাজ ভাল ও অন্যকিছু (কাজ) মন্দ সম্ভবতঃ আল্লাহ

اَنْ یَّتُوْبَ عَلَیْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۰۲﴾ خُذْ مِنْ

ক্ষমা পরায়ন হবেন তাদের প্রতি নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল মেহেরবান গ্রহণ কর হতে

اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّیْهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ ؕ

তাদের মাল সদকা তুমি পবিত্র কর তাদের ও পরিশুদ্ধি কর তাদের তাদিয়ে ও দোয়া কর তুমি তাদের জন্যে

اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۱۰۳﴾

নিশ্চয়ই তোমার দোয়া প্রশান্তি তাদের জন্যে এবং আল্লাহ সব শুনেন সব জানেন

اَلَمْ یَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ

তারা জানে নাই কি যে আল্লাহ তিনিই (যিনি) কবুল করেন তওবা হতে তাঁর বান্দাদের

---

১০১. তোমাদের চতুর্দিকে যেসব মরুচারী থাকত তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক রয়েছে মুনাফিক। এভাবে মদীনার বাসিন্দাদের মধ্যেও যে মুনাফেকি রয়েছে তারা মুনাফেীতে পাকা পোখ্ত হয়েছে। তুমি তাদেরকে জান না, আমরা জানি। সেদিন দূরে নয়, যখন আমরা তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিব। পরে তাদেরকে অধিক বড় শাস্তির জন্য ফিরিয়ে আনা হবে। ১০২. আরো কিছু লোক আছে যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের আমল মিশ্রিত ধরনের- কিছু ভাল, আর কিছু মন্দ। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাদের প্রতি আবার ক্ষমা-পরায়ণ হবেন। কেননা তিনি ক্ষমাদানকারী ও করুনাময়। ১০৩. হে নবী, তুমি তাদের ধন-মাল হতে সাদকা নিয়ে তাদের পাক ও পবিত্র কর এবং (নেকীর পথে) তাদেরকে অগ্রসর কর, আর তাদের জন্য রহমতের দোয়া কর। কেননা তোমার দোয়া তাদের জন্য বড়ই সান্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন। ১০৪. তারা কি জানে না যে, তিনি আল্লাহই যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন।

وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾ وَ

ও গ্রহণ করেন সদকা এবং (এও) যে আল্লাহ তিনিই ক্ষমাশীল মেহেরবান এবং

قُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ

বল তোমরা কাজ কর শিগ্গীই দেখবেন আল্লাহ তোমাদের কাজ এবং তাঁর রসূল এবং মু'মিনরাও (দেখবে)

وَ سَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ

এবং তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে (তাঁর) দিকে (যিনি) অবহিত গোপন (সম্পর্কে) এবং প্রকাশ্য (সম্পর্কেও) অতঃপর তোমাকে জানাবেন

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾ وَ اٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ

ঐবিষয়ে যা তোমরা কাজ করতেছিলে এবং অন্যকিছু (লোক) স্থগিত (যাদের ব্যাপার) নির্দেশের জন্যে

اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ اِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ

আল্লাহর হয় তাদের তিনি শাস্তি দিবেন আর না হয় ক্ষমা পরায়ণ হবেন তাদের প্রতি এবং আল্লাহ

عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾ وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ

সবকিছু জানেন প্রজ্ঞাময় এবং যারা নির্মাণ করেছে মসজিদকে ক্ষতি করার ও

كُفْرًا وَّ تَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اِرْصَادًا لِّمَنْ

কুফরীর ও বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মাঝে ঈমানদারদের ও ঘাটি হিসেবে (ব্যবহারের জন্যে) (তার জন্যে) যে

حَارَبَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ

যুদ্ধ করেছে আল্লাহর ও তাঁর রসুলের (বিরুদ্ধে) ইতিপূর্বে

এবং তাদের দান-খয়রাতকে গ্রহণ করেন; আরও এই যে আল্লাহ বড় ক্ষমাদানকারী ও দায়াবান? ১০৫. হে নবী, এই লোকদের বল যে, তোমরা কাজ কর; আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুমিনগণ সকলেই লক্ষ্য করবে যে, তাঁর পর তোমাদের কাজ কিরূপ হয়। অতঃপর তোমাদেরকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন। এবং তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন তোমরা কি সব কাজ করতেছিলে। ১০৬. কিছু লোক আরো আছে যাদের ব্যাপারটি এখনো আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষায় রয়েছে; তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন, আর চাইলে তাদের প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি বড় বিজ্ঞ ও জ্ঞানী। ১০৭. কিছু লোক আরো আছে যারা একটি মসজিদ বানিয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, (দ্বীনের মূল দাওয়াতকেই তারা) ক্ষতিগ্রস্থ করবে। এবং (আল্লাহর বন্দেগী করার পরিবর্তে) কুফরী করবে ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে বিরোধ ও ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করবে। আর (এই বাহ্যিক ইবাদত খানাকে) সেই ব্যক্তির জন্য ঘাটি বানাবে যে লোক ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে।

وَ لَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ

এবং — তারা অবশ্যই হলফ করবে — না — আমরা ইচ্ছে করেছিলাম — এছাড়া — উত্তম — এবং — আল্লাহ — সাক্ষ্য দিচ্ছেন

اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۰۷﴾ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ

তারা নিশ্চয়ই — অবশ্যই মিথ্যাবাদী — না — তুমি দাড়াবে — তার মধ্যে — কক্ষণও — অবশ্য যে মসজিদের — বুনিয়াদ রাখা হয়েছে

عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ

উপর — তাকওয়ার — হতে — প্রথম — দিন — বেশী হকদার — যে — তুমি দাড়াবে — তার মধ্যে (নামাজের জন্য) — সেখানে আছে

رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

(এমন) লোক — (যারা) পছন্দ করে — যে — তারা পবিত্রতা অর্জন করবে — এবং — আল্লাহ — পছন্দ করেন — পবিত্রতা অর্জন-কারীদেরকে

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٍ خَيْرٌ

তবে কি যে — ভিত্তি রেখেছে — তার ইমারতের — উপর — তাকওয়ার — আল্লাহর — ও — তার সন্তুষ্টির (জন্যে) — উত্তম

اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ

(না) কি — যে — ভিত্তি রেখেছে — তার ঈমারতের — উপর — কিনারার — অন্তঃসার শুন্য তীরের — ধ্বংসোন্মুখ — অতঃপর নিয়ে পড়ল

بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰۹﴾

তাকে সহ — মধ্যে — জাহান্নামের আগুনের — এবং — আল্লাহ — না — পথ দেখান — (এমন) লোকদের — (যারা) যালেম

তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে যে, ভাল করা ছাড়া আমাদের তো আর কোন ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। ১০৮. তুমি কশ্মিনকালেও সেই ঘরে দাড়াবেনা। যে মসজিদ প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার ভিত্তিতে কায়েম করা হয়েছে, তাই এই জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত যে, তুমি তথায় (ইবাদতের জন্য) দাড়াবে। এতে এমন সব লোক রয়েছে যারা পাক ও পবিত্র থাকা পছন্দ করে। আর আল্লাহরও পছন্দ হচ্ছে এসব পবিত্রতা অবলম্বনকারী লোকদেরকে[৩৭]। ১০৯. তুমি কি মনে কর, উত্তম মানুষ কি সে, যে নিজের ইমারতের ভিত্তি আল্লাহর ভয় ও তার সন্তোষ কামনার উপর স্থাপন করেছে; না সে, যে তার ইমারত স্থাপন করেছে একটি প্রান্তরের অন্তঃসার শূণ্য স্থিতিহীন বেলাভূমির উপর এবং সে তাসহ সোজা জাহান্নামের অগ্নি গহ্বরে পতিত হল? এরূপ যালেম লোকদেরকে তো আল্লাহ কখনো সঠিক পথ দেখান না।

৩৭. মদীনায় এ সময় দু'টি মসজিদ ছিল। একটি হচ্ছে 'মসজিদে কোবা'- এ মসজিদটি শহরতলীতে অবস্থিত ছিল এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'মসজিদে নববী' যা শহরের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। এ দুটি মসজিদ থাকা সত্তেও তৃতীয় একটি মসজিদ নির্মান করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কপটচারীরা (মোনাফেকরা) এই বাহানা অবলম্বন করলো যে, বৃষ্টিতে ও শীতের রাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশেষ করে দুর্বল ও অসমর্থ লোকদের পক্ষে যারা এই দুই মসজিদ থেকে দূরে অবস্থান করে, দৈনিক পাঁচবার নামাযের জন্য উপস্থিত হওয়া কঠিন; সুতরাং আমরা মাত্র নামাযীদের সুবিধার জন্যই একটি নতুন সমজিদ নির্মাণ করতে চাই। এভাবে তারা এই মসজিদ নির্মানের অনুমহি গ্রহন করে এটাকে নিজেদের ষড়যন্ত্র-আড্ডাতে পরিণত করেছিল। তারা চেয়েছিল নবী করীম (সঃ) কে ধোকা দিয়ে তারা এই মসজিদের উদঘাটন করবে। কিন্তু তাদের সংকল্পের পূর্বেই আল্লাহতাআলা রসূল (সঃ) কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং রসূল (সঃ) তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করেই এই মসজিদে যেরারকে ধ্বংস করে দেন।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ

হয়ে থাকবে | তাদের ইমারত | যা | তারা বানিয়েছে | সন্দেহের (বীজ) | মধ্যে | তাদের অন্তরের | যে পর্যন্ত না | টুকরা টুকরা হবে

قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ

তাদের অন্তর | আর | আল্লাহ | সবকিছু জানেন | মহাবিজ্ঞ | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | ক্রয় করে নিয়েছেন | হতে

الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ

ঈমানদারদের | তাদের জানকে | ও | তাদের মালকে | বিনিময়ে | তাদের জন্যে | জান্নাত (রয়েছে) | তারা লড়াই করে

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا

পথে | আল্লাহর | তারা অতঃপর নিহত করে | ও | তারা নিহত হয় | ওয়াদা (রয়েছে) | এ সম্পর্কে | সত্য

فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ

তাওরাতের মধ্যে | ও | ইঞ্জীলের | এবং | কুরআনেও | এবং | কে | অধিকারপূর্ণকারী (আর) (হতেপারে) | তার ওয়াদার

مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَ

চেয়েও | আল্লাহর | অতএব তোমরা খুশী হও | তোমাদের কেনা বেচায় | যা | তোমরা কেনাবেচা করছ | তাঁর সাথে | এবং

ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

এটা | সেই | সফলতা | বিরাট

১১০. এই ইমারতটি যা তারা নির্মান করেছে, সব সময়ই তাদের দিলে অবিশ্বাসের বীজ হয়ে থাকবে, যতক্ষন না তাদের দিল টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আল্লাহ সব বিষয়ের খবর রাখেন; তিনি সুবিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। **রুকু-১৪** ১১১. প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহতা'আলা মুমিনদের নিকট হতে তাদের হৃদয়-মন এবং তাদের মাল-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়েছেন[৩৮]। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি (জান্নাত দানের ওয়াদা) আল্লাহর যিম্মায় একটি পাকা পোখ্‌ত ওয়াদা তওরাত, ইনজীল ও কুরআনে আর আল্লাহ অপেক্ষা নিজের ওয়াদা বেশী পুরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা সন্তুষ্ট হও তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের দরুন, যা তোমরা আল্লাহর সাথে সম্পন্ন করেছ। এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

৩৮. আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে ঈমানের ব্যাপারটিকে এখানে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছেঃ ঈমান প্রকৃতপক্ষে একটি অংগীকার ও চুক্তি যা দিয়ে বান্দা নিজের স্বকীয় সত্তা ও নিজেদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেয়, এবং এর বিনিময়ে বান্দাহ আল্লাহর পক্ষ হতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে যে, মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবনে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন।

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ

(তারা) তওবাকারী | ইবাদতকারী | (আল্লাহর) প্রশংসাকারী | (আল্লাহর পথে) পরিভ্রমণকারী | রুকুকারী

السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ

সিজদাকারী | নির্দেশদানকারী | ভালকাজের | ও | নিষেধকারী | হতে

الْمُنْكَرِ وَ الْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۲﴾

মন্দকাজ | এবং | সংরক্ষণকারী | সীমা রেখার ক্ষেত্রে | আল্লাহর | আর | তুমি | (ঐসব) ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ দাও

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ

নয় শোভনীয় | নবীর জন্যে | এবং | যারা | ঈমান এনেছে (তাদের জন্যে) | যে | তারা ক্ষমাচাইবে (আল্লাহর কাছে) | মুশরিকদের জন্যে

وَ لَوْ كَانُوْۤا اُولِیْ قُرْبٰی مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ

এবং | যদিও | তারাহয় | আত্মীয় স্বজন | এরপরেও | যা | স্পষ্ট হয়েছে | তাদের কাছে | যে তারা

اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۳﴾ وَ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ

অধিবাসী | দোজখের | এবং | না | ছিল | ক্ষমা চাওয়া | ইবরাহীমের | তার পিতার জন্যে

اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗۤ اَنَّهٗ

এছাড়া যে | প্রতিশ্রুতির | যা সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল | তার কাছে | অতঃপর যখন | প্রকাশ হল | তার কাছে | যে সে

عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۱۴﴾

শত্রু | আল্লাহর | সে সম্পর্ক ছিন্ন করল | তার থেকে | নিশ্চয়ই | ইবরাহীম (ছিল) | অবশ্যই কোমল হৃদয়ের | সহনশীল (মানুষ)

১১২. আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাবর্তনকারী[৩৯], তাঁর ইবাদত পালনকারী, তাঁর প্রশংসার বানী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য যমীনে পরিভ্রমণকারী[৪০], তাঁর সামনে রুকু ও সিজদায় বিনীত, ভাল কাজের আদেশদানকারী, খারাব কাজের বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা রক্ষাকারী (প্রভৃতি গুণধারী হয় সেইসব ঈমানদার লোক যারা আল্লাহর সাথে এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করে) এবং হে নবী, এই মুমিন লোকদের সুসংবাদ দাও। ১১৩. নবী এবং ঈমানদার লোকদের পক্ষে শোভা পায়না যে, তারা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন; যখন তাদের নিকট একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে তারা জাহান্নামে যাওয়ারই উপযুক্ত । ১১৪. ইবরাহীম তার পিতার জন্য যে মাগফিরাতের দোয়া করেছিল তা ছিল সেই ওয়াদার কারণে যা সে তার পিতার নিকট করেছিল। কিন্তু যখন তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার পিতা আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিল। সত্য কথা এই যে, ইবরাহীম বড়ই কোমল হৃদয়, আল্লাহ- ভীরু ও পরম ধৈর্যশীল লোক ছিল।

৩৯. মূলে 'তায়েবুনা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছেঃ তওবাকারীগণ। কিন্তু যেরূপ ভাষাগত ভংগীতে এ শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে এ অর্থ সুস্পষ্ট রূপে পরিস্ফুট হচ্ছে যে তওবা করা মুমিনের স্থায়ী গুনাবলীর মধ্যে একটি গুন । সুতারাং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে- তারা মাত্র একবার তওবা করেনা, বরং সর্বদা তারা তওবা করতে থাকে। আর তওবার আসল অর্থ হচ্ছে- রুজু করা বা প্রত্যাবর্তন করা। সুতরাং এই শব্দটার যথার্থ মর্ম প্রকাশ করার জন্য আমি এর ব্যাখ্যা মূলক অনুবাদ করেছিঃ তারা আল্লাহর দিকে বার বার প্রত্যাবর্তন করে। ৪০. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ হতে পারেঃ রোযা পালনকারীগণ।

১১৫. আল্লাহর এমন নন যে, লোকদেরকে হেদায়াত দানের পর তাদেরকে আযাব গোমরাহীতে নিমজ্জিত করবেন, যতক্ষণ তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে না দিবেন যে, কোন্ জিনিস হতে তাদেরকে দূরে থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ সব বিষয়েরেই জ্ঞান রাখেন। ১১৬. আর এও সত্য যে, আল্লাহরই মুঠোর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের রাজত্ব। তাঁরই ইখতিয়ারে রয়েছে জীবন ও মৃত্যু। তাদের কোন সাহায্যকারী বা পৃষ্ঠপোষক এমন নেই যে তাদেরকে আল্লাহর (আযাব) হতে রক্ষা করতে পারে। ১১৭. আল্লাহ ক্ষমা পরায়ন হয়েছেন নবীর প্রতি এবং সেই মুহাজির ও আনসারদের প্রতিও, যারা বড় কঠিন সময়ে নবীর সংগে ছিল যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোকের দিল বাঁকা পথের দিকে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম[৪১] করেছিল। (কিন্তু তারা যখন সে পথে চলল না; বরং নবীর সংগেই থাকল, তখন) আল্লাহই তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। তাদের সাথে আল্লাহর আচরণ নিঃসন্দেহে দয়া ও অনুগ্রহশীল।

৪১. অর্থাৎ কয়েকজন অকপট সাহাবাও সেই কঠিন সময়ে যুদ্ধ যাত্রা করতে কিছু পরিমাণ পলায়ন পর মনোবৃত্তি অবলম্বন করতেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল এবং তারা দ্বীনে-হক আন্তরিক ভাবে ভালবাসতেন সে জন্যে শেষ পর্যন্ত তারা তাদের এই দূর্বলতাকে কাটিয়ে উঠেছিলেন।

وَّ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْاؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ

এবং (ঐ) তিনজনের উপর (ক্ষমা করলেন।) যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল যতক্ষণ না সংকুচিত হয়েগেল তাদের উপর

الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْۤا

যমীন এ (তার)প্রশস্ত হওয়ার সত্ত্বেও এবং সংকীর্ণ হল তাদের উপর তাদের জান প্রাণ এবং তারা ভাবল

اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ

যে নাই কোন আশ্রয় (বাচার) হতে আল্লাহ (শাস্তি) এছাড়া তাঁর দিকে (প্রত্যাবর্তণ) এরপর তিনি মাফ করলেন তাদেরকে

لِيَتُوْبُوْاؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۱۸﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

তারা যেন ফিরে আসে নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনিই বড় ক্ষমাশীল মেহেরবান ওহে যারা

اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۹﴾ مَا كَانَ

ঈমান এনেছ ভয়কর আল্লাহকে ও তোমরা হও অন্তর্ভুক্ত সত্যবাদীদের শোভা পায় না

لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا

অধিবাসীদের জন্যে মদীনার ও যারা তাদের চার পাশে (থাকে) মধ্যহতে বেদুঈনদের যে তারা পিছনে রয়ে যাবে

عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖؕ

(সহগামীহওয়া) থেকে রসূলের আল্লাহর এবং না তারা অধিক গুরুত্বদেবে তাদের জান প্রাণকে চেয়ে তার জান-প্রাণের

১১৮. সেই তিন জনকেও তিনি ক্ষমা করে দিলেন, যাদের ব্যাপারটি মুলতবী করে রাখা হয়েছিল। যমীন যখন তার বিস্তৃতি ও বিশলতা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তাদরে জান-প্রাণও তাদের উপর বোঝা হয়ে পড়ল, তারা জেনে নিল যে, আল্লাহর (আযাব) হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহর রহমতের আশ্রয় ছাড়া পানাহ নিবার আর কোন স্থান নেই, তখন আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের দিকে ফেরেন, যেন তারা তার দিকে ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে তিনি বড় ক্ষমাদানকারী ও দয়াবান[৪২]। রুকু-১৫ ১১৯. হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যাদর্শ লোকদের সংগী হও। ১২০. মদীনার অধিবাসী এবং চারপাশের বেদুঈনদের জন্য কখনই শোভনীয় ছিলনা যে, আল্লাহর রসূলকে ছেড়ে ঘরে বসে থাকবে এবং তার দিক হতে বে-পরোয়া হয়ে নিজ নিজ নফসের চিন্তায় মশগুল হবে।

৪২. এই তিন ব্যক্তি হচ্ছেন- কাব বিন মালিক (রাঃ), হেলাল বিন উমাইয়া (রাঃ) এবং মোরারা বিন রবী (রাঃ); তিনজনই খাটি মু'মিন ছিলেন। এর পূর্বে এরা কয়েকবার নিজেদের অকপট নিষ্ঠার প্রমাণ দান করেছিলেন, স্বার্থত্যাগ ও দুঃখ বরণ করেছিলেন। কিন্তু নিজেদের এই সমস্ত পূর্ব খেদমত সত্ত্বেও তাবুক যুদ্ধের সংগীন সময়ে সকল যুদ্ধক্ষম বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তারা যে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন তার জন্যে তাদের কঠিন পাকড়াও করা হয়েছিল। নবী করীম (সঃ) তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করে মুসলমানদের হুকুম দান করেন যে, কেউ যেন তাদের সাথে সালাম-কালাম (অভিবাদন) ও বাক্যালাপ) না করে। ৪০ দিন পরে তাদের স্ত্রীদেরকেও তাদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দান করা হয়। এই আয়াতে যে চিত্র অংকন করা হয়েছে- মদীনার জনপদে তাদের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে সেরূপই হয়েছিল। অবশেষে যখন তাদের বয়কটের ৫০ দিন অতিবাহিত হলো তখন ক্ষমার এই হুকুম নাযিল হয়।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّ لَا نَصَبٌ وَّ لَا مَخْمَصَةٌ

এই জন্যে যে, এটা তাদের — না — তাদের পৌঁছে — (এমন) তৃষ্ণা — ও — না — (এমন) মেহনত — এবং — না — (এমন) ক্ষুধা

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَ لَا

পথে — আল্লাহর — এবং — না — পদক্ষেপ নেয় — (এমন) পদক্ষেপ — (যা) ক্রোধান্বিত করে — কাফেরদেরকে — এবং — না

يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ

তারা মোকাবেলা করে — কোন — শত্রুর — মোকাবেলা — এছাড়া যে — লেখা হয় — তাদের জন্য — এ দিয়ে — কাজ — নেক

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۲۰﴾ وَ لَا يُنْفِقُوْنَ

নিশ্চয়ই — আল্লাহ — না — নষ্ট করেন — প্রতিফল — নিষ্ঠাবান লোকদের — এবং — না — তারা খরচ করে

نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً وَّ لَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا

(এমন) কোন খরচ — ছোট — এবং — না — বড় — এবং — না — তারা অতিক্রম করে — (এমন) উপত্যাকা

اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

এছাড়া যে — লেখা হয় — তাদের জন্যে — তাদেরকে প্রতিফল দেন (যেন) — আল্লাহ — অতি উত্তম — যা — তারা কাজ করতেছিল

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ

এবং — না ছিল — (জরুরী) — ঈমানদারদের (জন্যে যে) — তারা বের হবে — সবাই (একযোগে) — কেন — না — বের হল — হতে

كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ

প্রত্যেক — দলের — তাদের মধ্যকার — একটি অংশ — তারা যেন জ্ঞান অনুশীলন করত — ব্যাপারে — দ্বীনের

কেননা এমন কখনো হবেনা যে আল্লাহর পথে ক্ষুধা-পিপাসা ও দৈহিক পরিশ্রমের কোন কষ্ট তারা ভোগ করবে, আর সত্যের অবিশ্বাসীদের পক্ষে যে পথ অসহ্য তাতে তারা কোনরূপ পদক্ষেপ করবে এবং কোন দুশমনের উপর (সত্য দুশমনীর) কোন প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করবে, আর এর বদলে তাদের জন্য কোন নেক আমল লেখা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লহর নিকট নিষ্ঠাবান আমলকারীদের কাজের প্রতিফল মারা যায় না। ১২১. অনুরূপভাবে এও কখনো হবে না যে, (আল্লাহর পথে) অল্প বা বেশী কোন ব্যয় তারা বহন করবে এবং (জেহাদ-প্রচেষ্টায়) কোন উপত্যকা তারা অতিক্রম করবে, আর তাদের নামে তা লিখে নেয়া হবে না- যেন আল্লাহ তাদের এই ভাল কাজের প্রতিফল তাদেরকে দান করেন। ১২২. ঈমানদার লোকদের সকলেরই বের হয়ে পড়া জরুরী ছিল না। কিন্তু এরূপ কেন হল না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যক অংশ হতে কিছু লোক বের হয়ে আসত ও দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অনুশীলন করত।

وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

এবং তারা যেন সতর্ক করে তাদের সম্প্রদায়কে যখন তারা ফিরে যায় তাদের দিকে (এভাবে) তারা যাতে (ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে) সতর্ক থাকে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ

ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমরা যুদ্ধকর (তাদের বিরুদ্ধে) যারা তোমাদের নিকটবর্তী আছে কাফেরদের মধ্যে হতে

وَ لْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ

ও তারা যেন পায় তোমাদের মধ্যে কঠোরতা এবং তোমরা জেনে রাখ যে আল্লাহ সাথে (আছেন)

الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۲۳﴾ وَ اِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ

মুত্তাকীদের এবং যখন নাযিল করাহয় কোন সূরা তখন তাদেরমধ্যে কেউ কেউ বলে

اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

তোমাদের মধ্য কে বৃদ্ধি করেছে তার এটা (দিয়ে) ঈমান আর (বাস্তবিকই) যারা ঈমান এনেছে

فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۱۲۴﴾

তাদের বৃদ্ধি করেছে ঈমান এবং তারা খুশী হয়ে যায়

এবং ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার বাসিন্দাদেরকে সাবধান করত, যেন তারা (ইসলাম বিরোধী কাজ হতে) বিরত থাকতে পারে[৪৩]। রুকু-১৬ ১২৩ হে ঈমানদার লোকেরা, যুদ্ধ কর সেই সত্য অমান্যকারী লোকদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের নিকটবর্তী রয়েছে [৪৪]। তারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখতে পায়[৪৫]। আর জেনে নাও আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের সংগেই রয়েছেন। ১২৪. যখন কোন নতুন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের মধ্যে কিছুলোক (বিদ্রূপ-ছলে মুসলমানদের নিকট) জিজ্ঞাসা করে যেঃ বল, "তোমাদের মধ্যে কার ঈমান এতে বৃদ্ধি পেল?" যারা ঈমান এনেছে (প্রত্যেক অবতীর্ণ সূরাই) তাদের ঈমান সত্যিই বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা এর দরুন খুবই সন্তুষ্টচিত্ত হয়।

৪৩. অর্থাৎ সকল গ্রামবাসীদের মদীনা আসা জরুরী ছিলনা। প্রত্যেক ব্যক্তি ও এলাকার বাসিন্দাদের মধ্য থেকে যদি কিছু কিছু লোক মদীনা এসে দ্বীনের ইলম হাসিল করতো ও নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন করে সেখানকার লোকদের দ্বীন শিক্ষা দিত তবে গ্রাম্য লোকদের মধ্যে সেই সব মূর্খতা বাকী থাকতো না যার জন্য তারা কপটতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আছে। এবং ইসলাম গ্রহণ করার পরও মুসলমান হওয়ার যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে না। ৪৪. পরবর্তী বাক্য পরম্পরা অনুধাবন করলে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়, এখানে কাফেররা বলতে সেইসব মোনাফেকদেরকে বোঝানো হয়েছে যাদের সত্য অস্বীকার করার ব্যাপারটি পূর্নরূপে পরিস্ফুট হয়ে গিয়েছিল এবং ইসলামী সমাজের মধ্য তাদের মিলেমিশে থাকার জন্য দারুন ক্ষতি সাধিত হচ্ছিল। ৪৫. অর্থাৎ এ পর্যন্ত তাদের সাথে যে নরম ব্যবহার করা হচ্ছিল এখন তার সমাপ্তি হওয়া উচিৎ।

১২৫. অবশ্য যেসব লোকের মনে (মুনাফেকীর) রোগ লেগে ছিল তাদের পূর্ব মলিনতার উপর (প্রত্যেকটি নতুন সূরা) আর একটি মলিনতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফরীতেই নিমজ্জিত থাকবে। ১২৬. এরা কি লক্ষ্য করেনা যে, তারা প্রতি বছরই এক-দুইটি পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়[৪৬]? কিন্তু তা সত্ত্বেও না তওবা করে, না কোন শিক্ষা গ্রহণ করে। ১২৭. যখন কোন সূরা নাযিল হয়, তখন এরা চোখে চোখে একে অপরের সাথে কথা বলে যে, কেউ দেখতে পায়না তো! পরে চুপি চুপি বের হয়ে চলে যায়। আল্লাহ তাদের দিলকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, কেননা এরা অবুঝ লোক।

৪৬. অর্থাৎ এরূপ কোন বছর অতিক্রান্ত হচ্ছিল না যার মধ্যে এক-দুবার এরূপ অবস্থা সংঘটিত না হচ্ছিল যা দিয়ে তাদের ঈমানের দাবী যাচাই এর কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত না হচ্ছিল ও তাদের ঈমানের কৃত্রিমতার গোপন তত্ব প্রকাশ না পাচ্ছিল।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

নিশ্চয়ই | তোমাদের কাছে এসেছে | একজন রসূল | মধ্যহতে | তোমাদের নিজেদের | কষ্টদায়ক | তার উপর | যা | তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হও

حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا

সে কল্যাণকামী | তোমাদের জন্যে | ঈমানদারদের সাথে | সহানুভূতিশীল | মেহেরবান | অতঃপর যদি | তারা ফিরে যায়

فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

বল তবে | আমরা জন্যে যথেষ্ট | আল্লাহই | নাই | কোন ইলাহ | ছাড়া | তিনি | তাঁরই উপর | আমি ভরসা করেছি

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾

এবং | তিনিই | মালিক | আরশের | মহান

১২৮. (লক্ষ্যকর) তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছে, যে তোমাদের মধ্যের একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া তার পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণই সে কামনাকারী। ঈমানদার লোকদের জন্য সে সহানুভূতি সম্পন্ন ও করুণাসিক্ত। ১২৯. এতদ্ব সত্তেও এই লোকেরা যদি তোমার দিক হতে মুখ ফিরায়, তবে হে নবী, তাদেরকে বলঃ "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কেউ মাবুদ নেই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি এবং মহান আরশের তিনিই মালিক।"

সূরা ইউনুস

নামকরণ

এই সূরার নাম সূরার ৯৮নং আয়াতে উল্লেখিত হযরত ইউনুস (আঃ) এর বর্ণনা হতে গৃহীত হয়েছে। হযরত ইউনুসের ঘটনার বর্ণনা করা এর একমাত্র বিষয়বস্তু নয়।

নাযিল হওয়ার স্থান

হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় এবং মূল আলোচ্য বিষয় হতেও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, এই সম্পূর্ণ সূরাটি মক্কা শরীফেই নাযিল হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, যে এর কিছু আয়াত রসূল (সঃ) এর মাদানী জিন্দেগীতে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এটা স্থূল ধারণার ফল। এর বর্ণনার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, এ বিভিন্ন ভাষণ ও নানা সময়ে অবতীর্ণ আয়াত সমূহের কোন সমষ্টি নয়, বরং শুরু হতে শেষ পর্যন্ত একই সুসংঙ্গবদ্ধ ও পরস্পর সংযোজিত ধারাবাহিক ভাষণ। এটা একই সময় নাযিল হয়েছে। আর বিষয়বস্তু হতে প্রমাণিত হয় যে এর কথা গুলি মক্কী পর্যায়ে অবতীর্ণ কথা।

নাযিল হওয়ার সময় কাল।

এ সূরা কবে কোন সময় নাযিল হয়েছে তা কোনো হাদীসের বর্ণনা হতে আমরা জানতে পারি না। কিন্তু মূল বক্তব্য হতে স্পষ্ট হয় যে, এই সূরা রসূলে করীমের মক্কায় অবস্থানের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়ে থাকবে। কেননা এর বাচন ভংগি হতে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, এই সময় ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধতা এবং তার প্রতিরোধ প্রবল আকার ধারণা করেছে। তারা নবী ও নবীর অনুসারীদের অস্তিত্ব পর্যন্তও নিজেদের মধ্যে বরদাস্তত্ করতে প্রস্তুত নয়। তারা কোনরূপ উপদেশ-নসীহতের ফলে সত্যের পথে ফিরে আসবে তাদের সম্পর্কে এমন কোন আশাই পোষণ করা যায়না। কাজেই নবীকে চূড়ান্ত ও শেষ বারের মত প্রত্যাখ্যান করার অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দেওয়ার সময় এখন উপস্থিত। আলোচ্য বিষয়ের এই বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্বই এমন, যা হতে মক্কার শেষ পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সূরা কোন গুলো, তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে ও জানতে পারি। কিন্তু সূরায় হিজরত সম্পর্কেও কোন ইংগিত পাওয়া যায়না। কাজেই হিজরত সম্পর্কে স্পষ্ট অস্পষ্ট কোনরূপ ইশারা পাওয়া যায় যে সব সূরায় এই সূরা তার পূর্বে নাযিল হয়েছে বলে মনে করতে হবে। নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্ধারণের পর এর ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয়না। কেননা এই পর্যায়ের ঐতিহাসিক পটভূমি সূরা আন'আম ও সূরা আ'রাফ এর ভূমিকায় বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

এই ভাষণটির বিষয়বস্তু হচ্ছে দাওয়াত, বুঝানো, অনুভূতিদান ও সতর্কীকরণ। ভাষণটির সুচনা হয়েছে এই ভাবেঃ একজন মানুষ নবুয়্যতের পয়গাম পেশ করেছে দেখে লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েছে, আর শুধু শুধুই তাকে যাদুকর হওয়ার অভিযোগ দিচ্ছে, অথচ সে যে কথা বলছে তাতে না আছে আশ্চর্যের কোন কথা, না যাদু ও গণকদারিরই কোন বিষয়। তিনি তো তোমাদেরকে দুটো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহিত করছেন। একটি এই যে, যে আল্লাহ এই বিশ্ব-নিখিলের সৃষ্টিকর্তা এবং কার্যতঃ তিনিই এর ব্যবস্থাপনা করছেন, কেবল তিনিই তোমাদের মালিক এবং একমাত্র

তাঁরই অধিকার যে, ইবাদত কেবল তাঁরই করতে হবে। আর দ্বিতীয় এই যে, বর্তমান বৈষয়িক জীবনের পর জীবনের আর একটি পর্যায় অনিবার্যরূপে আসবে, যখন তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। তোমাদের বর্তমান জীবনের সমগ্র কার্যাবলীর হিসাব নিকাশ নেয়া হবে এবং তোমরা আল্লাহকেই নিজেদের মুনিব রূপে মেনে নিয়ে তাঁরই মর্জী অনুসারে নেক আমল করেছ কিংবা বিপরীত কাজ করেছ এই দৃষ্টিতেই তোমাকে পুরস্কার বা শাস্তি দান করা হবে। নবী এই দুটি মহাসত্য তোমাদের সম্মুখে পেশ করছেন, তোমরা মান আর নাই মান, এ স্বতঃই অকাট্য সত্য ও অনস্বীকার্য। তিনি মেনে নেবার জন্যে তোমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন এবং এই আলোকে নিজেদের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তুলবার জন্যে বলেছেন। তার এই দাওয়াত তোমারা কবুল করে নিলে তোমাদের পরিণাম উত্তম ও কল্যাণকর হবে; অন্যথায় নিজেরাই অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হবে।

এই প্রাথমিক আলোচনার পর নিম্নলিখিত দিক ও বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা পর্যায়ক্রমে আমাদের সামনে আসেঃ

১. এমন সব দলীল প্রমাণ, যা মূর্খতামূলক অন্ধ বিদ্বেষে নিমজ্জিত নয় এমন সব লোকের মন ও বিবেককে আল্লাহর একমাত্র রব হওয়ার ও পরকালীন জীবনের অনিবার্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী বানাতে পারে; যারা বিতর্কে জয় পরাজয়ের দিকে খেয়াল না করে নিজে ভুল দৃষ্টিভংগী ও খারাব পরিণাম হতে আত্মরক্ষা করতে চাইবে তাদের মনেও গভীর প্রীতি জন্মাতে পারে।

২. যেসব ভুল ধারনা ও গাফিলতি তওহীদ ও পরকাল বিশ্বাসের আকিদাহ গ্রহণের প্রতিবন্ধক হচ্ছিল এবং সব সময যা প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে এই আলোচনায় তা দূরীভূত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সে বিষয়ে সতর্ক করে তোলা হয়েছে।

৩. হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নবী ও রসূল হওয়া এবং তার উপস্থাপতি পয়গাম সম্পর্কে যেসব সন্দেহ পেশ করা হত, এবং যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হত, এই আলোচনায় তার জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

৪. জীবনের পরববর্তী পর্যায়ে যাকিছু ঘটবে তার অগ্রিম খবর এই সূরায় বর্নিত হয়েছে; যেন মানুষ হুশিয়ার ও সতর্ক হয়ে নিজেদের র্বতমান কার্যকলাপ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারে এবং শেষে যেন সেজন্য অনুতাপ করতে না হয়।

৫. এই বিষয়ে সতর্ককরণ করা হয়েছে যে, বর্তমান জীবন আসলে পরীক্ষার জীবন, এবং এই দুনিয়ার আয়ু থাকা পর্যন্তই এই পরীক্ষার জন্য দেওয়া সময় ও অবকাশ। এই সময়কে বিনষ্ট করলে ও নবীর হেদয়াত গ্রহণ করে পরীক্ষায় সাফল্য লাভের ব্যবস্থা এখনই করে না নিলে তা করার আর কোন সময় কখনই পাওয়া যাবে না এই নবী এবং এই কুরআনের সাহায্যে প্রকৃত জ্ঞান তোমাদের নিকট পৌছানো এমন একটি সর্বোত্তম ব্যবস্থা ও সুযোগ যা তোমরা এখন লাভ করছ। এখনই যদি এই সুযোগ গ্রহণ কর, যদি এই ব্যবস্থা দ্বারা পূর্ণ ফায়দা লাভ না কর, তাহলে পরবর্তী চিরন্তন জীবনে চিরদিনের জন্যে তোমাদেরকে অনুতাপ করতে হবে।

৬. আল্লাহর দেওয়া হেদায়াতের বিধান গ্রহন না করে জীবন যাপন করার কারণেই যেসব প্রকাশ্য মূর্খতা ও গোমরাহী লোকদের জীবনে প্রবল হয়ে উঠেছিল, এই সূরায় সেই দিকে ইংগিত ও ইশারা করা হয়েছে।

এই পর্যায়ে হযরত নূহ (আঃ) এর ঘটনা সংক্ষেপে এবং হযরত মূসা (আঃ) ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে; এ হতে চারটি কথা মন মগজে বদ্ধমূল করে দেয়াই উদ্দেশ্য। প্রথম এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সংগে তোমরা যেরূপ ব্যবহার করছ, তা ঠিক হযরত নূহ ও মূসা (আঃ) এর

সংগে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের করা আচরণ ও ব্যবহারের অনুরূপ। নিশ্চিত জেনো, এরূপ আচরণের যে পরিণাম তারা ভোগকরেছে তোমরাও অনুরূপ পরিণাম অবশ্যই দেখতে পাবে। দ্বিতীয় এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর সংগী সাথীগণকে এখন তোমরা যেরূপ দূর্বল ও দুরবস্থায় লিপ্ত দেখতে পাও, তাতে মনে করোনা যে, চিরদিনই তাদের অবস্থা এরূপ থাকেব। তোমরা তো জানো তাদের পশ্চাতে সেই আল্লাহই তাদের পৃষ্টপোষক রয়েছেন, যিনি ছিলেন মূসা ও হারুনের পশ্চাতে। এবং তিনি এমনভাবে অবস্থার অনিবার্য ধারাবাহিকতাকে উল্টে দেন যা কারো দৃষ্টিতেই পড়বার নয়। তৃতীয় এই যে, সতর্ক ও সংযত হওয়ার জন্যে আল্লাহতা'আলা তোমাদের যে, অবকাশ দিচ্ছেন তোমরা যদি তা বিনষ্ট ও নিষ্ফল করে দাও, আর ফিরাউনের ন্যায় আল্লাহর পাকড়াওতে পড়ে শেষ মূহূর্তে তওবা কর, তবে নিশ্চই মাফ করা হবে না। আর চতুর্থ এই যে, যারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি ঈমান এনেছিল, তারা যেন বিপরীত অবস্থা ও পরিবেশের কঠোরতা ও তার মুকাবিলায় নিজেদের অসহায়তা দেখে নিরাশাগ্রস্ত হয়ে না পড়ে এবং এই অবস্থায়ও কিভাবে দ্বীনের কাজ করতে হবে, তা যেন তারা ভালোভাবে বুঝে নেয়। এ বিষয়েও তাদের সাবধান হতে হবে যে, আল্লাহতা'আলা যখন তার নিজ অনুগ্রহে এ অবস্থা হতে তাদেরকে মুক্তি দান করবেন। তখন যেন তারা বনী ইসরাঈলের লোকরা মিশর হতে মুক্তি পেয়ে যেমন করেছিল, তারা সেরূপ আচরণ অবলম্বন না করে। শেষ ভাগে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহতা'আলা যে আকীদা ও আদর্শ অনুসারে চলবার জন্যে তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করার প্রশ্নও উঠতে পারে না। এই আকীদা ও আদর্শ যে লোকই গ্রহন করবে সে নিজেরই কল্যাণ করবে, আর যে তা পরিত্যাগ করে ভ্রান্ত পথে চলবে সে নিজেরই খারাব পরিণাম ডেকে আনবে।

آيَاتُهَا ١٠٩ (١٠) سُوْرَةُ يُوْنُسَ مَكِّيَّةٌ رُكُوعَاتُهَا ١١

একশত নয় তার আয়াত (সংখ্যা) (১০) সূরা ইউনুস মক্কী এগার তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ① اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

আলিফ-লাম-রা এই আয়াতগুলো (এমন) কিতাবের (যা) জ্ঞান গর্ভ হয়েছে কি লোকদের জন্যে আশ্চর্য-জনক

اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَ

যে আমরা অহী পাঠিয়েছি প্রতি একজনের তাদেরই মধ্যহতে যে সতর্ক কর লোকদেরকে ও

بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ

সুসংবাদ দাও (তাদেরকে) যারা ঈমান আনে যে তাদের জন্যে রয়েছে পদ (মর্যাদা) সত্যিকার কাছে তাদের রবের

قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ②

(এ কথায়) বলেছে কাফেররা নিশ্চয়ই এই (ব্যক্তি) অবশ্যই যাদুকর সুস্পষ্ট

১. আলিফ লা-ম-রা; এ সেই কিতারের আয়াত , যা জ্ঞান-গর্ভও হেকমতপূর্ণ। ২. লোকদের জন্য কি এ এক আশ্চর্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমরা তাদের মধ্য হতেই এক ব্যক্তিকে অহী পাঠালাম যে, (গাফ্লতে পড়ে থাকা) লোকদেরকে সজাগ করে দাও। আর যারা মেনে নিবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের আল্লাহর নিকট সত্যকার ইয্যৎ ও মর্যাদা রয়েছে? (এই কথার উপরই) কাফেররা বলেছে যে, এই ব্যক্তিতো প্রকাশ্য যাদুকর১।

১. নবী করীম (সঃ)কে তারা এই অর্থে যাদুকর বলতো যে, যে ব্যক্তিই কুরআন শ্রবণ করে ও তার প্রচারে প্রভাবিত হয়ে ঈমান আনতো সে জীবন পণ করতে, সমস্ত দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে ও সব রকমের মুসিবৎ সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে যেতো।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي

নিশ্চয়ই তোমাদের রব (সেই) আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান-সমূহকে ও যমীনকে মধ্যে

سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا

ছয়টি দিনে এরপর সমাসীন হয়েছেন উপর আরশের সম্পন্ন করেছেন সকল (বিষয়) নাই

مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ

কোন সুপারিশকারী তবে (কেউ সুপারিশ করলে) পরে তাঁর অনুমতির (সেটা অন্য কথা) তিনিই আল্লাহ তোমাদের রব

فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ

অতএব তারই তোমরা ইবাদত কর তবুকি না তোমরা শিক্ষা গ্রহণকরবে তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তনহবে সকলেরই

وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ

(এটা) ওয়াদা আল্লাহর যথাযথ নিশ্চয়ই তিনি প্রথম অস্তিত্বে আনেন সৃষ্টিকে অতঃপর তার পুনরাবর্তন করবেন প্রতিফল দেওয়ার জন্যে

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ

(তাদেরকে) যারা ঈমান এনেছে ও কাজ করেছে নেকীর ইনসাফের সাথে এবং যারা

كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا

অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে (হবে) পানীয় হতে ফুটন্ত পানি ও শাস্তি মর্মন্তুদ একারণে যা

كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾

তারা অস্বীকার করতেছিল

৩. বস্তুতঃ সেই আল্লাহই তোমাদের রব, যিনি আসমান ও যমীন কে ছয়টি দিনে সৃষ্টি করেছেন, পরে সিংহাসনে আসীন হয়েছেন এবং বিশ্বলোকের পরিচালনা করছেন। সুপারিশ ও শাফায়াতকারী কেউ নেই, তবে যদি আল্লাহর অনুমতির পর শাফায়াত করে (তবে অন্য কথা)। এই আল্লাহই তোমাদের রব। অতএব তাঁরাই ইবাদত করো। তবুও কি তোমরা শিক্ষা নেবে না? ৪. তাঁর নিকটই তোমাদের সকলকেই ফিরে যেতে হবে। এটা আল্লাহর পাক্কা ওয়াদা। নিঃসন্দেহে সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেন, পরে তিনিই আবার সৃষ্টি করবেন। যেন যারা ঈমান আনল ও নেক আমল করল তাদেরকে পূর্ণ ইনসাফের সাথে পুরস্কার দিতে পারেন। আর যারা কুফরীর নীতি গ্রহণ করল, তারা উত্তপ্ত পানি পান করবে ও কঠিন পীড়াদায়ক আযাব ভোগ করবে- তাদের সত্য অমান্য করার প্রতিফল হিসেবে।

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ

তিনিই (আল্লাহ্) | যিনি | বানিয়েছেন | সূর্যকে | আলোক বিশিষ্ট | ও | চাঁদকে | আলোক ময় | ও | তার নির্দিষ্ট করেছেন

مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِیْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ

(হ্রাস-বৃদ্ধির) মন্‌যিলসমূহ | যেন তোমরা জান | গণনা | বছরগুলোর | ও | (তারিখের) হিসাব | নাই | সৃষ্টি করেছেন

اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ۝۵

আল্লাহ | এসব | ব্যতীত | যথাযথ (উদ্দেশ্য) | বিশদ বিবৃত করেন তিনি | নিদর্শন গুলোকে | লোকদের জন্যে | (যারা) জ্ঞান রাখে

اِنَّ فِی اخْتِلَافِ الَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِی

নিশ্চয়ই (রয়েছে) | মধ্যে | পরিবর্তনে | রাতের | ও | দিনের | ও | যা কিছু | সৃষ্টি করেছেন | আল্লাহ | মধ্যে

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَّقُوْنَ ۝۶ اِنَّ الَّذِیْنَ

আসমান সমূহের | ও | পৃথিবীর | অবশ্যই নিদর্শনসমূহ | লোকদের জন্যে | (যারা ভুল দৃষ্টি-ভঙ্গি হতে)বেঁচেচলে | নিশ্চয়ই | যারা

لَا یَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوْا بِالْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَ اطْمَاَنُّوْا

না | আশারাখে | আমাদের সাক্ষাতের | ও | পরিতৃপ্ত হয়েছে | জীবন নিয়ে | দুনিয়ার | এবং | নিশ্চিত হয়েছে

بِهَا وَ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ اٰیٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝۷

তাতে | এবং | (এমন) যারা | তারাই | হতে | আমাদের নিদর্শনগুলো | গাফেল

---

৫. তিনিই সূর্যকে উজ্জ্বল ভাস্বর বানিয়েছেন, চন্দ্রকে দিয়েছেন দীপ্তি। এবং চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি লাভের এমন সব মনযিল ঠিক ঠিক ভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার ফলে তোমরা তারই সাহায্যে বৎসর ও তারিখ সমূহের হিসাবে জেনে নাও। আল্লাহতা'আলা এই সব কিছু (খেলার ছলে নয়, বরং) স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ একটি একটি করে সুস্পষ্টরূপে পেশ করছেন- তাদের জন্য, যারা জ্ঞানবান। ৬. নিশ্চিতই রাত ও দিনের আবর্তনে, আর আসমান ও যমীনে আল্লাহতাআলা যত জিনিসই সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটি জিনিসে নিদর্শন সমূহ রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা (ভুল দৃষ্টিভঙ্গী ও ভুল আচরণ হতে) আত্মরক্ষা করতে চায়[২]। ৭. সত্যকথা এই যে যারা আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা পোষণ করেনা, আর দুনিয়ার জীবন পেয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়েছে, তারা আমাদের আয়াত সম্পর্কে একেবারে গাফিল,

---

২. অর্থাৎ এই সমস্ত নিদর্শন থেকে মাত্র সেই সব লোক প্রকৃত সত্যে পৌছাতে পারে যাদের মধ্যে এসব গুণাবলী বর্তমানঃ (১) সে মূর্খতামূলক সংস্কার হতে মুক্ত থেকে জ্ঞান অর্জনের যেসব উপায়-উপকরণ আল্লাহতা'আলা মানুষকে দান করেছেন সেগুলি ব্যবহার করবে। (২) ভ্রান্তি হতে মুক্ত হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করার বাসনা তাদের মধ্যে বর্তমান থাকবে।

أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑧ إِنَّ الَّذِينَ

ঐসব লোক | তাদের বাসস্থান হবে | জাহান্নাম | একারণে যা | তারা অর্জন করতেছিল | নিশ্চয়ই | যারা

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي

ঈমান এনেছে | ও | কাজ করেছে | নেকীর | তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবেন | তাদের রব | তাদের ঈমানের কারণে | প্রবাহিত হয়

مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑨ دَعْوَاهُمْ فِيهَا

তাদের পাদদেশে | ঝর্ণধারা সমূহ | মধ্যে | জান্নাতের | নিয়ামতপূর্ণ | তাদের ধ্বনি (হবে) | তার মধ্যে

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ

তুমি পবিত্র | হে আল্লাহ | ও | তাদের অভিবাদন (হবে) | তার মধ্যে | সালাম (বর্ষিত হোক) | এবং | শেষ (হবে) | তাদের

أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑩ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ

(এই) যে | সব প্রশংসা' | আল্লাহরই জন্যে | রব | 'বিশ্ব জগতের | এবং | যদি | ত্বরিত করতেন | আল্লাহ

لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ

লোকদের জন্যে | অকল্যাণ | (যেমন) তারা ত্বরিত চায় | (দুনিয়ার) কল্যাণের | অবশ্যই পূরা হয়েযেত | তাদের প্রতি | তাদের মেয়াদ

فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑪

অতএব আমরা ছেড়ে দিয়েছি | (তাদেরকে) যারা | না | আশার রাখে | আমাদের সাক্ষাতের | মধ্যে | তাদের বিদ্রোহীতার | উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরতে

---

৮. তাদের শেষ পরিণাম হবে জাহান্নাম- সেই সব খারাব কাজের প্রতিফল হিসেবে যা তারা (নিজেদের ভুল আকীদা ও ভ্রান্ত কর্ম-নীতির কারণে) করতেছিল। ৯. আর এও অনস্বীকার্য যে, যারা ঈমান এনেছে (অর্থাৎ এই কিতাবে পেশ করা যাবতীয় সত্য গ্রহণ করেছে) এবং নেক আমল করতে মশগুল রয়েছে, তাদেরকে তাদের আল্লাহ তাদের ঈমানের কারণে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন, নি'আমতে পরিপূর্ণ জান্নাতে, তাদের তলদেশে নদ-নদী প্রবহমান হবে। ১০. সেখানে তাদের ধ্বনি হবেঃ "পবিত্র তুমি হে আল্লাহ"। তাদের দোয়া হবে "শান্তি বর্ষিত হোক"। আর তাদের সকল কথার সমাপ্তি হবে এ কথাঃ "সমস্ত তা'রীফ প্রশংসা রব্বুলআ'লামীন আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। রুকু-২ ১১. আল্লাহ যদি লোকদের সাথে খারাব ব্যবহার ও তাড়াহুড়া করতেন, যতটা তারা দুনিয়ার কল্যাণ লাভের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে থাকে, তা হলে তাদের কাজ করার অবকাশ কবেই না খতম করে দেওয়া হত, (কিন্তু এ আমাদের রীতি নয়), এই জন্যে আমরা তাদের - যারা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখেনা তাদের বিদ্রোহ ও সীমা-লংঘনমূলক কার্য-তৎপরতায় বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হওয়ার জন্য ছেড়ে দেই।

وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ أَوْ قَاعِدًا

বসে | বা | তারা পার্শ্বের উপর (অর্থাৎ শুয়ে) | আমাদেরকে ডাকে | দুঃখ-দৈন্য (দিয়ে) | মানুষকে | স্পর্শ করে | যখন | এবং

أَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَأَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ

আমাদেরকে ডাকেই নাই | যেন | সে চলে (এমনভাবে) | তার দুঃখ-দৈন্য | তার থেকে | আমরা দূরকরি | অতঃপর যখন | দাঁড়িয়ে | বা

إِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۚ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑫

তারা কাজ করতেছিল | যা | সীমালংঘন-কারীদের জন্যে | সুশোভিত করা হয়েছে | এভাবে | তা যখন লেগেছিল | দুখের (সময়ে)

وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَ

ও | তারা যুলম করেছিল | যখন | তোমাদের পূর্বেও | জাতিগুলিকে | আমরা ধ্বংস করেছি | নিশ্চয়ই | এবং

جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ۚ كَذٰلِكَ

এভাবে | ঈমান আনার | তারা ছিল | না | এবং | সুস্পষ্ট নিদর্শন গুলোসহ | তাদের রসূলরা | তাদের কাছে এসেছিল

نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ⑬ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ

স্থলাভিষিক্ত | তোমাদেরকে আমরা বানালাম | এরপর | যারা অপরাধী | লোকদের | প্রতিফল দেই আমরা

فِى الْأَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ⑭

তোমরা কাজকর | কেমন | দেখি যেন আমরা | তাদের | পরে | পৃথিবীর | মধ্যে

---

১২. মানুষের অবস্থা এই যে, যখন তার উপর কোন কঠিন সময় এসে উপস্থিত হয়, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আমাদের ডাকে। কিন্তু আমরা যখন তার বিপদ দূর করে দেই, তখন সে এমন ভাবে চলে যায় যে, মনে হয় সে তার কোন দুঃসময়ে আমাদের ডাকেই নি। এই ধরনের সীমা-লংঘনকারী লোকদের জন্য তাদের কার্যকলাপ চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। ১৩. হে লোকেরা, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলিকে[৩] আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা যুলুমের আচরণ অবলম্বন করেছে এবং তাদের প্রতি প্রেরিত নবী -রসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসল; কিন্তু তারা আদৌ ঈমান আনল না। এভাবেই আমরা পাপী ও অপরাধীদেরকে তাদের পাপ-অপরাধের প্রতিফল দিয়ে থাকি। ১৪. এখন তাদের পরে আমরা তোমাদেরকে যমীনে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি, যেন দেখতে পারি যে, তোমরা কি রকম আমল কর।

---

৩. মূলে ' قرن ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় সাধারণত এর অর্থঃ 'এক যুগের লোক' কিন্তু পবিত্র কুরআনে যেরূপ বাকভংগীতে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দের ব্যবহার হয়েছে তাতে মনে হয় এদিয়ে নিজ নিজ যুগে সমুন্নত জাতিকে বুঝানো হয়েছে। এরূপ জাতির ধ্বংসের অর্থ অবশ্যম্ভাবী রূপে তাদের বংশ ধরকে ধ্বংস করে দেয়া বুঝায় না; বরং তাদের উন্নত অবস্থান থেকে তাদের পতন ঘটানো, তাদের সভ্যতা - সংস্কৃতির ধ্বংস হয়ে যাওয়া তাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র লুপ্ত হওয়া, তাদের বিভিন্ন অংশে খন্ড খন্ড হয়ে অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাওয়া; - এ সমস্তই ধ্বংস-প্রাপ্তির প্রাকরভেদ।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا

না যারা বলে সুস্পষ্ট আমাদের আয়াতগুলোকে তাদের নিকট পাঠকরা হয় যখন এবং

يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ

বল তা পরিবর্তন কর অথবা এটা (অন্য একটি) ছাড়া কুরআন নিয়ে আস আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে

مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ

আমি অনুসরণকরি না আমার নিজের তরফ হতে তা বদলাব আমি যে আমার নয় কাজ

اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ

"আমার রবের আমি অবাধ্যতাকরি যদি" ভয়করি আমি নিশ্চয়ই আমার প্রতি ওহী করা হয় যা এছাড়া

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ

তা আমি পাঠ করতাম না আল্লাহ চাইতেন যদি বল কঠিন দিনের শাস্তির

عَلَيْكُمْ وَ لَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ

তোমাদের মাঝে আমি অবস্থান করেছি অতঃপর নিশ্চয়ই তা সম্বন্ধে তোমাদের তিনি অবহিত করতেন না এবং তোমাদের কাছে

عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦﴾

তোমারা বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগাও তবুও কি না এর পূর্বে একবয়স

১৫. আমাদের স্পষ্ট কথাগুলি যখন তাদের শুনানো হয়, তখন সেই লোকেরা- যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করেনা- বলে যে, "এর পরিবর্তে অপর কোন কুরআন নিয়ে আস, কিংবা এতেই কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত কর"। হে মুহাম্মদ, তাদের বল, "আমার এই কাজই নয় যে, আমার নিজের তরফ হতে তা রদবদল করে নেব। আমি তো শুধু সেই অহীরই অনুসারী, যা আমার নিকট পাঠানো হয়। আমি যদি আমার আল্লাহর নাফরমানী করি, তা হলে আমার এক অতি বড় বিভীষিকাময় দিনের ভয় আছে"। ১৬. আর বল, আল্লাহর ইচ্ছা যদি এরূপ হত তাহলে আমি এই কুরআন তোমাদেরকে কখনো শুনাতাম না। এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এর খবরটুকুও দিতেন না। আমি তো এর পূর্বে একটা জীবন-কাল তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি। তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে প্রয়োগ করোনা[৪]?।"

৪. অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোন অপরিচিত ব্যক্তি নই; আমি তোমাদের শহরেই জন্মলাভ করেছি, তোমাদের মধ্যেই শৈশব থেকে এই বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছি। তোমরা আমার সমগ্র জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশ্বস্ততার সাথে কি এ কথা বলতে পারো যে, এই কুরআন আমার নিজের রচিত কিতাব হওয়া সম্ভব? এবং তোমরা কি আমার থেকে এই আশা করতে পারো যে- আমি এত বড় একটা মিথ্যা কথা বলবো! আমি নিজের মন থেকে কোন কথা গড়ে লোকদের কাছে বলবো যে, এটা আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে!

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ

মিথ্যা বা মিথ্যা আল্লাহ উপর রচনা (তার) অধিক যালেম অতএব
বলে করে চেয়ে যে (হতেপারে) কে

بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٧﴾ وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ

ছাড়া তারা ইবাদত এবং অপরাধীরা সফলকাম না নিশ্চয়ই তাঁর নিদর্শন
করে হয় তা গুলোকে

اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ

তারা বলে এবং তাদের উপকার না আর তাদের ক্ষতি না যা আল্লাহকে
করতে পারে করতে পারে

هٰۤؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا

তা সম্বন্ধে আল্লাহকে তোমরা খবর বল আল্লাহর কাছে আমাদের এসব
যা দিচ্ছ কি সুপারিশকারী

لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِى الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى

বহু ও তিনি যমীনের মধ্যে না এবং আসমান মধ্যে তিনি না
উর্দ্ধে পূতঃপবিত্র সমূহের জানেন

عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٨﴾ وَ مَا كَانَ النَّاسُ اِلَّاۤ اُمَّةً وَّاحِدَةً

একই উম্মত এছাড়া মানুষ ছিল না এবং তারা শিরক তা হতে
করছে যা

فَاخْتَلَفُوْا ؕ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ

ফয়সালা অবশ্যই তোমার পক্ষ পূর্ব ঘোষিত একটি না যদি এবং তারা এরপর
করে দেওয়া হত রবের হতে হত কথা মতভেদ করে

بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٩﴾

তারা মতভেদ যা সে তাদের
করছে সম্পর্কে বিষয়ে মাঝে

১৭. অতঃপর তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হবে, যে একটি মিথ্যা কথা রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয় কিংবা আল্লাহর কোন সত্যিকার আয়াতকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করে? নিশ্চিত জেনো, পাপী-অপরাধী লোক কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারেনা। ১৮. এই লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব জিনিসের পূজা-উপাসনা দাসত্ব করে, যা না তাদের ক্ষতি করতে'পারে, না কোন উপকার। তারা বলে যে, "এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী।" হে মুহাম্মদ, তাদের বল, "তোমরা কি আল্লাহকে এমন সব খবর দিচ্ছ, যা তিনি না আসমানে জানেন, না যমীনে[৫]? মহান পবিত্র তিনি! তিনি এই শেরক্ হতে বহু উর্দ্ধে যা এই লোকেরা করে। ১৯. প্রথম সূচনায় সমস্ত মানুষ একই উম্মতভূক্ত ছিল। পরে তারা বিভিন্ন ধরনের আকীদা এবং মত ও পথ রচনা করে নিল; তোমাদের আল্লাহর দিক হতে পূর্বেই যদি একটি কথা সিদ্ধান্ত করে দেয়া না হত, তাহলে যে বিষয়ে তারা পরস্পরে মতবিরোধ করে তার ফয়সালা অবশ্যই করে দেয়া হত[৬]।

৫. কোন জিনিস আল্লাহতা'আলার জ্ঞানে না থাকার অর্থ সে জিনিসের আদৌ অস্তিত্বই না থাকা। কারণ যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তা আল্লাহর জ্ঞানে আছে। সুপারিশকারীদের অস্তিত্বহীনতা সম্পর্কে এখানে অতি সুন্দর সূক্ষ্মভাবে একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে- যমীন ও আসমানের মধ্যে কেউ তোমাদের জন্য আল্লাহতাআলার কাছে সুপারিশকারী আছে বলে আল্লাহতা'আলা তো জানেন না!। তোমরা আল্লাহকে কোন্ সুপারিশকারীদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছ! ৬. অর্থাৎ আল্লাহতাআলা যদি প্রথমেই এ ফয়সালা না করে অপর পাতায় দেখুন

وَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ

এবং তারা বলে কেন না নাযিল করা হল তার উপর কোন নিদর্শন পক্ষহতে তার রবের তাহলে বল

اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٢٠﴾

মূলতঃ অদৃশ্যের (জ্ঞান) আল্লাহরই (আছে) অতএব তোমরা অপেক্ষ কর আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে অন্তর্ভূক্ত অপেক্ষাকারীদের

وَ اِذَاۤ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ

এবং যখন আমরা আস্বাদন করাই লোকদেরকে অনুগ্রহ পরে বিপদের তাদের স্পর্শ করেছিল (যা)

اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْۤ اٰيَاتِنَا ۚ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ۚ

তখন তারা (লেগে যায়) চালবাজিতে ব্যাপারে আমাদের নিদর্শনগুলোর বল আল্লাহই অধিক দ্রুত চাল কৌশলে

اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِيْ

নিশ্চয়ই আমাদের ফেরেশতারা লিখছে যা তোমরা ষড়যন্ত্র করছ তিনিই (আল্লাহ) যিনি

يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ۚ حَتّٰۤى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ

তোমাদের ভ্রমণ করান স্থল ভাগে ও জলভাগে এমনকি যখন তোমরা হও মধ্যে নৌযানের

২০ আর তারা এই বলে যে, এই নবীর প্রতি তার আল্লাহর তরফ হতে কোন নিদর্শন কেন নাযিল করা হয়নি? তার জওয়াবে তুমি বলঃ অদৃশ্য জগতের একচ্ছত্র মালিক ও মুখতার এক মাত্র আল্লাহই। ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। রুকু-৩ ২১. লোকদের অবস্থা এই যে, বিপদের পরে আমরা যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ দান করি, তখন তারা সহসাই আমাদের আয়াত ও নির্দশনের ব্যাপারে চালবাজি শুরু করে দেয়[৭]। তাদেরকে বলঃ "আল্লাহ তাঁর চাল ও কৌশলে তোমাদের অপেক্ষা অধিক দ্রুত।" নিশ্চয়ই আমাদের ফেরেশতাগণ তোমাদের সকল কুটিল ষড়যন্ত্রকে লিখে রাখছে। ২২. তিনি আল্লাহই, যিনি তোমাদেরকে শুষ্কতা ও আদ্রতার মধ্যে পরিচালনা করেন। এমন কি, তোমরা যখন নৌকায় আরাহণ কর,

নিতেন যে ফায়সালা কেয়ামতের দিন হবে, তবে এখানেই এ বিষয়ের ফায়সালা করে দেওয়া হতো। ৭. অর্থাৎ মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নিদর্শন। মুসিবত এসে মানুষকে এই চেতনা ও অনুভূতি দান করে, যে বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহতা'আলা ছাড়া কেউই মুসিবত দূর করতে পারেন না। কিন্তু যখন মুসিবত দূর হয়ে যায় ও ভাল সময় আসে তখন এরা বলতে আরম্ভ করে- এটা আমাদের উপাস্য দেবতা ও সুপারিশকারীদের অনুগ্রহের ফল।

رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّ جَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ ظَنُّوْٓا

তারা ভাবে | ও | জায়গা | সব | থেকে | ঢেউ | তাদের উপর আসে | ও | ঝড়ো | বাতাস

اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ

আনুগত্যকে | তারই জন্যে | খালেস করে | আল্লাহকে | (তখন) তারা ডাকে | সে সব দিয়ে | পরিবেষ্টিত হয়েছে | যে তারা

لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٢﴾

শোকরকারীদের | অন্তর্ভুক্ত | আমরা অবশ্যই হব | এটা | হতে | আমাদের তুমি উদ্ধার কর | (এই বলে) যদি অবশ্যই

فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ

অন্যায়ভাবে | পৃথিবীর | মধ্যে | বিদ্রোহ করে | তারা | তখন | তাদের উদ্ধার করেন তিনি | অতঃপর যখন

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ز

দুনিয়ার | জীবনের | (ভোগ করেনাও) আনন্দ- সামগ্রী | তোমাদের নিজেদের | (উল্টো পড়েছে)উপর | তোমাদের বিদ্রোহ | প্রকৃতপক্ষে | লোকেরা | হে

ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

তোমরা কাজ-কর্ম করতেছিলে | তা সম্বন্ধে যা | **তোমাদের জানিয়ে দেব** | **তখন আমরা** | তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে | আমাদেরই দিকে | এরপর

আর অনুকূল হাওয়ায় আনন্দ-স্ফূর্তিতে সফর করতে থাক, আর সহসাই বিপরীতমুখী হওয়া তীব্র হয়ে আসে চারিদিক হতে- তরংগের আঘাত এসে ধাক্কা দেয়, মুসাফির মনে করে যে, তারা ঝঞ্ঝায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সকলেই নিজেদের আনুগত্যকে আল্লাহরই জন্য খালেস করে তারই নিকট দোয়া করে যে, তুমি যদি আমাদের এই বিপদ হতে রক্ষা কর, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ ও শোকর-গুযার বান্দা হয়ে থাকব। ২৩. কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করেন তখন সেই লোকেরাই সত্য হতে বিমুখ হয়ে যমীনে বিদ্রোহ করতে শুরু করে। হে লোকেরা, তোমাদের এই বিদ্রোহ উল্টো তোমাদেরই বিরুদ্ধে পড়েছে। দুনিয়ার জীবন কয়েক দিনের আনন্দ-সামগ্রী মাত্র, (ভোগ করে নও); শেষ পর্যন্ত আমাদের নিকটই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমরা তোমাদের বলব, তোমরা কি সব এবং কি ধরনের কাজ-কর্ম করতেছিলে।

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ

আকাশ | থেকে | তা আমরা বর্ষণ করি | যেমন পানি | দুনিয়ার | জীবনের | উদাহরণ প্রকৃতপক্ষে

فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَ

ও | মানুষ | খায় | তা হতে | যমীনে | উদ্ভিদ | তা দিয়ে | সংমিশ্রিত অতঃপর হয়ে (উদ্‌গত হয়)

الْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ

চাকচিক্য-ময় হল | ও | তার ভূষণ | যমীন | ধারণ করল | যখন | এমনকি | জীবজন্তু

وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا

আমাদের নির্দেশ | তার উপর এসেপড়ে | তার উপর (ভোগকরতে) | সক্ষম হবে | যে তারা | তার মালিকরা | মনে করল | এবং

لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ

গতকাল (কোন ফসল) | অবস্থিত | ছিলই না | যেন | কর্তিত ফসল (নির্মূল) | তা অতঃপর আমরা বানিয়ে দেই | দিনে | অথবা | রাতে

كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۴﴾ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا

ডাকেন | আল্লাহ | আর | (যারা) চিন্তা-ভাবনা করে | লোকদের জন্যে | নিদর্শন গুলোকে | বিশদ বর্ণনা করি আমরা | এভাবে

اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ

পথের | দিকে | তিনিই ইচ্ছা করেন | যাকে | পথ দেখান | ও | শান্তির | আবাসের | দিকে

مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۲۵﴾

সরল সঠিক

২৪. দুনিয়ার এই জীবন, (যার নেশায় মত্ত হয়ে তোমরা আমাদের দেওয়া নিদর্শনসমূহকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করছ), তার দৃষ্টান্ত এমন যেন আকাশ হতে আমরা পানি বর্ষণ করলাম, ফলে যমীনের উৎপাদন- যা মানুষ ও জন্তু সকলেই খায়- খুব পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। পরে ঠিক সেই সময় যখন যমীন ফসল ভারাক্রান্ত ছিল এবং ক্ষেত-খামারগুলি ছিল শস্য-শ্যামল চাকচিক্যময়, তার মালিকগণ মনে করছিল যে, আমরা এখন তা ভোগ করতে সক্ষম- তখন সহসা রাতের বেলা কিংবা দিনের বেলা আমাদের নির্দেশ এসে পৌঁছিল এবং আমরা তাকে এমনভাবে ধ্বংস করে ফেললাম, যেন কাল সেখানে কিছুই ছিলনা। এইভাবেই আমরা নির্দশন সমূহ বিস্তারিতভাবে পেশ করি তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে ও বুঝতে পারে! ২৫. (তোমরা এই অস্থায়ী ভংগুর জীবনের ধোঁকায় নিমজ্জিত হয়ে রয়েছ), অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তির কেন্দ্রভূমির দিকে আহবান জানাচ্ছেন৮। (হেদায়াত দান একান্তভাবে আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত), যাকে তিনি চান সঠিক পথ দেখান।

৮. অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদের সেই জীবন-যাপন-পদ্ধতির প্রতি আহবান জানাচ্ছেন যা পারলৌকিক জীবনে তোমাদেরকে 'দারুস সালামে'র যোগ্য করবে। 'দারুস সালাম' বলতে জান্নাতকে বোঝানো হচ্ছে, আর এর অর্থ হচ্ছে, শান্তির আগার- সেই স্থান যেখানে কোন বিপদ-আপদ, কোন ক্ষতি, কোন দুঃখ ও কোন কষ্ট থাকবে না।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ ؕ وَ لَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ

তাদের মুখমন্ডল আচ্ছন্ন না এবং আরোও বেশী এবং উত্তম ফল (যারা)ভাল তাদের জন্যে
সমূহকে করবে (অনুগ্রহ) কাজ করে (আছে)

قَتَرٌ وَّ لَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا

তার মধ্যে তারা জান্নাতের অধিবাসী ঐসব লাঞ্চনা না এবং কালিমা
হবে লোক

خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَ الَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۙ

তার মন্দ (তারাপাবে) মন্দকাজ অর্জন যারা এবং স্থায়ী
সমান কাজের প্রতিফল করেছে হবে

وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ

এমন রক্ষাকারী কোন আল্লাহ হতে তাদের নাই লাঞ্ছনা তাদের আচ্ছন্ন ও
যেন জন্যে করবে

اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ

ঐসবলোক অন্ধকার রাতের টুকরা তাদের ঢেকে
মুখমন্ডলগুলো ফেলেছে

اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ

তাদের একত্রিত যেদিন এবং স্থায়ী হবে তার তারা দোযখের অধিবাসী
করব আমরা মধ্যে (আগুনের) হবে

جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَ

ও তোমরা তোমাদের স্থানে শিরক তাদেরকে আমরা এরপর সকলকে (আমার
(অবস্থানকর) করেছিল (যারা) বলব আদালতে)

شُرَكَآؤُكُمْ ۚ

তোমাদের শরীকরা

২৬. যারা ভাল কাজের নীতি গ্রহণ করেছে, তারা ভাল ফল পাবে, অধিক অনুগ্রহও পাবে। কলংক, কালিমা ও লাঞ্ছনা তাদের মুখমন্ডলকে মলিন করবে না। তারাই জান্নাত লাভের অধিকারী। সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। ২৭. আর যারা মন্দকাজ করেছে তারা তাদের পাপ অনুপাতেই প্রতিফল পাবে। লাঞ্ছনা তাদের ললাট-লিখন হয়ে থাকবে। আল্লাহর এই আযাব হতে তাদের রক্ষক কেউ নেই। তাদের মুখমন্ডলে এমন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে যেমন রাতের কালো পর্দা তাদের উপর পড়ে রয়েছে। তারাই দোযখের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। ২৮. যেদিন আমরা এই সকলকে একত্রে (আমার বিচারালয়ে) উপস্থিত করব এরপর যারা দুনিয়ায় শেরক করেছে তাদের আমরা বলবঃ থাক, তোমরা ও তোমাদের বানানো শরীক মাবুদেরা সকলেই।

فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَ قَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا
আমরা অতঃপর সরিয়ে দেব | তাদের মাঝে (অপরিচিতির আবরণ) | এবং | বলবে | তাদের শরীকরা | না | তোমরা ছিলে | আমাদেরকে

تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٨﴾ فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اِنْ
ইবাদত করতে | বস্তুতঃ যথেষ্ঠ | আল্লাহই | স্বাক্ষী হিসেবে | আমাদের মাঝে | ও | তোমাদের মাঝে | নিশ্চয়ই

كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ
আমরা ছিলাম | হতে | তোমাদের ইবাদত | অবশ্যই অনবহিত | সেখানে | যাচাই করে নিতে পারবে | প্রত্যেক | ব্যক্তি

مَّآ اَسْلَفَتْ وَ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ
যা | অতীতে করেছে | এবং | ফিরিয়ে নেয়া হবে | দিকে | আল্লাহর | তাদের অভিভাবক | প্রকৃত | এবং | বিলুপ্ত হবে

عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٣٠﴾ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ
তাদের থেকে | যা | তারা রচনা করতেছিল | বল | কে | তোমাদের রিযিক দেন | থেকে | আসমান

وَ الْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ مَنْ يُّخْرِجُ
ও | যমীন (থেকে) | অথবা কে | এখতিয়ার রাখেন | শ্রবণ শক্তির | ও | দৃষ্টিশক্তি সমূহের | এবং | কে | বের করেন

الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ
জীবন্তকে | হতে | নিস্প্রাণ | এবং (কে) | বের করেন | নিস্প্রাণকে | হতে | জীবন্ত | এবং | কে

يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣١﴾
সম্পাদন করেন | (বিশ্ব ব্যবস্থার সকল) কাজ | তখন তারা বলবে | আল্লাহই | তাহলে বল | না | (সত্য বিরোধীতায়) তবুও কি তোমরা বিরতথাকবে

অতঃপর আমরা তাদের পারস্পারিক অপরিচিতির আবরণ তুলে ফেলব৯। তখন তাদের শরীক মাবুদেরা বলবেঃ তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না। ২৯. আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, (তোমরা আমাদের ইবাদত করতে থাকলেও) আমরা তোমাদের এই ইবাদত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম। ৩০. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই যাচাই করে নিতে পারবে যা সে অতীতে করেছে। সকলেই তাদের প্রকৃত মালিকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তাদের রচিত সমস্ত মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রুকু-৪ ৩১. তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর, আসমান ও যমীন হতে তোমাদেরকে কে রিযক দান করে? এই শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি কার ইখতিয়াধীন? এবং কে নিস্প্রাণ নির্জীব হতে সজীব জীবন্তকে ও সজীব জীবন্ত হতে নিস্প্রাণ নির্জীবকে বের করে? এই বিশ্ব ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনাকে সম্পন্ন করছে? তারা জওয়াবে অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ। বল তাহলে (এই মহাসত্যের বিপরীত আচরণ হতে) তোমরা কেন বিরত থাকনা।

৯. অর্থাৎ মুশরিকদেরকে তাদের উপাস্য চিনতে পারবে যে, এরাই তারা যারা আমার এবাদত করতো; এবং মুশরিকরাও তাদের উপাস্যদের চিনে নেবে যে, এরাই হচ্ছে তারা যাদের আমরা ইবাদত করতাম।

৩২.অতএব এই আল্লাহই তো তোমাদের প্রকৃত রব। তাহলে মহান সত্যের পর সুস্পষ্ট গোমরাহী ছাড়া আর কি-ই বা অবশিষ্ট থাকে? তোমরা কোথায় চালিত হচ্ছো[১০]? ৩৩. (হে নবী! দেখ) এরূপ না-ফরমানীর নীতি অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে তোমাদের রবের কথা সত্য প্রমাণিত হল যে, তারা মোটেই মেনে নেবে না ঈমান আনবে না। ৩৪. তাদের জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে, যে সৃষ্টির সূচনাও করে, তার পুনরাবর্তনও করে? বল, তিনি কেবল আল্লাহই, যিনি সৃষ্টির সূচনাও করেন, তার পুনরাবর্তনও। তা সত্বেও তোমাদের কোথায় ফেরানো হচ্ছে?

১০. লক্ষ্য করা দরকার এখানে সম্বোধন করা হয়েছে সাধারণ মানুষদের এবং তাদের প্রতি এ প্রশ্ন করা হয়নি যে তোমরা কোনদিকে চলেছো? বরং প্রশ্ন করা হচ্ছে তোমরা কোন দিকে চালিত হচ্ছো? এর দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হচ্ছে যে- এরূপ কোন বিভ্রান্তকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বিদ্যমান আছে যারা লোকেদেরকে সঠিক দিন থেকে বিচ্যুত করে ভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করছে। এই কারণে লোকদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা অন্ধের ন্যায় বিভ্রান্তকারী পথ-প্রদর্শকদের পিছনে কেন চলেছ? নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তোমরা চিন্তা করছো না কেন যে, সত্য অবস্থা যখন এই, তখন শেষ পর্যন্ত তোমরা এ কোন দিকে পরিচালিত হয়ে চলেছ।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ

বল সত্যের দিকে পথ দেখায় (এমনকেউ) যে তোমাদের শরীকদের মধ্য হতে (আছে) কি বল

اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ۚ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ

যে অধিক হকদার সত্যের দিকে সঠিকপথ দেখায় তবে কি যে সত্যের দিকে পথ দেখান আল্লাহই

يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ

তোমাদের হয়েছে অতএব কি পথ প্রদর্শিত হয় যে এছাড়া সঠিকপথ পায় না অথবা যে অনুসরণ করা হবে(তাঁর)

كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَ مَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ۚ اِنَّ

নিশ্চয়ই অনুমানের ধারণা এছাড়া তাদের অধিকাংশ অনুসরণ করে না এবং তোমরা রায় দাও কেমন

الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا

ঐ বিষয়ে যা খুব অবহিত আল্লাহ নিশ্চয়ই কিছু মাত্র সত্য (পথ লাভের) ক্ষেত্রে কাজে আসে না ধারণা অনুমান

يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَ مَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى

রচনা করা যেতে পারে (এমন) যে কোরআন এই সম্ভব নয় এবং তারা করছে

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ

তার আগে (এসেছে) (তার) যা সত্যায়ন কারী বরং (এটা) আল্লাহ ব্যতীত

৩৫. তাদের জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের বানোনো শরীকদের মধ্যে এমনও কি কেউ আছে, যে মহা সত্যের দিকে পথ দেখায়? বল, কেবল আল্লাহই এমন, যিনি মহান সত্যের দিকে পথ দেখান? তাহলে এখন বলঃ মহান সত্যের দিকে যিনি পথ দেখান তিনিই কি বেশী অধিকারী নন যে, তাঁর অনুসরণ করা হবে? না সে, যে নিজে কোন পথ দেখতে পায় না; যদি তাকে পথ দেখান হয় তাহলে তা আলাদা কথা। তোমাদের হল কি? কেমন করে উল্টো রায় দিচ্ছ? ৩৬. প্রকৃত কথা এই যে, তাদের অধিকাংশ শুধুমাত্র ধারণা-অনুমানের পিছনে ছুটে চলেছে[১১]। অথচ ধারনা-অনুমান প্রকৃত সত্য জ্ঞান লাভের প্রয়োজনকে কিছুমাত্র পুরো করতে পারে না। এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ তা খুব ভালো ভালভাবেই জানেন। ৩৭. আর এই কুরআন এমন কোন জিনিস নয় যা আল্লাহ ব্যতীত রচনা করে নেয়া সম্ভব হতে পারে। বরং এতে পূর্বে যা এসেছে তার সত্যায়ন কারী।

১১. অর্থাৎ যা মযহাব- বিভিন্ন ধর্ম পদ্ধতি তৈরী করেছে, যা দর্শন গড়েছে এবং যারা জীবনের জন্য আইন-কানুন রচনা করেছে তারা এ সব কিছু জ্ঞানের ভিত্তিতে করেন নি; বরং নিছক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে করেছে। এবং যারা এই সমস্ত মযহাবী-ধর্মীয় ও পার্থিব নেতাদের অনুসরণ করেছে, তারাও জেনে বুঝে তা করেনি, বরং মাত্র এই ধারণার ভিত্তিতে তাদের আনুগত্য করেছে যে, যখন এত সব বড় বড় লোক এই কথা বলছে এবং আমাদের পিতা-পিতামহরাও যখন বরাবর তাদের মেনে এসেছেন, এবং দুনিয়াভর লোক যখন তাদের অনুসরণ করেছে, তখন অবশ্যই তারা সঠিক কথা বলছেন।

وَ تَفْصِيلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٣٧﴾

ও বিস্তারিত বর্ণনা | বিধান সমূহের | নাই | কোন সন্দেহ | তার মধ্যে (যে এটা) | (এসেছে) পক্ষহতে | রবের | বিশ্বজাহানের

اَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَ ادْعُوا

অথবা কি | তারা বলে | তা সে রচনা করেছে | (হেনবী) বল | তা হলে তোমরা আন | একটি সূরা (রচনাকরে) | তারমত | এবং | তোমরা ডাক

مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ

যাকে | তোমরা পার | ছাড়া | আল্লাহ | যদি | তোমরা হও | সত্যবাদী | আসল কথা

كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ؕ

তারা মিথ্যা মনে করেছে | ঐবিষয়ে যা | তারা আয়ত্ত করতে পারে নাই | তা জ্ঞানদিয়ে | এবং | তাদেরকাছে আসে নাই | তার পরিণামও

كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

এভাবে | মিথ্যারোপ করেছিল | যারা | তাদের পূর্বে (ছিল) | অতএব লক্ষ্যকর | কেমন | ছিল | পরিণাম

الظّٰلِمِينَ ﴿٣٩﴾ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَّنْ لَّا

জালিমদের | এবং | তাদের মধ্যহতে | কেউ কেউ | ঈমান আনবে | তার উপর | আবার | তাদের মধ্যহতে | কেউ কেউ | না

يُؤْمِنُ بِهِ ؕ وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾

ঈমান আনবে | তার উপর | এবং | তোমার রব | খুব জানেন | ফাসাদকারীদের সম্পর্কে

ও আল-কিতাবের বিস্তারিত রূপ। এ যে বিশ্বনিয়ন্তার তরফ হতে আসা কিতাব, তাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই। ৩৮. এরা কি বলে যে, নবী নিজে তা রচনা করেছেন? বলঃ তোমরা যদি তোমাদের এই অভিযোগে সত্যবাদী হও তাহলে এরই মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস, আর এক রবকে বাদ দিয়ে যাকে সাহায্যের জন্য ডাকতে পার সাহায্যের জন্য ডেকে নাও। ৩৯. আসল কথা এই যে, যে জিনিস তাদের জ্ঞানের আওতার মধ্যে আসেনি, আর যার পরিণতিও তাদের সামনে আসেনি তাকে তারা (শুধু শুধু আন্দাজ-অনুমানে) মিথ্যা বলে অমান্য করছে। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করে অমান্য করেছে। এখন দেখ, এই যালেম লোকদের পরিণাম কি হয়েছে। ৪০. এদের কিছুলোক ঈমান আনবে, আর কিছু লোক আনবে না। আর তোমার রব এই ফাসাদকারী লোকদের খুব ভাল করেই জানেন।

وَ اِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ

তোমরা তোমাদের কাজের তোমাদের আর আমার কাজের আমার তবে বল তোমাকে যদি এবং
(পরিণতি) জন্যে (পরিণতি) জন্যে মিথ্যারোপ করে

بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَ اَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٤١﴾ وَ مِنْهُمْ

তাদের এবং তোমরা তা হতে দায়িত্ব আমি এবং আমি কাজ তাহতে দায়িত্ব
মধ্যে কাজ কর যা মুক্ত করি যা মুক্ত

مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ كَانُوْا لَا

না তারা হল যদিও এবং বধিরদেরকে শুনাবে তবে কি তোমার কান পেতে কেউ
(এমনযে) তুমি দিকে রাখে কেউ

يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ

অন্ধকে পথ তবে কি তোমার তাকিয়ে কেউ তাদের এবং তারা জ্ঞানরাখে
দেখাবে তুমি দিকে থাকে কেউ মধ্যে

وَ لَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا

কিছুমাত্রও লোকদের জুলুম না আল্লাহ নিশ্চয়ই দেখতে পায় না তারা হল যদিও এবং
(উপর) করেন (এমন যে)

وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ

(তারাভাববে) তাদেরকে একত্রিত করবেন যেদিন এবং তারা জুলুম তাদের নিজেদের লোকেরা কিন্তু
যেন (আল্লাহ) করে (উপর)

لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ

নিশ্চয়ই তাদের মাঝের তারা পরস্পরে দিনের (মাত্র) এছাড়া তারা অবস্থান
(লোকদেরকে) চিনবে একদন্ড করে নাই

خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿٤٥﴾

সৎপথ প্রাপ্ত তারা না এবং আল্লাহর সাক্ষাতের অস্বীকার যারা ক্ষতিগ্রস্ত
ছিল করেছে হয়েছে

রুকূ-৫ ৪১. এরা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে অমান্যকরে তাহলে বলে দাও যে, আমার আমল আমার জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে। আমি যা কিছু করি তার দায়িত্ব হতে তোমরা মুক্ত। আর যা কিছু তোমরা করছ তার দায়িত্ব হতে আমি মুক্ত[১২]। ৪২. এদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার কথা শুনে। কিন্তু তুমি কি বধিরদের শুনাবে, তারা কিছু না বুঝলেও[১৩]? ৪৩. তাদের কেউ কেউ তোমাকে দেখে, কিন্তু তুমি কি অন্ধ লোকের পথ দেখাবে, তারা অনুধাবন না করলেও ৪৪. প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ লোকদের উপর যুলুম করেন না, লোকেরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করে। ৪৫. (আজ এই লোকেরা দুনিয়ার জীবন নিয়ে খুব মেতে আছে,) আর যেদিন আল্লাহ এদের একত্রিত করবেন, তখন (এই দুনিয়ার জীবনই তাদের এমন মনে হবে) যেন ক্ষণিকের জন্য তারা পারস্পরিক পরিচয় লাভের জন্য অবস্থান করেছিল। (তখন প্রমাণিত হবে যে,) প্রকৃতপক্ষে বড়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেই লোকেরা যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে। আর তারা কখনই সত্য ও সঠিক পথে ছিল না।

১২. অর্থাৎ অনর্থক ঝগড়া ও কর্তৃত্ব করার কোন প্রয়োজন নেই। যদি আমি মিথ্যা রচনা ও করে থাকি তবে আমি নিজেই আমার কাজের জন্য দায়ী হবো, তোমাদের উপর তার কোন দায়িত্ব নেই। আর যদি তোমরা সত্য কথাকে মিথ্যা বলে অস্বীকার কর তবে তা দিয়ে আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, বরং তা দিয়ে তোমরা তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করবে। ১৩. এক প্রকার 'শোনা' তো সেই রকম- যেমন পশুরাও শব্দ শুনে থাকে। দ্বিতীয় প্রকার শোনা হচ্ছে- অর্থ ও মর্মের দিকে মনোযোগ দিয়ে শোনা, এবং সে শোনার সংগে এই উদ্যোগ-আগ্রহও বর্তমান থাকে যে, কথা যদি যুক্তি- সংগত হয়, তবে তা মান্য করা হবে।

وَ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا

তবুও আমাদেরই দিকে | তোমাকে উঠিয়ে নেই আমরা | অথবা | তাদের ভয় দেখাচ্ছি | যার | কিছু অংশ | তোমাকে দেখাই আমরা | যদি | এবং

مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ (৪৬) وَ لِكُلِّ

জন্যে প্রত্যেক | এবং | তারা করছে | (ঐবিষয়ের) যা | উপর | সাক্ষী (আছেন) | আল্লাহ | এরপর | তাদের প্রত্যাবর্তন হবে

اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

ইনসাফের সাথে | তাদের মাঝে | ফয়সালা করাহয়েছে | তাদের রসূল | এসেছে | অতঃপর যখন | একজন রসূল (রয়েছে) | উম্মতের

وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (৪৭) وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ

তোমরা হও | যদি | ধমকী | এই | কখন (বাস্তবায়িত হবে) | তারা বলে | এবং | জুলুম করা হয়েছে | না | তাদের (উপর) | এবং

صٰدِقِيْنَ (৪৮) قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا اِلَّا

এছাড়া | কোন উপকারের | না | আর | কোন ক্ষতির | (এমনকি) নিজের জন্যেও | এখতিয়ার রাখি আমি | না | বল | সত্যবাদী

مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۭ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا

অতঃপর না | তাদের নির্দিষ্ট সময় | আসবে | যখন | নির্দিষ্ট সময়(রয়েছে) | উম্মতের | জন্যে প্রত্যেক | আল্লাহ | ইচ্ছে করেন | যা

يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ (৪৯)

এগিয়ে নিতে পারবে | না | আর | একদণ্ডও | পিছাতে পারবে

৪৬. যে সব খারাব পরিণতি হতে আমরা এদের ভয় দেখাচ্ছি, তার কোন অংশ আমরা তোমার জীবদ্দশায় দেখাই কিংবা তার পূর্বেই তোমাকে উঠিয়ে নেই। সকল অবস্থায় তোমাদেরকে শেষ পর্যন্ত আমার নিকটই আসতে হবে। আর এই লোকেরা যা কিছু করছে, সে বিষয়ে আল্লাহই সাক্ষী রয়েছেন। ৪৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রসূল রয়েছে, [১৪] ফলে যখন কোন উম্মতের নিকট তার রসূল এসে পৌছে, তখন পূর্ণ ইনসাফের সাথে তার ফায়সালা চুকিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের উপর বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হয় না। ৪৮. বলে, তোমাদের এই ধমক যদি সত্যিই হয়, তবে তা কবে পূর্ণ হবে? ৪৯. বলঃ উপকার ও ক্ষতি-কিছুই আমার ইখতিয়ারভুক্ত নয়; সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবকাশের একটা মীয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে। এই মেয়াদ যখন পূর্ণ হয়ে যায় তখন ক্ষণিকেরও অগ্র-পশ্চাত হয় না।

১৪. 'উম্মত' শব্দটি এখানে শুধু 'জাতি' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং একজন রসূলের আগমনের পর তাঁর দাওয়াত (আহ্বান) যে যে লোকদের কাছে পৌছায় তারা সকলেই তাঁর উম্মত। তার জন্য তাদের মধ্যে রসূলের জীবিত বিদ্যমান থাকাও জরুরী নয়, বরং রসূলের পর যতদিন পর্যন্ত তার শিক্ষা বর্তমান থাকে এবং প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে রসূল যে জিনিসের শিক্ষা দিতেন তা সত্যিকার ভাবে জানা সম্ভব হয়, ততদিন পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তাঁর উম্মত রূপে গণ্য হবে এবং তাদের উপর সেই হুকুম প্রযুক্ত হবে যা পরে বর্নিত হয়েছে। এই হিসাবে মুহাম্মদ (সঃ) এর আগমনের পর সারা দুনিয়ার মানুষ হচ্ছে তাঁর উম্মতঃ এবং ততদিন পর্যন্ত সব মানুষ তাঁর উম্মত বলে গন্য হবে যতদিন কুরআন বিশুদ্ধ ও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। এই কারণে এ আয়াতে এ কথা বলা হয়নি যে, প্রত্যেক কওমের মধ্যে একজন রসূল আছেন, বরং বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক উম্মতের জন্যে একজন রসূল আছেন।

তাদের বলঃ তোমরা কি কখনো চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছো যে, আল্লাহর আযাব যদি সহসা রাতে বা দিনের বেলা এসে পড়ে (তাহলে তোমরা কি করতে পার?); কি কারণ রয়েছে, যার দরুন অপরাধিরা তাড়াহুড়া করছে? ৫১. তা যখন তোমাদের উপর আপতিত হবে তখনি কি তোমরা তা মেনে নিবে? এখন তোমরা রক্ষা পেতে চাও? অথচ তোমরা নিজেরাই তা শীঘ্রই আগমনের দাবী জানিয়ে আসছিল। ৫২. পরে যালেমদের বলা হবে যে, এখন স্থায়ী ভাবে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর। তোমরা যাকিছু উপার্জন করতেছিলে তার প্রতিফল ছাড়া তোমাদের আর কি প্রতিদান দেয়া যেতে পারে! ৫৩. তারা আবার জিজ্ঞাসা করে, তুমি যা বলছ তা কি বাস্তবিকই সত্য? বলঃ আমার রবের শপথ, এ নিঃসন্দেহে সত্য। এবং তার আত্ম-প্রকাশ বন্ধ করতে পার এমন সামর্থবান তোমরা নও! রুকু-৬ ৫৪. যুলম করেছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট যদি দুনিয়াভরা বিত্ত সম্পদও থাকে তবে এই আযাব হতে বাঁচবার জন্য তা সে ফিদইয়া হিসাবে দিতেও প্রস্তুত হবে।

وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ

তাদের মাঝে | ফয়সালা করা হবে | এবং | আযাব | দেখবে | যখন | অনুতাপ | তারা গোপনে এবং করবে

بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٥٤﴾ اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى

মধ্যে আছে | যাকিছু | আল্লাহরই জন্যে | নিশ্চয়ই | সাবধান (শুনেরাখ) | জুলুম করা হবে | না | তাদের (উপর) | এবং | ইনসাফের সাথে

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ

তাদের অধিকাংশই | কিন্তু | সত্য | আল্লাহর | ওয়াদা | নিশ্চয়ই | সাবধান (শুনেরাখ) | যমীনের | ও | আসমানসমূহের

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْىٖ وَ يُمِيْتُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٦﴾

তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে | তাঁরই দিকে | এবং | মৃত্যু দেন | ও | জীবনদান করেন | তিনিই | তারা জানে | না

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ

ও | তোমাদের রবের | পক্ষহতে | উপদেশ | তোমাদের কাছে এসেছে | নিশ্চয়ই | মানব সমাজ | হে

شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

ঈমানদারদের জন্যে | রহমত | ও | হেদায়াত | এবং | অন্তর সমূহের | মধ্যে আছে | তার জন্যে যা | আরোগ্য

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ

উত্তম | (এতো) | তাদের অতএব আনন্দকরা উচিত | এজন্যে | তাঁর রহমতে (এটা পাঠিয়েছেন) | ও | আল্লাহর | অনুগ্রহে | বল

مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

তারা জমা করছে | (তা হতে) যা

যখন এই আযাব তারা দেখতে পাবে, তখন তারা মনে মনেই আফসোস করবে। তাদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফের সাথে ফায়সালা করা হবে। তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না। ৫৫. শুনে রাখ, আসমান ও যমীনে যাকিছু আছে, তা সবই আল্লাহর। আরো শুনে রাখ, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। ৫৬. তিনিই জীবন দান করেন, মৃত্যু তিনিই দেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। ৫৭. হে মানব সমাজ! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের নিকট হতে নসীহত এসে পৌঁছেছে,-তা দিলের যাবতীয় রোগের পূর্ণ নিরাময়কারী, আর যে তা কবুল করবে, তার জন্য হেদায়াত ও রহমত নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ৫৮. হে নবী! বলঃ "এ আল্লাহর অনুগ্রহ ও অপার করুণা যে, তিনি এটা পাঠিয়েছেন। সে জন্য তো লোকদের আনন্দ-স্ফূর্তি করা উচিৎ। এতো সেসব জিনিস হতে উত্তম যা লোকেরা সংগ্রহ ও আয়ত্ব করছে।"

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ

বল | তোমরা (ভেবে) দেখেছ কি | যা | অবতীর্ণ করেছেন | আল্লাহ | তোমাদের জন্যে | হতে | রিজ্‌ক | অতঃপর তোমরা বানিয়েছ

مِّنْهُ حَرَامًا وَّ حَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى

তার মধ্যেহতে | (কিছুকে) হারাম | আর | (কিছুকে) হালাল | বল | আল্লাহ কি | অনুমতি দিয়েছেন | তোমাদেরকে | অথবা | উপর

اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَ مَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ

আল্লাহর | তোমরা মিথ্যারোপ করছ | এবং | কি | ধারণা করে | (তারা) যারা' | রচনা করে | উপর | আল্লাহর

الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

'মিথ্যা | (সম্বন্ধে) দিন | কিয়ামতের | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | অনুগ্রহশীল অবশ্যই | উপর | লোকদের

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۶۰﴾ وَ مَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ

কিন্তু | তাদের অধিকাংশই | না | শোকর করে | এবং | না | তুমি থাক | মধ্যে | (যেকোন) অবস্থার

وَّ مَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّ لَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ

এবং | না | তুমি আবৃত্তিকর | তা সম্পর্কে (কিছু) | হতে | কোরআন | এবং | না | তোমরা কাজ কর | কোন কাজ

اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ

এছাড়া যে | আমরা থাকি | তোমাদের উপর | পরিদর্শক | যখন | তোমরা প্রবৃত্ত হও | তার মধ্যে

৫৯. হে নবী তাদের বলঃ তোমরা কি কখনো এ কথাও চিন্তা করে দেখেছ যে, যে রেয্‌ক আল্লাহ্[১৫] তোমাদের জন্য নাযিল করেছিলেন, তা হতে তোমরা নিজেরাই কোনটিকে হারাম আর কোনটিকে হালাল করে নিয়েছ[১৬]!" তাদের জিজ্ঞাসা কর, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন? কিংবা তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলছ[১৭]? ৬০. যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে, তারা কি ধারণা করে- কিয়ামতের দিন তাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হবে? আল্লাহতো লোকদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এমন, যারা আল্লাহর শোকর করে না। রুকু-৭ ৬১. হে নবী! তুমি যে অবস্থায়ই থাকনা কেন এবং কুরআন হতে যা কিছু শুনাও- আর হে লোকেরা, তোমরাও যাকিছু কর- এসব অবস্থায়ই আমরা তোমাদেরকে দেখতে ও লক্ষ্য করতে থাকি।

১৫.আরবী ভাষায় 'রিয্‌ক' এর অর্থ শুধুমাত্র খাদ্যই নয়। দান, অনুগ্রহ ও ভাগ্য অর্থেও রিয্‌ক সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহতা'আলা মানুষকে দুনিয়ায় যা কিছু দিয়েছেন তা সবই মানুষের রিয্‌ক (জীবিকা)। ১৬. অর্থাৎ নিজেরাই নিজেদের জন্য কানুন ও শরীয়ত রচনা করে নেওয়ার অধিকারী বনে বসেছে। কিন্তু যিনি রিয্‌ক (জীবিকা) দান করেন তারই এ হক বা অধিকার যে, তিনি সেই জীবিকার বৈধ ও অবৈধ ব্যবহার-পদ্ধতি সম্পর্কেসমীমা ও নীতি নির্ধারণ করে দিবেন। ১৭. মিথ্যা গড়া বা মিথ্যা আরোপ তিন প্রকারের হতে পারে। প্রথমতঃ এই বলা যে, আল্লাহতাআলা এ অধিকার মানুষকে সোপর্দ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এ কথা বলা যে, আমাদের জন্য কানুন বা শরীয়ত নির্দিষ্ট করা আল্লাহর কাজই নয়। তৃতীয়তঃ হালাল ও হারামের নির্দেশাবলী আল্লাহতা'আলার প্রতি আরোপ করা, কিন্তু সনদ স্বরূপ আল্লাহতাআলার কোন কেতাব পেশ করতে না পারা।

وَ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ

যমীনের মধ্যে অণু সামান্য পরিমাণও কোন তোমার রবের থেকে গোপন থাকে না এবং

وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَ لَا أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَا أَكْبَرَ

বৃহত্তর না আর এটার চেয়ে ক্ষুদ্রতর না এবং আসমানের মধ্যে না আর

إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ

কোনভয় নাই আল্লাহর বন্ধুদের নিশ্চয় সাবধান (জেনেরাখ) সুস্পষ্ট ভাবে কিতাবের (লিখিত আছে) মধ্যে এছাড়া যে

عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

তাকওয়া অবলম্বন করেছে ও ঈমান এনেছে যারা দুঃখিত হবে তারা না আর তাদের উপর

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ

কোন পরিবর্তন নাই আখেরাতের মধ্যে এবং দুনিয়ার জীবনের মধ্যে সুসংবাদ তাদের জন্যে রয়েছে

لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ وَ لَا يَحْزُنْكَ

তোমাকে দুঃখ দেয় না (যেন) এবং বিরাট সাফল্য সেই এটা আল্লাহর কথাগুলোতে

قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾

সবকিছু জানেন সবকিছু শুনেন তিনিই সমস্তই আল্লাহরই জন্য সব সম্মানই নিশ্চয়ই তাদের কথা

আসমান ও যমীনে একবিন্দু পরিমাণ জিনিস এমন নাই– না ছোট, না বড়– যা তোমার আল্লাহর দৃষ্টি হতে লুকিয়ে রয়েছে এবং এক পরিচ্ছন্ন খাতায় লিপিবদ্ধ নয়। ৬২-৬৩. জেনেরাখ! যারা আল্লাহর বন্ধু, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাক্ওয়ার আচারণ অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য কোন ভয় ও কষ্টের কারণ নেই। ৬৪. দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনে তাদের জন্য কেবল সুসংবাদই সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহর কথা সমূহ বদলাতে পারে না। এটা অতি বড় সাফল্য। ৬৫. হে নবী! এই লোকেরা যেসব কথা তোমার প্রতি আরোপ করে, তা যেন তোমাকে চিন্তান্বিত করতে না পারে। ইয্যত সম্মান সবকিছুই আল্লাহর ইখ্তিয়ার ভুক্ত। তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

أَلَآ إِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ وَ مَا

কিসের এবং পৃথীবীর মধ্যে যারা এবং আসমানস মধ্যে যারা আল্লাহরই নিশ্চয়ই সাবধান
আছে মূহের আছে মালিকানাভুক্ত (জেনেরাখ)

يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ۗ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ

তারা না (তাদের কল্পিত) আল্লাহ ছাড়া ডাকে (তারা) অনুসরণ
অনুসরণ করে শরীকদেরকে যারা করে

إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ

বানিয়েছেন যিনি তিনিই মিথ্যা এছাড়া তারা না এবং ধারণার এছাড়া
(আল্লাহ) অনুমান করে

لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

এর মধ্যে নিশ্চয়ই উজ্জ্বল দিনকে এবং তার তোমরা যেন রাতকে তোমাদের
রয়েছে (বানিয়েছেন) মধ্যে শান্তি পাও জন্যে

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۗ

(প্রকৃত পক্ষে) সন্তান আল্লাহ গ্রহণ তারা (যারা উন্মুক্ত কানে) লোকদের অবশ্যই
তিনি পবিত্র করেছেন বলে শোনে জন্যে নিদর্শনাবলী

هُوَ الْغَنِيُّ ۗ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ ۗ إِنْ

নাই পৃথিবীর মধ্যে যা এবং নভোমন্ডলে মধ্যে যা তারই অভাবমু তিনি
আছে কিছু আছে কিছু জন্যে ক্ত

عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ بِهٰذَا ۗ أَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا

না যা আল্লাহর উপর তোমারা কি এই (তোমাদের প্রমাণ কোন তোমাদের
বলছ দাবীর) সম্বন্ধে কাছে

تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

তোমরা জান

৬৬. জেনে রাখ! আসমানের বাসিন্দা হোক কি যমীনের সকলে ও সবকিছুই আল্লাহর মালিকানাভুক্ত। যারা আল্লাহকে ছাড়া (নিজেদের মনগড়া) শরীকদেরকে ডাকে, তারা নিছক ধারণা ও অনুমানের অসুসারী, আর শুধু কল্পনাই তারা করে। ৬৭. তিনি আল্লাহই, যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন এই উদ্দেশ্যে যে, সেই সময় তোমরা শান্তি লাভ করবে এবং দিনকে উজ্জ্বল বানিয়েছেন। তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা (উন্মুক্ত কর্ণে নবীর দাওয়াত) শুনে। ৬৮. লোকেরা বলেছিল যে, আল্লাহ একজনকে পুত্র বানিয়ে নিয়েছেন। মহান পবিত্র আল্লাহ! তিনি তো মুখাপেক্ষীহীন। আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছু তাঁরই মালিকানা; তোমাদের নিকট এ কথার কি প্রমাণ আছে? আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা কি এমন সব কথা বল যা তোমাদের জানা নেই।

قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

তারা সফলকাম হয় না মিথ্যা আল্লাহর উপর রচনা করে যারা নিশ্চয়ই বল

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ

আযাব তাদের আস্বাদন করাব আমরা এরপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে আমাদেরই দিকে এরপর দুনিয়ার (অতি নগণ্য) মধ্যে আছে (তাদের জন্যে) সুখ সম্ভোগ

الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ

(সেই সময়ের) যখন নূহের খবর তাদের কাছে পাঠকরে শুনাও এবং তারা কুফরী করতেছিল একারণে যা কঠোর

ع

قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَ تَذْكِيْرِيْ

আমার উপদেশ দান ও আমার অবস্থান তোমাদের উপর দুঃসহ হয় যদি হে আমার জাতি তার জাতিকে সে বলেছিল

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَ شُرَكَآءَكُمْ

তোমাদেরশরীকদের কেও (সমবেত কর) ও তোমাদের (করনীয়) কাজ তোমরা সুতরাং সমবেত(হয়েসম্পন্ন)কর আমি ভরসা করছি আল্লাহরই উপর তবে আল্লাহর নিদর্শনাবলী দ্বারা

ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَ لَا

না এবং আমার প্রতি তোমরা নিষ্পন্ন কর এরপর সংশয়পূর্ণ তোমাদের কাছে তোমাদের কাজ হয় (যেন) না এরপর

تُنْظِرُوْنِ ﴿٧١﴾ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ اَجْرِيَ

আমার প্রতিদান নাই কোন পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে আমি চাই তবে না তোমরা মুখ ফিরাও এরপরও যদি আমাকে তোমরা অবকাশ দিও

اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٧٢﴾

আত্ম-সমর্পণকারীদের অন্তর্ভূক্ত আমি হই (যেন) যে আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আল্লাহর নিকট এছাড়া

---

৬৯. হে মুহাম্মদ! বলে দাও, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা আরোপ করে, তারা কখনই কল্যাণ পেতে পারে না। ৭০. দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনে মজা ভোগ করুক। পরে আমাদের নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমরা তাদের করা এই কুফরীর বদলায় তাদেরকে কঠিন আযাবের স্বাদ ভোগ করাব। রুকু–৮ ৭১. তাদেরকে নূহের কাহিনী শুনাও। সেই সময়ের কাহিনী, যখন সে তার জনগণকে বলেছিল যে, "হে সমাজের ভাই সব," তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে তোমাদেরকে সজাগ ও সচেতন করে তোলা যদি তোমাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে আমার ভরসা তো কেবল এক আল্লাহরই উপর রয়েছে। তোমারা নিজেদের বানানো শরীকদের সংগে নিয়ে একটা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত করে লও। আর যে পরিকল্পনাই তোমাদের সামনে রয়েছে, তা খুব ভালো করে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ। যেন তার কোন একটি দিকও তোমাদের চোখের আড়ালে পড়ে না থাকে। তার পর আমার বিরুদ্ধে তাকে কাজে পরিণত কর। আর আমাকে বিন্দু মাত্র সুযোগের অবকাশও দিওনা। ৭২. তোমরা আমার উপদেশ- নসীহত কবুল না করলে (তো আমার কি ক্ষতি করলে?) আমি তোমাদের নিকট হতে কোনই প্রতিদান চাই নি। আমার প্রতিদান তো আল্লাহর নিকট রয়েছে, আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, (কেউ মেনে নিক, আর নাই নিক) আমি নিজে তো মুসলিম হয়ে থাকব"।

فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَ جَعَلْنٰهُمْ

অতঃপর তাকে প্রত্যাখান করল | তখন আমরা তাকে উদ্ধার করলাম | এবং | যারা | তার সাথে (ছিল) | মধ্যে | নৌকার | এবং | আমরা তাদেরকে বানালাম

خَلٰٓئِفَ وَ اَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

স্থলাভিষিক্ত | এবং | আমরা ডুবিয়ে দিলাম | (তাদেরকে) যারা | মিথ্যারোপ করেছিল | আমাদের নিদর্শনাবলীকে | সুতরাং দেখ | কেমন | হয়েছিল

عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ

পরিণাম | যাদের সতর্ক করা হয়েছিল | এরপর | আমরা পাঠালাম | তারপরে | রসূল-দেরকে | প্রতি | তাদের জাতির

فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ

অতঃপর তারা তাদের কাছে এসেছিল | স্পষ্ট নিদর্শনা-বলীসহ | কিন্তু না | তারা ছিল | ঈমান আনার জন্যে (প্রস্তুত) | ঐ বিষয়ে যা | তারা মিথ্যারোপ করেছিল | তার উপর | ইতিপূর্বে

كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٧٤﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ

এভাবে | মোহর করে দেই আমরা | উপর | অন্তরসমূহের | সীমালংঘনকারীদের | এরপর | আমরা পাঠিয়েছি | তাদের পরে

مُّوْسٰى وَ هٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا

মূসাকে | ও | হারুনকে | প্রতি | ফিরাউনের | এবং তার পরিষদ-বর্গের (প্রতি) | আমাদের নিদর্শনাবলীসহ | কিন্তু | তারা অহংকার করেছিল

وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا

এবং | তারাছিল | জাতি | অপরাধী | অতঃপর যখন | তাদের কাছে আসল | প্রকৃত সত্য | হতে | আমাদের নিকট

قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٦﴾

তারা বলল | নিশ্চয়ই | এটা | অবশ্যই যাদু | সুস্পষ্ট

৭৩. তারা তাকে মিথ্যা বলে অমান্য করল, ফল এই হল যে, আমরা তাকে ও তার সংগে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম; আর তাদেরকেই যমীনে তাদের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করলাম। এবং যারাই আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছিল তাদের সকলকে ডুবিয়ে দিলাম। এখন দেখ, যাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে দিলাম (আর তা সত্ত্বেও যারা মেনে নিতে রাযী হল না) তাদের কি পরিণাম হয়েছে? ৭৪. নূহের পর আমরা বিভিন্ন নবী-রসূলকে তাদের লোকদের প্রতি পাঠালাম। তারা তাদের প্রতি সুস্পষ্ট-অকাট্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসল। কিন্তু যে জিনিসকে তারা পূর্বে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছিল, তা আর তারা মেনে নিল না। সীমা-লংঘনকারী লোকদের দিলের উপর আমরা এমনিভাবেই মোহর অংকিত করে দেই। ৭৫. এর পর আমরা মূসা ও হারুনকে আমাদের চিহ্ন ও নিদর্শন সংগে দিয়ে ফিরাউন ও তার পরিষদ বর্গের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ করল; আর তারা তো ছিল অপরাধী লোক। ৭৬. অতএব আমাদের নিকট হতে যখন প্রকৃত সত্য তাদের সামনে আসল তখন তারা বলল যে, এতো সুস্পষ্ট যাদু।

قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَ لَا

না আর এটা যাদু কি তোমাদের কাছে (তা) এসেছে যখন সত্যের প্রতি (এরূপকথা) তোমরা বলছ কি মূসা বলল

يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿۷۷﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

তার উপর আমরা পেয়েছি তা হতে যা আমাদের বিচ্যুত করার জন্যে আমাদের কাছে কি তুমি এসেছ তারা বলেছিল যাদুকররা সফলকাম হয়

اٰبَآءَنَا وَ تَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَ مَا نَحْنُ

আমরা নই এবং দেশের মধ্যে প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব তোমাদের দুজনের জন্যে হয় (যেন) এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে

لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۷۸﴾ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿۷۹﴾

সুদক্ষ যাদুকরকে প্রত্যেক আমার কাছে আন ফিরাউন বলল এবং বিশ্বাসী তোমাদের দুজনের প্রতি

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ

তোমরা যা তোমরা নিক্ষেপ কর মূসা তাদেরকে বলল যাদুকররা আসল অতঃপর যখন

مُّلْقُوْنَ ﴿۸۰﴾ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ

যাদু তা তোমরা এনেছ (ঐসব) যা মূসা বলল তারা নিক্ষেপ করল অতঃপর যখন নিক্ষেপ করার

اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۱﴾

ফাসাদকারীদের কাজকে পরিশুদ্ধ করেন না আল্লাহ নিশ্চয়ই তা শীঘ্রই ব্যর্থকরে দিবেন আল্লাহ নিশ্চয়ই

---

৭৭. মূসা বললঃ "প্রকৃত সত্যকে তোমরা এসব কি বলছ, যখন তা তোমাদের সামনে এসে পড়েছে। এ কি যাদু? অথচ যাদুকররা কখনো কল্যাণ পায় না১৮। ৭৮. তারা জবাবে বলল ঃ "তুমি কি এই জন্য এসেছে যে আমাদেরকে সেই পথ ও পন্থা হতে ফিরিয়ে নিবে, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি, আর যমীনে তোমাদের দুজনের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব কায়েম হয়ে যাবে? তোমাদের কথা তো আমরা মেনে নিতে পারি না।" ৭৯. ফিরাউন (নিজের লোকদেরকে) বললঃ "প্রত্যেক পারদর্শী দক্ষ যাদুকরকে আমার নিকট উপস্থিত কর।" ৮০. যাদুকররা যখন এসে পৌঁছিল, তখন মূসা তাদের বললঃ "তোমাদের যা কিছু নিক্ষেপ করার, তা নিক্ষেপ কর।" ৮১. পরে যখন তারা নিজেদের যাদু নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বললঃ তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করেছ, তা যাদু। আল্লাহ এখনই তা ব্যর্থ করে দেবেন। ফাসাদকারী লোকদের কাজকে আল্লাহ শুদ্ধ হতে দেন না।

---

১৮. অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টিতে যাদু ও মুজেযার মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায় তার ভিত্তিতে তোমরা বিনা সংকোচে এটাকে যাদু বলে অভিহিত করছো; কিন্তু অজ্ঞানেরা, তোমরা এটা দেখলে না যে যাদুকর কি প্রকার চরিত্র ও ব্যবহারের লোক হয় এবং তারা কি উদ্দেশ্য সাধানের জন্য যাদুর ক্রিয়াকান্ড দেখায়! কোন যাদুকর কি নিঃস্বার্থভাবে বিনা দ্বিধায় এক পরাক্রমশালী শাসকের দরবারে এসে তার পথভ্রষ্টতার জন্য তিরস্কার করে এবং তাকে আল্লাহ পরস্তি ও আত্ম-শুদ্ধির আহ্বান জানায়?

وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۸۲﴾ فَمَاۤ

এবং সত্যে পরিণত করবেন | আল্লাহ | সত্যকে | তার বানী অনুযায়ী | যদিও এবং | অপছন্দ করে(তা) | অপরাধীরা | এরপরও না

اٰمَنَ لِمُوْسٰۤى اِلَّا ذُرِّیَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ

ঈমান আনল | মূসার প্রতি (সেদেশের লোক) | এছাড়া' | বংশধর (কিছু যুবক) | মধ্যহতে | 'তার জাতির | কারণে | ভয়ের | থেকে | ফিরাউন

وَ مَلَا۟ئِهِمْ اَنْ یَّفْتِنَهُمْ ؕ وَ اِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِی الْاَرْضِ ۚ

ও | তাদের কর্তা প্রধানদের | যে | তাদেরকে সে নির্যাতন করবে | নিশ্চয়ই এবং | ফিরাউন (ছিল) | অবশ্যই স্বেচ্ছাচারী | মধ্যে | দেশের

وَ اِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِیْنَ ﴿۸۳﴾ وَ قَالَ مُوْسٰى یٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ

নিশ্চয়ই এবং সে | অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত | সীমালংঘন-কারীদের | এবং | বলল | মূসা | হে আমার জাতি | যদি | তোমরা

اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَیْهِ تَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِیْنَ ﴿۸۴﴾

ঈমান এনেথাক | আল্লাহর উপর | তবে তাঁরই উপর | তোমরা ভরসাকর | যদি | তোমরা হও | আত্ম সমর্পনকারী (অর্থাৎ মুসলমান)

৮২. আল্লাহ তাঁর ফরমান দ্বারা হক-কে হক্ করে দেখিয়ে থাকেন, অপরাধী লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন। **রুকু-১০** ৮৩. (তার পর দেখ) মূসাকে তার লোকজনের মধ্যে কয়েকজন যুবক ছাড়া১৯ কেউ মেনে নিল না, ফিরাউনের ভয়ে এবং নিজ জাতির নেতৃস্থানীয় লোকদের ভয়ে। (তাদের ভয় ছিল এই যে) ফিরাউন তাদেরকে আযাবে নিমজ্জিত করবে। আর ব্যাপার এই যে,ফিরাউন দুনিয়ায় শক্তিমান ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর সে ছিল এমন লোকদের মধ্যে একজন, যারা কোন সীমাই মানত না২০। ৮৪. মূসা তাঁর জাতির লোকজনকে বললঃ "হে লোকেরা, তোমরা যদি সত্যই আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক তা হলে তাঁরই উপর ভরসা করো যদি মুসলিম হয়ে থাক।"

১৯. মূল পাঠে ذُرِّيَّةٌ (যুররিইয়াত) ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ-- বংশধর, সন্তান- সন্ততি। অনুবাদ করা হয়েছে- 'যুবক', প্রকৃত পক্ষে এই বিশেষ শব্দটির ব্যবহার দিয়ে পবিত্র কুরআন যা বলতে চেয়েছে, তা হচ্ছে- এই বিপদসংকুল সময়ে সত্যের সঙ্গ দিতে ও পতাকাবাহীদেরকে নিজেদের নেতা বলে স্বীকার করে নেয়ার মত সাহস কতিপয় বালক বালিকারা তো প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু পিতা-মাতার এবং জাতির বয়স্ক লোকদের এ সৌভাগ্য লাভের সুযোগ ঘটেনি। সুবিধাবাদ, স্বার্থপূজাও নিরাপদ-নির্ঝঞ্ঝাট থাকার বাসনা তাদেরকে এত দূর প্রভাবিত করে রেখেছিল, যে- যে সত্যের পথ বিপদ-সংকুল তার সঙ্গ দেওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। বরং তারা বিপরীত পক্ষে তরুনদের বাধা দিতে থাকে যে, তোমরা মূসার ধারে কাছেও যেও না। যদি যাও, তাহলে তোমরা নিজেরা তো ফিরাউনের গযবে পড়বে, আর সেই সংগে আমাদেরও বিপদে ফেলবে। ২০. অর্থাৎ নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে কোন মন্দ থেকে মন্দতর পন্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধা করতো না; কোন অত্যাচার, কোন অসততা, কোন পাশবিকতাও বর্বরতার অনুষ্ঠান করতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। নিজেদের কামনা-লালসার পশ্চাতে যে কোন সীমা পর্যন্ত যেতে পিছপা হতো না। এমন কোন সীমাই ছিলনা যে পর্যন্ত গিয়ে তারা ক্ষান্ত হতে পারে।

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ

তারা অতঃপর বলল | উপর | আল্লাহর | আমরা ভরসা করেছি | হে আমাদের রব | না | আমাদের বানিও | ফেতনা | জাতির জন্যে

الظّٰلِمِيْنَ ۝٨٥ وَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝٨٦ وَ اَوْحَيْنَا

(যারা) যালেম | এবং | আমাদেরকে মুক্তি দাও | তোমার রহমত দ্বারা | হতে | জাতি | (যারা) কাফের | এবং | আমরা ওহী করলাম

اِلٰى مُوْسٰى وَ اَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّ

প্রতি | মূসার | ও | তার ভায়ের (প্রতি) | যে | দু'জনে স্থাপনকর | তোমাদের দুজনের জাতির জন্যে | মিশরে | (কয়েকখানা) ঘর | এবং

اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٨٧

তোমরা বানাও | তোমাদের ঘরগুলোকে | কেন্দ্র রূপে | এবং | তোমরা প্রতিষ্ঠাকর | নামাজ | এবং | সুসংবাদ দাও | ঈমানদার-দেরকে

وَ قَالَ مُوْسٰى رَبَّنَاۤ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَاَهٗ

এবং | বলল | মূসা | হে আমাদের রব | নিশ্চয়ই তুমি | তুমি দিয়েছ | ফিরাউনকে | এবং | তার পরিষদবর্গকে

زِيْنَةً وَّ اَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا

চাকচিক্যতা | ও | ধন সম্পদ | মধ্যে | জীবনের | পার্থিব | হে আমাদের রব | গোমরাহ করার জন্যে (লোকদেরকে)

عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ

হতে | তোমার পথ

৮৫. তারা জবাব দিল২১, "আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের রব, আমাদেরকে যালেম লোকদের জন্য ফেত্‌না বানিও না"। ৮৬. ও তোমরা নিজের রহমত দিয়ে আমাদেরকে কাফের লোকদের হতে মুক্তি দান কর। ৮৭. আর আমরা মূসা ও তার ভাইকে ওহী করলাম যে, মিশরে কয়েক খানা ঘর প্রস্তুত কর এবং নিজেদের এই ঘর কয়খানাকে কেবলা বানিয়ে নাও। নামাজ কায়েম কর২২ এবং ঈমানদার লোকদের সুসংবাদ দাও। ৮৮. মূসা দোয়া করলঃ "হে আমার রব, তুমি ফিরাউন ও তার পরিষদবর্গকে দুনিয়ার জীবনে চাকচিক্য ও ধন-সম্পদ দান করেছ। হে আমাদের রব, তা কি এই জন্য যে তারা লোকদেরকে তোমার পথ হতে গোমরাহ করে অন্য দিকে নিয়ে যাবে?

২১. মূসা (আঃ) এর সঙ্গে দেওয়ার জন্যে যে তরুণেরা প্রস্তুত হয়েছিল এ উত্তর ছিল তাদের। এখানে قَالُوْا (তারা জবাব দিল) এই সর্বনামটি জাতির পরিবর্তে বসেনি, বংশধরদের পরিবর্তে বসেছে। বাক্যের পরম্পরা থেকে এটা বুঝা যায়। ২২. সরকারের যুলুম ও বনী-ইসরাঈলের নিজেদের ঈমানের দুর্বলতার কারণে মিশরে ইসরাঈলী ও মিশরীয় মুসলমানদের মধ্যে নামাযে জামাআতের ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাদের ঐক্য-শৃঙ্খলা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ও তাদের ধর্মীয় প্রাণশক্তি মরণাপন্ন হওয়ার এটা ছিল একটা খুব বড় কারণ। এ জন্য হযরত মূসা (আঃ)কে জামাতবদ্ধ নামাযের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাঁকে এই উদ্দেশ্যে মিশরে কয়েকটি গৃহ নির্মাণ বা নির্দিষ্ট করার ও সেখানে জামাতবদ্ধভাবে নামায আদায় করার হুকুম দেওয়া হয়। এই গৃহগুলিকে কেবলা করার অর্থ হচ্ছেঃ এই গৃহগুলিকে সারা জাতির জন্য কেন্দ্র স্বরূপ গন্য করা এবং এরপরই "নামায কায়েম কর" বলার অর্থ হচ্ছে, বিচ্ছিন্ন ভাবে নিজ নিজ স্থানে নামায আদায় করার পরিবর্তে লোকেরা যেন নির্দিষ্ট স্থানসমূহে জমা হয়ে নামায পড়ে।

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰٓ اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا

তারা ঈমান যেন তাদের কঠোর কর ও তাদের বিনষ্টকর হে
আনে না অন্তরগুলো (অর্থাৎ মোহর করেদাও) সম্পদগুলোকে আমাদের রব

حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا

তোমাদের গৃহীত নিশ্চয়ই তিনি মর্মন্তুদ আযাব তারা যতক্ষণ
দুজনের প্রার্থনা হল বললেন দেখবে না

فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

জ্ঞান রাখে না (তাদের) পথ দুজনে না এবং অতএব
যারা অনুসরণকরো দুজন দৃঢ়থাক

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ

ও ফিরাউন তাদের অতঃপর সমুদ্র ইসরাঈলের সন্তান - আমরা পার এবং
পশ্চাৎধাবন করল দেরকে করলাম

جُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ۭ حَتّٰىٓ اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ

সে ডুবে যাওয়া তাকেপেল যখন এমনি বিদ্বেষ ও সীমালঙ্ঘন তার
বলল (অর্থাৎ সাগরে ডুবে যাচ্ছিল) ক বশতঃ সৈন্যবাহিনী

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ

ইসরাঈলের সন্তানরা তার ঈমান যিনি (তিনি) কোন নাই এই(বলে) আমি ঈমান
উপর এনেছে (সেই সত্ত্বা) ছাড়া ইলাহ যে আনলাম

وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾ آٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ

এবং ইতিপূর্বে তুমি অমান্য নিশ্চয়ই এবং এখন কি আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত আমি এবং
করেছ (ঈমান আনলে) (অর্থাৎ মুসলমানদের)

كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٩١﴾

বিপর্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত তুমি ছিলে

হে আমার রব, তাদের ধন-ঐশ্চর্য ধ্বংস করে দাও এবং তাদের দিলের উপর এমন 'মোহর' করে দাও যেন, তারা ঈমান আনতে না পারে- যতক্ষণ না পীড়াদায়ক আযাব দেখতে পায়২৩। আল্লাহতা'আলা জবাবে বললেনঃ "তোমাদের দুইজনেরই দোয়া কবুল করা হয়েছে। দৃঢ় মজবুত হয়ে থাক এবং তাদের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করোনা, যারা কিছুই জানেনা।" ৯০. আর আমরা বণী-ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম; ঐদিকে ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী যুলুম ও বাড়াবাড়ি করার জন্য তাদের পিছনে ছুটে চলল- শেষ পর্যন্ত ফিরাউন যখন ডুবে যেতে লাগল, তখন বলে উঠলঃ আমি ঈমান আনলাম যে প্রকৃত রব তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যার প্রতি বনী-ইসরাঈলের লোকেরা ঈমান এনেছে, আর আমিও আনুগত্যের মস্তক নতকারীদের মধ্যে একজন। ৯১. (জবাব দেয়া হল) "এখন ঈমান এনেছ, অথচ এর পূর্ব পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে, আর বিপর্যয়কারীদের একজন ছিলে।

---

২৩. হযরত মূসা (আঃ) তাঁর মিশরে অবস্থান-কালের একেবারে শেষ সময়ে এই প্রার্থনা করেছিলেন। উর্পযুপরি আল্লাহতাআলার নিদর্শন সমূহ (মুজেযা) দেখে নেওয়ার ও দ্বীনের সত্যতা পূর্ণরূপে প্রমানিত হয়ে যাওয়ার ও পূর্ণ সতর্কীকরণের পরও ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ তবুও যখন সত্যের শত্রুতায় একান্ত হঠকারিতার সঙ্গে লিপ্ত ছিল তখন মূসা (আঃ) এই প্রার্থনা করেছিলেন। এরূপ অবস্থায় পয়গম্বরের বদ্‌দোয়া (অভিশাপ) কুফরীর উপর জিদকারী কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহতাআলার ফায়সালার অনুরূপই হয়ে থাকে; অর্থাৎ তারপর আর তাদের ঈমান আনার সুযোগ দান করা হয়না।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَ

এবং একটি নিদর্শন | তোমার পরবর্তীতে (আসবে) | (তাদের) জন্যে যারা | তুমি হও | যেন | তোমার শরীর দ্বারা (অর্থাৎ তোমার লাশকে) | তোমাকে আমরা রক্ষা করব | সুতরাং আজ

اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَ لَقَدْ

নিশ্চয়ই এবং অবশ্যই গাফেল আমাদের নিদর্শনাবলী হতে লোকদের মধ্যহতে অনেকে নিশ্চয়ই

بَوَّاْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ

পবিত্র জিনিসগুলো | থেকে | তাদের আমরা রিজিক দিয়েছি | ও | উত্তম | আবাস ভূমিতে | ইসরাঈলের | সন্তানদেরকে | আমরা বসবাস করিয়েছি

فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ

ফয়সালা করে দেবেন | তোমার রব | নিশ্চয়ই | (সত্যিকার) জ্ঞান | তাদের কাছে এসেছে | যতক্ষণ না | তারা মতবিরোধ করেছে | অতঃপর না

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَاِنْ كُنْتَ

তুমি হও | অতঃপর যদি | মতবিরোধ করত | তার মধ্যে | তারা ছিল | সে বিষয়ে যা | কিয়ামতের | দিনে | তাদের মাঝে

فِيْ شَكٍّ مِّمَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ

কিতাব | পাঠকরে | (তাদেরকে) যারা | তবে জিজ্ঞেস কর | তোমার প্রতি | আমরা নাযিল করেছি | তাহতে যা | সন্দেহের মধ্যে

مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ

তুমি হয়ো | অতএব না | তোমার রবের | পক্ষহতে | প্রকৃত সত্য | তোমার কাছে এসেছে | নিশ্চয়ই | তোমার পূর্বে

مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾

সন্দেহ পোষণকারীদের | অন্তর্ভুক্ত

৯২. এখন তো আমরা কেবল তোমার লাশকেই রক্ষা করব, যেন তুমি পরবর্তী বংশধরদের জন্য শিক্ষা লাভের প্রতীক হয়ে থাক"। যদিও অনেক লোকই এমন, যারা আমার নিদের্শনার প্রতি গাফিলতির আচারণ দেখাচ্ছে। রুকু-১০ ৯৩. আমরা বনী-ইসরাঈলীদেরকে বড় ভালো স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আর অতি উত্তম জীবন- যাপনের উপাদান তাদেরকে দান করেছি। পরে তারা মতবিরোধ করেনি- কেবল তখনই করেছে, যখন প্রকৃত ইল্‌ম তাদের নিকট এসে পৌঁছেছিল। নিশ্চয়ই তোমার রব কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে তাদের মতবিরোধের বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন। ৯৪. এখন যদি তোমার প্রতি নাযিল করা হেদায়াত সম্পর্কে তোমার মনে কোন সন্দেহ জেগে থাকে, তাহলে তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যারা পূর্ব হতে কিতাব পাঠ করেছে। এতে সন্দেহ নেই যে, প্রকৃত সত্যই তোমার নিকট এসেছে তোমার রবের নিকট হতে। অতএব তুমি সন্দেহ পোষণকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَ لَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِايٰتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ

এবং না হয়ো তুমি অন্তর্ভুক্ত (তাদের) যারা মিথ্যা মনেকরে নিদর্শনগুলোকে আল্লাহর অন্যথায় তুমি হবে অন্তর্ভুক্ত

الْخٰسِرِينَ ﴿٩٥﴾ اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾

ক্ষতিগ্রস্তদের নিশ্চয়ই যারা সত্যপ্রমাণিত হয়েছে তাদের উপর বাণী তোমার রবের না তারা ঈমান আনবে

وَ لَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيمَ ﴿٩٧﴾ فَلَوْ لَا

এবং যদি তাদের কাছে আসে সব নিদর্শন যতক্ষণ না তারা দেখবে আযাব মর্মন্তুদ অতঃপর কেন না

كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ط

(এমন) হল যে জনপদ বাসী (আযাব আসার পূর্বেই) ঈমান আনত তার তাহলে উপকারে আসত তার ঈমান আনা তবে (ব্যতিক্রম) জাতি ইউনুসের

لَمَّا اٰمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

যখন (আযাব দেখে) তারা ঈমান এনেছিল আমারা সরিয়ে দিয়েছি তাদের থেকে আযাব অপমান জনক মধ্যে জীবনের দুনিয়ার

وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِينٍ ﴿٩٨﴾

ও ভোগের সুযোগ দিয়েছি আমরা তাদেরকে পর্যন্ত এক নির্দিষ্ট সময়

৯৫. আর তাদের মধ্যে তুমি শামিল হয়োনা, যারা আল্লাহতা'আলার আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করেছে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে একজন হবে২৪। ৯৬.-৯৭. প্রকৃত কথা এই যে, যাদের সম্পর্কে তোমার রবের কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে২৫, তাদের সামনে যে কোন ধরনের নিদর্শনই আসুক না কেন, তারা কখনই ঈমান আনতে প্রস্তুত হবে না, যতক্ষণ না তারা পীড়াদায়ক আযাব সামনে আসতে দেখতে পাবে। ৯৮. এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে কি যে, এক বসতির লোক আযাব দেখে ঈমান এনেছে, আর তার ঈমান তার জন্য কল্যাণকর হয়েছে? ইউনুসের জাতির জনগণ ছাড়া (এর অপর কোন দৃষ্টান্ত নেই)। সেই লোকেরা যখন ঈমান এনেছিল, তখন অবশ্যই তাদের উপর হতে দুনিয়ার জীবনে আমরা আযাবকে দূর করে দিয়েছিলাম২৬ এবং যাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত জীবন ভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলাম।

২৪. বাহ্যতঃ এ সম্বোধন নবী করীম (সঃ) এর প্রতি করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যারা তাঁর দাওয়াতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছিল তাদেরকে শোনানোই ছিল উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থ-ধারীদের প্রসঙ্গের উল্লেখ এই জন্যে করা হয়েছে যে, আরবের জন-সাধারণ আসমানী গ্রন্থের জ্ঞান সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিল। তাদের পক্ষে এ আহ্বান একটি নতুন আহ্বান ছিল। কিন্তু গ্রন্থ-ধারীদের মধ্যে যারা ধর্মপরায়ণ ও সুবিবেচক প্রকৃতির ছিল তারা এ বিষয়ের সত্যতার সমর্থন জানাতে পারত যে, কুরআন যে জিনিসের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে তা হচ্ছে ঠিক সেই জিনিস যার দাওয়াত পূর্ববর্তী আল্লাহর নবী রসূলগণ দিয়ে এসেছেন। ২৫. অর্থাৎ এ কথা যে, যারা নিজেরা সত্যানুসন্ধানী না হয়, যারা নিজেদের অন্তকরণের উপর জিদ, কুসংস্কার, পক্ষপাতিত্ব ও হঠকারিতার তালা লাগিয়ে রেখেছে, যারা দুনিয়ার প্রেমে মত্ত ও পরিণাম সম্পর্কে চিন্তাহীন তাদের ঈমান আনার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটে না। ২৬. তফসীরকারগণ (কুরআনের ব্যাখ্যাকারীগণ) এর এই কারণ বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহর আযাব আসার সংবাদ ঘোষণার পর নিজ অবস্থান-স্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন সেজন্যে আযাবের লক্ষণাবলী দেখার পর যখন জনপদবাসীরা তওবা ও এস্তেগফার অনুতাপ ও ক্ষমা ভিক্ষা করলো তখন আল্লাহতাআলা তাদেরকে ক্ষমা করলেন।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ

তবে কি একসাথে তাদের পৃথিবীর মধ্যে যারা অবশ্যই তোমার ইচ্ছে যদি এবং
তুমি সবাই (আছে) ঈমান আনত রব করতেন

تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ

যে কোন ব্যক্তির নয় এবং ঈমানদার তারা হবে যতক্ষণ লোকদেরকে জবরদস্তি
জন্যে সম্ভব না করবে

تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا

না (তাদের) উপর অপবিত্রতা তিনি এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে ব্যতীত সে ঈমান
যারা রাখবেন আনবে

يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٠﴾ قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا

না এবং যমীনের এবং আসমান মধ্যে কি তোমরা তুমি বিবেক-বুদ্ধি
সমূহের (আছে) লক্ষ্যকর বল কাজে লাগায়

تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ

কি তবে (যারা) না (সেই) জন্যে সতর্কীকরণ আর নিদর্শন উপকারে
ঈমান আনে জাতির (না) সমূহ আসে

يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ

বল তাদের পূর্বে অতিবাহিত (তাদের) দিনগুলোর অনুরূপ এছাড়া তারা অপেক্ষা
হয়েছে যারা (খারাব) করছে

فَانْتَظِرُوْۤا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত তোমাদের নিশ্চয়ই তোমরা তবে
সাথে আমি অপেক্ষা কর

৯৯. তোমার রবের ইচ্ছাই যদি এই হত (যে, যমীনের সব মানুষই মুমিন ও অনুগতই হবে) তা হলে দুনিয়ার সব অধিবাসীই ঈমান আনত। তবে তুমি কি লোকদের মুমিন হওয়ার জন্য জবরদস্তি করবে? ১০০. কোন ব্যক্তিই আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে ঈমান আনতে পারে না। আর আল্লাহর নিয়ম এই যে, যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা চাপিয়ে দেন। ১০১. তাদের বলঃ "যমীন ও আসমানে যা কিছু আছে, তা চোখ খুলে দেখ"। আর যারা ঈমান আনতেই চায় না, তাদের জন্য নিদর্শন ও সতর্কীকরণ কি-ইবা উপকার দিতে পারে! ১০২. এখন তারা এ ছাড়া আর কোন্ জিনিসের অপেক্ষায় রয়েছে যে, তারা সেই খারাব দিনই দেখতে পাবে, যা তাদের পূর্বের লোকেরা দেখতে পেয়েছে? তাদের বলঃ "ঠিক আছে, অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি"।

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

এরপর আমরা বাঁচিয়ে নেই আমাদের রসূলদেরকে ও যারা ঈমান এনেছিল (তাদের সাথে) এভাবে (এটা) দায়িত্ব আমাদের উপর উদ্ধার করা ঈমানদার লোকদেরকে

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ

বল হে লোকেরা যদি তোমরা হয়েথাক মধ্যে সন্দেহের সম্পর্কে আমার দীন তবে (জেনে রাখ) না

اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ

আমি ইবাদত করি (তাদেরকে) যাদের তোমরা দাসত্বকর বদলে আল্লাহর বরং আমি দাসত্বকরি আল্লাহরই

الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۚۖ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾

যিনি তোমাদের মৃত্যুঘটান এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি যে (যেন) আমি হই অন্যতম মু'মিনদের

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ

এবং (এও) যে প্রতিষ্ঠিত কর তোমার লক্ষ্যকে দীনের জন্যে একনিষ্ঠভাবে এবং না তোমরা হয়ো অন্তর্ভুক্ত

الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا

মুশরিকদের এবং না ডেকো (অন্যকাউকে) ছাড়া আল্লাহ যা না তোমার উপকার করতে পারে আর না

يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

তোমার অপকার করতে পারে অতঃপর যদি তুমি কর (তা) তুমি তবে নিশ্চয়ই তখন অন্তর্ভুক্ত (হবে) যালিমদের

১০৩. পরে (এমন সময় যখন আসে, তখন) আমরা আমাদের নবী রসূলদেরকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে রক্ষাকরে থাকি। আমাদের নিয়মই এই, মু'মিনদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। রুকু-১১ ১০৪. হে নবী, বল, হে লোকেরা তোমরা যদি আমার দীন সম্পর্কে এখনো কোনরূপ সন্দেহের মধ্যে থেকে থাক, তা হলে শুনে রাখ, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর যাদের দাসত্ব কর, আমি সে সবের দাসত্ব করিনা। বরং কেবল সেই আল্লাহরই বন্দেগী ও দাসত্ব করি, তোমাদের জীবন ও মৃত্যু যাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যারা ঈমান এনেছে, আমি তাদের মধ্যের একজন হব। ১০৫. আর আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি একনিষ্ঠ-একমুখী হয়ে নিজেকে যথাযথভাবে এই দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দাও২৭। আর কস্মিন কালেও মুশরিকদের মধ্যে গণ্য হবে না। ১০৬. আল্লাহকে ছেড়ে এমন কোন সত্তাকেই ডেকো না, যা না তোমাকে কোন ফায়দা পৌঁছাতে পারে, আর না কোন ক্ষতি। তুমি যদি এরূপ কর, তাহলে তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে

২৭. মূল শব্দগুলি হচ্ছে اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا — اَقِمْ وَجْهَكَ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নিজের মুখ একই দিকে নিবদ্ধ কর। এর মর্ম হচ্ছে, তোমার গতিমুখ যেন একই দিকে নিবদ্ধ হয়ঃ যেন চলায়মান ও দোদুল্যমান না হয়। কখন সামনে কখন ডাইনে কখনও বামে যেন না ফেরে। ঠিক নাকের সোজা সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চলো যেদিকে তোমাকে দেখানো হয়েছে। এ বাধন তো নিজ স্থানে ছিল একান্ত আঁটসাট। কিন্তু তবুও এই পর্যন্ত ক্ষান্ত দেওয়া হয়নি। এর উপর আরও একটি বাঁধন দেওয়া হয়েছে। حَنِيْفًا হানিফ তাকে বলে যে সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মাত্র একদিকেরই হয়ে থাকে।

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اِنْ

যদি এবং তিনিই এছাড়া তার মোচনকারী তবে কষ্টদিয়ে আল্লাহ তোমাকে যদি এবং (আল্লাহ) নাই স্পর্শ করেন

يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

তিনি ইচ্ছে যাকে তা পৌঁছান তাঁর কোন তবে কোন তোমার করেন অনুগ্রহকে রহিতকারী নাই কল্যাণ জন্যে চান

مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾ قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ

লোকেরা হে বল মেহেরবান ক্ষমাশীল তিনি এবং তাঁর মধ্যহ বান্দাদের তে

قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا

প্রকৃতপক্ষে তবে সঠিক পথ অতএব তোমাদের পক্ষহতে প্রকৃত তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই পেল যে রবের সত্য এসেছে

يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَ

এবং তার (ক্ষতির) সে পথভ্রষ্ট হয় তবে পথভ্রষ্ট যে এবং তার নিজের সে সঠিক পথ জন্যে প্রকৃতপক্ষে হল (মঙ্গলের) জন্যে পায়

مَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٨﴾ وَ اتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَ

এবং তোমার ওহীকরা যা তুমি এবং কোন তোমাদের আমি না প্রতি হয়েছে কিছু অনুসরণকর কর্মবিধায়ক উপর

اصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚۖ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

ফয়সালাকারীদের উত্তম তিনি এবং আল্লাহ ফয়সালা যতক্ষণ সবর করে দেন না কর

১০৭. আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে নিক্ষেপ করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত এমন কেউ নেই যে সেই বিপদকে দূর করে দিতে পারে। আর তিনিই যদি তোমার জন্য কোন কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁর এই অনুগ্রহকে প্রত্যাহার করতে পারে এমনও কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্যে হতে যাকে চান স্বীয় অনুগ্রহ দানে ভূষিত করেন। আর তিনি ক্ষমাশীল ও অনুকম্পাকারী।১০৮. হে মোহাম্মদ বলঃ "হে লোকেরা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের নিকট হতে প্রকৃত সত্য এসে পৌঁছেছে। এখন যে কেউ পথে আসে সে পথ প্রাপ্ত হয় নিজ মঙ্গলের জন্য। আর যে পথ ভ্রষ্ট হয়ে ঘুরতে থাকে সে নিজ অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকে। আমি তোমাদের উপর কর্তৃত্বধারী নই।" ১০৯. আর তুমি চল সে অনুযায়ী যেমন তোমরা নিকট ওহী প্রেরিত হয় এবং সবর কর, যতক্ষণ না ফয়সালা করেদেন আল্লাহ। বস্তুতঃ তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

معانی الفاظ
القرآن المجید
المجلد السادس
عربی - بنغالی
المترجم
مطیع الرحمن خان